পদাঙ্কদূতম্ ।

শ্রী-শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম-বিরচিতম্ ।

শ্রীশ্যামাচরণ-কবিরত্ন-কৃত-

পদান্বয়-সুবোধটীকা-বঙ্গানুবাদ-ভাবার্থব্যাখ্যাসহিতম্।

তেনৈব সংস্কৃতঞ্চ।

"আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানা-মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥"

কলিকাতা-রাজধান্যাং
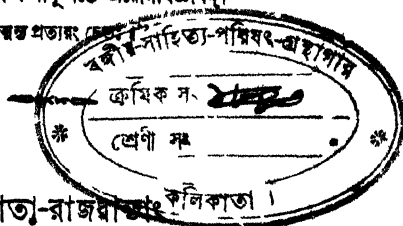
শ্রীগুরুদাসচট্টোপাধ্যায়েন

২০১ সংখ্যক-কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ-বেঙ্গল মেডিকেল্

লাইব্রেরীনামক-পুস্তকালয়াৎ প্রকাশিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮২৬।

মূল্য।৵০ আনা।
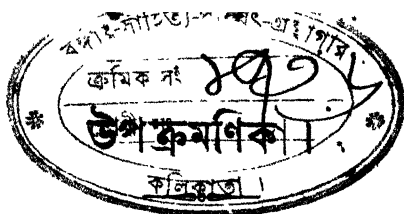
শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসকৃত ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলেন এবং আর ফিরিলেন না, তখন তাঁহার বিরহে গোপীগণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীরাধাকেই অধিক ভাল বাসিতেন, এবং শ্রীরাধারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ ছিল; সুতরাং তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ হইয়াছিল। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করায় ক্রমশঃ তাঁহার উন্মাদ দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি যেন নিজের আশে পাশে সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন, এবং বোধ করিতেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে একবার দর্শন দিয়াই আবার অন্তর্হিত হইলেন। সর্ব্বদা এইরূপ ভ্রম উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রতীতি হইল যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই আছেন; হয় ত অন্য কোনও গোপীর প্রতি অত্যাসক্ত হইয়া লজ্জায় তাঁহার নিকট আসিতেছেন না, নয় ত তাঁহার অনুরাগের পরীক্ষার জন্য তাঁহার সহিত এইরূপ লুকোচুরি খেলিতেছেন। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য একদিন একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভাবিলেন, তিনি যমুনাতীরস্থ নির্জ্জন নিকুঞ্জেই অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে যাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এই মনে করিয়া তিনি সেই কুঞ্জে গমন করেন। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া হতাশ হইয়া প্রথমতঃ মূর্চ্ছিতা হন; পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঐ কুঞ্জের প্রান্তভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পান।

তখন তাহাকে দূত হইয়া কৃষ্ণের নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে পদাঙ্ক অর্থাৎ পদচিহ্নকে দূত করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "পদাঙ্কদূত"।

কবিবর শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম ইহার রচয়িতা। তাঁহার আদি নিবাস শান্তিপুরে ছিল; পরে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী করিয়া বাস করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের চৈতল-চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় ৺ চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের গোষ্ঠীবর্গ, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের জ্ঞাতি বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করেন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি প্রখ্যাতনামা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রামজীবন রায় ও পিতা রঘুরাম রায়—উভয়েরই সমকালবর্ত্তী ও সভাসদ্ ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষে যে শ্লোকটি আছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, ১৬৪৫ শকাব্দে রাজা রঘুরাম রায়ের অধিকারকালে ইহা রচিত হইয়াছিল। কোনও কোনও পুস্তকে উল্লিখিত শ্লোকের যে পাঠান্তর আছে (তন্নিম্নে দ্রষ্টব্য), তাহাতে জানা যায় যে, ১৬৪৫ শকাব্দে মহারাজ রামজীবনের অধিকারকালে ইহা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত"-নামক প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, রাজা রঘুরাম রায় স্বীয় পিতা রামজীবনের লোকান্তরগমনের পর ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকাব্দে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৬৪৫ শকাব্দে রামজীবন জীবিত ছিলেন না। উল্লিখিত শ্লোকের উভয়বিধ পাঠ দর্শন করিয়া আমার মনে হয় যে, গ্রন্থকার রঘুরাম রায়ের আদেশে তাঁহার অধিকারকালেই ইহা রচনা করেন। পরে রাজার নিকট গ্রন্থ সমর্পণ করিলে, তিনি ইহার গুণবত্তা দেখিয়া চিরস্থায়িত্ব

বুঝিয়া, এতৎসহ পিতার নামও চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শেষোক্ত শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

কেহ বলেন—তাঁহাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকে রামজীবন রায়ের নামযুক্ত ঐ একটী মাত্র পাঠই আছে, এবং সে দেশে "নাটোরের রাজা রামজীবনের আদেশে হইয়াছে" এইরূপ প্রবাদ। নবদ্বীপের রাজা রাজাধিরাজ ছিলেন না, নাটোরের রাজা রাজাধিরাজ ছিলেন, এবং সময়েও মিল আছে।

ইহার উপর আমাদের কয়েকটি কথা আছে—(১) রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রচারিত, বহুপণ্ডিত দ্বারা বহুগ্রন্থ হইতে সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমে পদাঙ্কদূতের পরিচয়ে রঘুরাম রায়ের নামযুক্ত একটিমাত্র পাঠ ধৃত হইয়াছে। (২) ইতিহাসে জানা যায়, তাৎকালিক পণ্ডিতগণ স্বীয় বিদ্যাবত্তাদির পরিচয় দিয়া নবদ্বীপাধিপতির নিকট হইতেই বৃত্তিলাভে প্রয়াসী হইতেন। যাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন, তাঁহারা আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিতেন। (৩) নাটোরের রাজা রামজীবন প্রথিতনামা রাণী ভবানীর শ্বশুর ছিলেন। তিনি রাজা ও মহারাজ বলিয়াই উক্ত আছেন; রাজাধিরাজ বলিয়া কোথাও উক্ত হইতে আমরা দেখি নাই। (৪) কবিদিগের এরূপ ব্যবহার আছে যে, তাঁহারা রাজাকেও মহারাজ, রাজাধিরাজ বা মহারাজাধিরাজ বলিয়া থাকেন। নাটোরের রাজা রাজাধিরাজ হইলেও উক্ত শ্লোকে তাঁহাকে "মহারাজাধিরাজ" বলা যেমন কবিব্যবহারসিদ্ধ, সেইরূপ নবদ্বীপের মহারাজকে "মহারাজাধিরাজ" বলাও কবিব্যাহারসিদ্ধ হইতে পারে। (৫) কবি শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম নবদ্বীপে বাস করিতেন। একের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্যের নামে গ্রন্থ প্রচার করা পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতদিগের প্রথা ছিল না। (৬) রঘুরাম রায়ের নামযুক্ত শ্লোকে—"বীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেরাজ্ঞাং গৃহীত্বাদরাৎ",

এই পাঠ আছে ; এবং রামজীবনের নামযুক্ত শ্লোকে—"শ্রীলশ্রীযুত-রামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ" এইরূপ পাঠ আছে। নাটোরাধিপতিই হউন আর নবদ্বীপাধিপতিই হউন, রামজীবনের 'আদেশে' গ্রন্থ রচিত হইলে "মহারাজাধিরাজাদৃতঃ" না লিখিয়া "মহারাজাধিরাজাজ্ঞয়া" লিখিতেন। উক্ত দুইটি পাঠ আলোচনা করিলে ইহাই জানা যায় যে, রঘুরামের 'আদেশে' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার রামজীবনের 'সম্মানিত' ছিলেন। রঘুরাম নবদ্বীপেরই অধিপতি ; সুতরাং তাঁহার আদেশে যদি গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, গ্রন্থকার আপনাকে যে রামজীবনের সম্মানিত বলিয়াছেন, সে রামজীবন রঘুরামের পিতা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। (৭) কেহ এমনও বলিতে পারেন যে, নাটোরের রাজা রামজীবনের নামই কবি উল্লেখ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উত্তরকালে নবদ্বীপাধিপতির অনুগত কোনও পণ্ডিত তদীয়-গৌরব-বর্দ্ধনার্থে, তাঁহার বংশধরকেই স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য, রামজীবনের নাম কাটিয়া রঘুরামের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের বক্তব্য এই যে, নবদ্বীপের রামজীবন ও রঘুরাম, এবং নাটোরের রামজীবন—ইঁহারা যখন সমকালবর্ত্তী, তখন তাঁহাদের সময়ে একের নামীয় গ্রন্থ অন্যের নামে প্রচার করা নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ, বিবিধ-বিদ্যানুরাগিতায় নবদ্বীপাধিপতিদিগের যেরূপ গৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে এ গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের গৌরববর্দ্ধনের আর আবশ্যকতা ছিল না, এবং সে গৌরবের নিকট এ গৌরব অতি তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত কারণেই কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এরূপ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাও নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি বা তাঁহার পিতৃপিতামহগণ এরূপ নীচপ্রকৃতিও ছিলেন না যে, অন্যের নামীয় পুস্তক আপনাদের নামে প্রচারিত দেখিয়া, তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিবেন।

আমরা নাটোরের বিপক্ষও নহি, নবদ্বীপের স্বপক্ষও নহি, এবং স্বীয় মতের পোষণের জন্যও বদ্ধপরিকর নহি; আমরা তথ্যনির্ণয়েরই প্রয়াসী। সেই হেতু সাধারণের বিচারকার্য্যে সহায়তার জন্যই এত কথা বলিলাম। এক্ষণে সুধীগণের উপরই ইহার মীমাংসার ভার অর্পণ করিলাম।

মহাকবি-কালিদাস-প্রণীত "মেঘদূত" কাব্যের ছন্দে এই কাব্য লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার অনেক ভাব ও অনেক শব্দও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ কৌশলে ও এরূপ কবিত্বে ঐ সকল ভাব ও শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা ঈদৃশ অনুকরণ দোষার্হ না হইয়া বরং কবির গুণগরিমারই পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাকবি ভারবির অনুকরণ করিয়াও মহাকবি মাঘ যেমন প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, সেইরূপ মেঘদূতের অনুকরণ করিয়াও পদাঙ্কদূতকর্ত্তা সবিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়া, স্বীয় "সার্ব্বভৌম" উপাধিকে অন্বর্থ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যান, তখন গোপীদিগকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়া দূত দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, আমি শীঘ্রই আসিব। ইহাতে গোপীরা মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং কিছু না বলিয়া দূতদ্দ্বারা এ কথা বলিয়া আমাদিগকেও দূত পাঠাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ বিশ্বাসী দূত না পাওয়ায় পাঠাইতে পারেন নাই। পরে কৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠান, তখন গোপীরা তাঁহার নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ভাগবতের এই উদ্ধবদূতের অনুকরণেও কোনও কবি অন্যবিধ "উদ্ধবদূত," কোনও কোনও কবি "হংসদূত" ইত্যাদি রচনা করেন; এবং আমাদের এই কবি "পদাঙ্কদূত" রচনা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণবত্তায় এই পদাঙ্কদূতই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

ইঁহার প্রত্যেক শ্লোক, এমন কি, প্রায় প্রত্যেক পদ ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে দর্শনের কথাও অনেক আছে। সেই সকল ভাব ও সেই সকল দর্শনঘটিত কথা সম্পূর্ণরূপে ও সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি, এরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নাই; তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই।

ঈদৃশ উৎকৃষ্ট কাব্যের তাদৃশ সংস্করণ একখানিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই, কতিপয় বিজ্ঞ বন্ধুর অনুরোধে আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তদ্বিষয়ে সুধীগণের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলাম। আপাততঃ সাধারণ্যে প্রকাশ করিলে পাছে উপহাসাস্পদ হই, এই ভয়ে কেবল তাঁহাদের জন্যই কয়েক খণ্ডমাত্র মুদ্রিত করাইলাম। দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করা এবং শিষ্টবচনে সদুপদেশ দ্বারা দোষ সংশোধন করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। এই জন্যই বহুদোষপরিপূর্ণ পুস্তকও তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে কোনও শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হয় না। এক্ষণে এতদ্দর্শনে তাঁহারা যদি প্রীতি লাভ করিয়া উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইব; নচেৎ এই পর্য্যন্তই ক্ষান্ত থাকিব।

শিবপুর, হাওড়া।
৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১ } শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

পদাঙ্কদূতের সমালোচনা।

কাশীনিবাসী সর্ব্বপ্রধান মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহোদয়ের পত্র—

আপনার পদাঙ্কদূত অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্বয়, অর্থ, মর্ম্ম-ব্যাখ্যা সকলই সুন্দর। মূল কবিতাগুলির প্রত্যেক অংশের সার্থক্য-বিশ্লেষণে আপনার যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে সে নৈপুণ্য কোনও কাব্য লইয়া কেহই প্রকাশ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। গ্রন্থের সকল স্থান এখনও দেখা হয় নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, অদ্যই আপনাকে পত্র না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাশীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পত্র—

সবিনয়নিবেদনমিদং—

স্বয়ংকৃতয়া টীকয়া সহিতং বঙ্গভাষয়াঽনূদিতঞ্চ পদাঙ্কদূতকাব্যং মুদ্রাপ্যৈকখণ্ডং পুস্তকং মহ্যং দত্তং সমালোচয়িতুম্। ময়া তৎ সাদরং গৃহীত্বা সমালোচ্যেদমবধারিতং নিজকৃতয়া টীকয়াঽনুবাদেন চ উক্ত-কাব্যতাৎপর্য্যার্থং প্রকাশয়তাঽনেকেষামুপকারভাজনমজায়ত ভবান্ অলমধিকেন ইতি শম্।

পূর্ব্বস্থলীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের পত্র—

অশেষবিদ্যাস্পদেষু—

মহাশয়ের প্রেরিত পদাঙ্কদূতখানি প্রাপ্ত হইলাম। এই ক্ষুদ্র-

কাল মধ্যে যে কয়েকটি স্থল দেখিলাম, তাহাতে মহাশয়কৃত টীকা ও ব্যাখ্যার সারল্য দর্শনে অতীব প্রীতিলাভ হইল।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের পত্র—

মহাশয়, আপনার প্রচারিত পদাঙ্কদূত পুস্তকের কতিপয় স্থান পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। মূলের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, আপনার বঙ্গভাষার ব্যাখ্যাতে তৎসমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যার ভাষাও সরল। আপনার ব্যাখ্যাকৌশলে জটিল দার্শনিক বিষয়গুলিও অনায়াসে পাঠকের বোধগম্য হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। এই পুস্তকে আপনার বহুদর্শিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। আমার বিবেচনায় পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের পত্র—

পদাঙ্কদূত-নামক কবিতাবলীর উপরি আপনি যে টীকা, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎপাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আপনার প্রণীত ব্যাখ্যা ও অনুবাদে কবিতাবলীস্থিত বিশেষণ সকলের প্রকৃত ভাবার্থ বিশদরূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে; ও কবিতাবলীর স্থানবিশেষে আপাততঃ যে ব্যাকরণভ্রমের উপলব্ধি হইত, তাহার মীমাংসা আপনি করিয়াছেন; এবং দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণও আপনার কৃত ব্যাখ্যাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত কবিতাবলীর মাধুর্য্যরসাস্বাদে যাঁহারা বাসনা করিবেন, ভরসা করি, তাঁহাদের বাসনা আপনার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ দ্বারা পূর্ত্তিলাভ করিবে, অলমধিকেন ইতি।

রঙ্গপুরনিবাসী মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের পত্র—

আপনার মুদ্রিত "পদাঙ্কদূত" সাগ্রহে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছি। "পদাঙ্কদূত" ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও রস-ভাব-অলঙ্কার-পূর্ণ এবং বঙ্গের নিজস্ব; এইজন্য তাহার উপর আমার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। এতদিন বটতলার সরস্বতী-ভাণ্ডারে পুস্তকখানি ছিল বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইয়াছিল। আপনি দেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ আমার সেই দুঃখ মিটাইয়াছেন। অতি বিশুদ্ধরূপে আপনার "পদাঙ্কদূত" মুদ্রিত হইয়াছে। আপনার টীকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা অতি আদরের বস্তু হইয়াছে। আমাদিগের অনেক অবিদিত অর্থ, আপনার মহীয়সী প্রতিভায়, ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এজন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে ও বঙ্গদেশের নিকটে আপনি বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ। আমাদিগের পুস্তকে "শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ" এই একটী পাঠই আছে। এদেশে নাটোরের রাজা রামজীবনের আদেশে হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ। নবদ্বীপের রাজা রাজাধিরাজ ছিলেন না, নাটোরের রাজা রাজাধিরাজ ছিলেন। সময়েও মিল আছে।

খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ
মহোদয়ের পত্র—

আপনার পদাঙ্কদূত পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। মূল ও টীকার বিশুদ্ধতা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছি। আপনার কৃত ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সুপাঠ্য হইয়াছে। আপনি যেরূপ সরল ভাষায় ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এরূপ সরল ভাষা

ও ব্যাখ্যা আমার বিবেচনায় নিতান্ত দুর্লভ। আশা করি, কাব্যামোদী অধ্যাপক ও ছাত্র উভয় সম্প্রদায়ই আপনার মুদ্রিত পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হইবেন।

কলিকাতা-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মহামান্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের পত্র—

আপনার প্রণীত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত পদাঙ্কদূত গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। ব্যাখ্যাগুলিতে যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

বাহাদুরের পত্র—

আপনার কৃতানুবাদ ও কৃতটীক পদাঙ্কদূত প্রাপ্ত হইলাম। গ্রন্থখানি এখনও বিশেষভাবে দেখিবার অবকাশ পাই নাই। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। * * *

বিখ্যাত বাগ্মিবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

মহোদয়ের পত্র—

আপনার "পদাঙ্কদূত" আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি,—দোষদর্শীর দৃষ্টি লইয়াই দেখিয়াছি; দেখিয়া বুঝিয়াছি, সুকঠিন সংস্কৃত গ্রন্থ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন-রূপে সম্পাদন করিতে হইলে যে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং যেপ্রকার যোগ্যতার আবশ্যক, তাহা আপনার যথেষ্টই আছে। আর সেই অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে বলিয়াই আপনি কি অন্বয়, কি টীকা, কি অনুবাদ, কি তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা—সকলগুলিই সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিতে পারিয়া-

ছেন। তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সম্পাদান করিতে আপনাকে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে;—বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, কিংবা গোস্বামি-গ্রন্থের প্রমাণবচন, এমন কি, প্রচলিত প্রবাদবাক্য পর্য্যন্ত—যেখানে যেটি আবশ্যক, তাহা আপনি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্যাখ্যার ভাষাও সরল ও সহজ-বোধ্য। বর্ত্তমানকালে 'সম্পাদক' বলিলে, সাধারণতঃ এক শ্রেণীর অর্থমাত্র-লোলুপ পরকৃতিত্বাপহারী শ্রমকাতর নির্লজ্জ জীববিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের অত্যাচারে আর খাটিয়া-খুটিয়া গ্রন্থ সম্পাদন করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনার সুসম্পাদিত "পদাঙ্কদূত" দেখিয়া প্রকৃতই পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সম্পাদক-নাম-লুব্ধ মহোদয়গণ যদি আপনার পদাঙ্কদূতের সম্পাদনপ্রণালীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজের ও পরের অনেক উপকার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। পদাঙ্কদূতের ছাপা ও কাগজ উত্তম। মুদ্রাকরপ্রমাদ নাই বলিলেই হয়। প্রুফ্ সংশোধনেও দেখিতেছি, আপনি সিদ্ধহস্ত ও সিদ্ধদৃষ্টি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আপনার শরীর সুস্থ ও উদ্যম অটুট থাকুক, আমরা আপনার নিকট হইতে অনেক আশা করি ইতি।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মহামান্য
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

মহোদয়ের পত্র—

"পদাঙ্কদূতের" নাম অনেক বার শুনিয়াছিলাম। দুই একটি শ্লোকও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তখন তাহাতে মনের প্রীতি হয় নাই। এখন মহাশয়ের প্রকাশিত সটীক ও সানুবাদ "পদাঙ্কদূত" পড়িয়া, কবি শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের উপর ভক্তি জন্মিল; একং

মহাশয়ের প্রণীত টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়িয়া প্রীতি লাভ করিলাম। টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে ইতি।

বসুমতী—২৩শে পৌষ, ১৩১১।—পদাঙ্কদূতম্। কবিবর শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ইহার রচয়িতা; ১৬৪৫ শকাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় এই পুস্তক টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। টীকা অতি সরল হইয়াছে; যাঁহাদের সংস্কৃতে সামান্য অধিকার আছে, তাঁহারাও অতি সহজে এই টীকার সাহায্যে কবিতাগুলি বুঝিতে সক্ষম হইবেন। বাঙ্গালা অনুবাদও সুন্দর হইয়াছে। মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

বঙ্গবাসী—৯ই বৈশাখ, ১৩১২।—পদাঙ্কদূতম্। * * * কালিদাস মেঘদূত লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম পদাঙ্কদূত রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গিয়াছেন। বিরহে শ্রীমতী রাধিকা উন্মাদিনী হইয়াছেন। তিনি উন্মাদাবস্থায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককেই দূত ভাবিয়া লইয়াছেন। সেই ভাবেই "পদাঙ্কদূতম্" লিখিত। কবিরত্ন মহাশয় পদাঙ্কদুতের মূল সংস্কৃত, তাহার টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। পদাঙ্কদূতের কবিতা ভাবময়ী ও প্রাণময়ী। প্রত্যেক কবিতার রসোচ্ছ্বাসে প্রাণ পরিপ্লুত হয়। পূর্ব্বে পদাঙ্কদূত আমাদের টোলে অধীত হইত, এখন হয় না। কবিরত্ন মহাশয় যে সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মূল কাব্যরস কাব্যামোদিমাত্রের হৃদয়ে সহজে সঞ্চারিত হইবে, আমাদের ইহা বিশ্বাস। বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

যাহারা কিঞ্চিন্মাত্র সংস্কৃত জানেন, সংস্কৃত টীকায় তাঁহারা মূলের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন। কবিরত্ন মহাশয় আবশ্যকমত ব্যাকরণ-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশ্লেষণ কোথাও কোথাও কিছু বেশী বেশী হইলে ভাল হইত।

THE HINDOO PATRIOT—MARCH 18, 1905.

We have received a copy of *Padankadutam*, a Sanskrit poem edited by Pandit Syamacharan Kaviratna, and published by Babu Gooroodas Chatterjee. The *Padankadutam* is a book which is known more by its name than by its contents. The one reason which stood in the way of its being widely read was the want of a good *tika* or commentary explaining difficulties of the text. The revival of Sanskrit learning is one of the healthy signs of the present age. And we can not praise too highly the labours of those who endeavour to rescue the gems of Sanskrit literature from undeserved oblivion. It is therefore that we hail with delight Pandit Kaviratna's edition of the *Padankadutam*.

The poem was written about two hundred years ago by Srikrishna Sarvabhauma under the patronage of Raja Raghuram Raya, the father of the celebrated Maharaja Krishna Chandra of Navadwipa. The plan of the work was borrowed from the Meghduta of Kalidas. Of the host of imitations of the Meghduta the Padankaduta is the shortest and best. The subject matter of the poem is the pang of separation which Sri Radha felt when the Lord of the Milkmaids had left Brindaban and settled in Mathura. For a Hindu mind this theme has a fascination which is not diminished even by the lapse of centuries. The name of the works written on this theme is legion. Quite a literature exists on this theme, and the poem under notice is a valuable addition to this literature.

Pandit Kaviratna's edition of the poem is all that can be expected from the sound scholarship of the editor. The book is ushered with a short and appreciative introduction. Every sloka is followed by "anwya", tika, Bengali translation, and an Exposition. The tika is always scholarly and exhaustive, and the Bengali translation, simple, literal, and idiomatic. In the exposition is clenarly set forth the propriety of almost every word in the sloka. The philosophical discussions interspersed in the poem have also been very ably and clearly explained. And the book is priced as cheap as possible, only six annas a copy.

We recommend this edition of the *Padankadutam* to the notice of the Board of Sanskrit studies of the Calcutta University. It is desirable that students of Sanskrit literature should know something of modern Sanskrit. And now that an annotated edition has been published, we hope that the Board of Sanskrit studies will prescribe the *Padankadutam* as a text-book in the curriculum of our university.

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩	লঘুলঘুগুরবঃ	গুরুলঘুলঘবঃ
৪	১	ইত্যাদি অর্থাৎ	আদি পদে
৭	৪	দ্বিরেফানাং	দ্বিরেফাণাং
১৫	১৮	ঝটতি	ঝটিতি
১৭	৯	ইন্দ্রিয়স্থ	ইন্দ্রিয়স্ত
২০	৩	(বৃন্দাবন)	(হরিদ্বার)
৭০	১২	প্রাণোহপনঃ	প্রাণোহপানঃ
৮৫	২১	বৌদ্ধেরা	বৌদ্ধেরা অর্থাৎ চার্ব্বাকেরা
৮৭	১৪	(বুদ্ধসম্বন্ধিনঃ)	(বুদ্ধসম্বন্ধিনঃ, চার্ব্বাকস্য ইত্যর্থঃ)
৯০	১৯	বিরুদ্ধধর্ম্মক্রান্ত	বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত
৯৩	২০	মীমাংক	মীমাংসক

পদাঙ্কদূতম্।

গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিত-কবরী নিশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি-ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম ॥১॥

অন্বয়ঃ।—ইন্দীবরাক্ষী কাচিৎ গোপীভর্ত্তুঃ বিরহবিধুরা (অতএব) উন্মত্তা ইব স্খলিতকবরী, বিশালং নিশ্বসন্তী, মুররিপুঃ অত্রৈব আস্তে ইতি ভ্রান্তিদূতী-সহায়া (সতী) গেহং ত্যক্ত্বা ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম। [অথবা গোপী ভর্ত্তুরিতি পৃথক্ পদদ্বয়ম্—ইন্দীবরাক্ষী কাচিৎ গোপী ভর্ত্তুঃ বিরহবিধুরা ....]। *। টীকা।—ইন্দীবরাক্ষী (নীলাম্বুজনয়না) কাচিৎ (শ্রীরাধা ইত্যর্থঃ) গোপীভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) [অথবা—ইন্দীবরাক্ষী কাচিৎ গোপী (শ্রীরাধা) ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য)] বিরহবিধুরা (বিচ্ছেদকাতরা) অতএব উন্মত্তা (উন্মাদিনী) ইব স্খলিতকবরী (বিগলিত-কেশবেশা, মুক্তকেশী); বিশালং (দীর্ঘং) নিশ্বসন্তী, মুররিপুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অত্রৈব (অস্মিন্ বৃন্দাবনে এব) আস্তে (অস্তি) ইতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া সতী, গেহং (গৃহং) ত্যক্ত্বা ঝটিতি (শীঘ্রং) যমুনামঞ্জুকুঞ্জং (যমুনা-সমীপস্থ-মনোহর-কুঞ্জং) জগাম। *। ব্যাকরণম্।—নিশ্বসন্তীতি নিতরাং শ্বসঃ (শ্বাস-রোগঃ) যস্য স নিশ্বসঃ, নিশ্বস ইব আচরন্তীতি ক্বিপ্, ততঃ নিশ্বস ইতি নামধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়ে শপি নুমাগমঃ; অন্যথা শ্বসধাতো-রদাদিগণীয়ত্বাৎ শপো লুকি নুমোঽপ্রাপ্তেঃ নিশ্বসতীতি পদং স্যাৎ। *। ছন্দঃ।—অস্মিন্ কাব্যে সপ্তদশাক্ষরা মন্দাক্রান্তা বৃত্তং, তল্লক্ষণং যথা—"মন্দাক্রান্তাম্বুধি-রস-নগৈ-র্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্।" অম্বুধয়ঃ চত্বারঃ, রসাঃ ষট্, নগাঃ সপ্ত; চতুর্ভিরক্ষরৈঃ, ততঃ

বড়্ভিরক্ষরৈঃ, ততঃ সপ্তভিরক্ষরৈঃ ছিন্না ইতি শেষঃ ; চতুর্থাক্ষরাৎ, দশমাক্ষরাৎ, সপ্তদশাক্ষরাচ্চ পরং যতিবিশিষ্টা ইত্যর্থঃ। মস্ত্রিগুরুঃ (ত্রয়ো গুরুবর্ণাঃ), ভ আদিগুরুঃ (লঘু-লঘু-গুরবঃ) নস্ত্রিলঘুঃ (ত্রয়ো লঘুবর্ণাঃ), তৌ তযুগ্মমিত্যর্থঃ, তঃ অন্তলঘুঃ (গুরু-গুরু-লঘবঃ) পুনরসৌ তগণঃ, গযুগ্মং, গ একো গুরুঃ, পুনরসৌ গগণঃ। গুরুলক্ষণং যথা—"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥" (পাদান্তস্থো লঘুর্গুরুর্ভবতি বা ইত্যর্থঃ)।*। "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখম্" ইত্যালঙ্কারিক-বচনপ্রামাণ্যাৎ কাব্যাদৌ রাধিকারূপবস্তুনির্দ্দেশঃ কৃতঃ। "শুভদো মো ভূমিময়ঃ" ইতি স্মরণাৎ আদৌ ভূদেবতাকস্য মগণস্য প্রয়োগেণ শুভলাভঃ সূচিতঃ। গণেশবীজস্য গকারস্য প্রয়োগাৎ বিঘ্ননাশোঽপি সম্প্রাতঃ। গোপীভর্ত্তুরুল্লেখাৎ রাসরসিকস্য পরমানন্দময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য কীর্ত্তনেন সতামানন্দসন্দোহ-বিধায়কত্বং কাব্যস্যাস্য ব্যঞ্জিতম্। ১।

অনুবাদ।—নীলপদ্মের ন্যায় নয়নশালিনী কোনও রমণী (অর্থাৎ শ্রীরাধা) গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতরা, অতএব উন্মাদিনীর ন্যায় মুক্তকেশী হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, শ্রীকৃষ্ণ এইখানেই আছেন—এই ভ্রান্তিরূপা দূতীর সহিত, গৃহত্যাগ করিয়া, শীঘ্র যমুনাসমীপস্থ মনোহর কুঞ্জে গমন করিয়াছিলেন।১।

ব্যাখ্যা।—নীলপদ্মের ন্যায় নয়নশালিনী বলায়—তাদৃশ প্রশস্ত চক্ষু যে কৃষ্ণদর্শনের উপযুক্ত, তাহা বলা হইল ; এবং নীলপদ্ম যেমন জলের উপর ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার চক্ষু দুইটিও জলে ভাসিতেছিল অর্থাৎ তিনি সজলনয়না হইয়াছিলেন, ইহাও বলা হইল।*। উন্মাদিনীর ন্যায়—উন্মাদ একটি রোগবিশেষ। যে রমণী উন্মাদগ্রস্তা হয়, তাহার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; শ্রীরাধারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহাকে উন্মাদিনীর ন্যায় বলা হইল। দ্রুতগমনের জন্য তাঁহার

দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছিল। অথবা মূলে যে "ইব" শব্দ আছে, তাহার দ্বিবিধ অর্থ—উপমা ও উৎপ্রেক্ষা। যাহার সহিত কাহারও তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান বলে; এবং যাহার তুলনা করা যায়, তাহা উপমেয়। "চন্দ্রের ন্যায় মুখ" বলিলে চন্দ্র উপমান, মুখ উপমেয়। উপমান ও উপমেয় দুইটি ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইলে উপমা হয়। "উন্মত্তা ইব" (উন্মাদিনীর ন্যায়) বলায় উপমা প্রকাশ পাইয়াছে। "সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য সমেন যৎ।" উপমেয়কে উপমানরূপে সম্ভাবনা অর্থাৎ একবিধ সন্দেহ করার নাম উৎপ্রেক্ষা। এখানে "উন্মত্তা ইব" বলিয়া 'রাধিকা বোধ হয় উন্মাদিনীই হইয়াছেন' এইরূপ সন্দেহ করা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে যে, যাহারা প্রোষিতভর্তৃকা অর্থাৎ যাহাদের পতি বহুদিন বিদেশে থাকে, তাহাদের যথাক্রমে দশটি দশা উপস্থিত হয়। যথা—"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥" অত্র অর্থাৎ এই ভর্তৃপ্রবাসে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ (উৎকণ্ঠা), তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা (দেহের বৈবর্ণ্য), প্রলাপ (অনর্থক বাক্য), ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ (মূর্চ্ছা), মৃত্যু—এই দশ দশা হয়। কৃষ্ণবিরহে রাধিকার এখন অষ্টম দশা উন্মাদ উপস্থিত হইয়াছে। উন্মাদ দশার লক্ষণ এই—"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা। অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তি-রুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ অত্রেষ্টদ্বেষ-নিশ্বাস-নিমেষবিরহাদয়ঃ॥" সকল অবস্থায়, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে তদেকাগ্রচিত্ততা হেতু ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা আছে বলিয়া মনে করার নাম ভ্রান্তি। আরও, এই উন্মাদ দশায় ইষ্টদ্বেষ (অভীষ্ট দ্রব্যে বিতৃষ্ণা), নিশ্বাস, নিমেষশূন্যতা, এবং

ইত্যাদি অর্থাৎ কেশবেশের স্খলনাদি উপস্থিত হয়। রাধিকারও যে সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা "স্খলিতকবরী" —"বিশালং নিশ্বসন্তী"—ভ্রান্তিদূতীসহায়া"—এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।*। রাধিকা যদিও একাকিনীই গিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার একজন সঙ্গিনী কল্পনা করা হইতেছে। কেন না, তিনি পূর্ব্বে যখন কৃষ্ণান্বেষণে যাইতেন, তখন বৃন্দা প্রভৃতি কোনও দূতী সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষতঃ যুবতী কুলবধূর একাকিনী বাটীর বাহির হওয়াও লোকাচারবিরুদ্ধ। তাই তিনি একজন দূতীকে সঙ্গিনী করিলেন। সে দূতী কে?—ভ্রান্তি (ভ্রম)। স্ত্রীলোকের সঙ্গী স্ত্রীলোক হওয়াই উচিত; সেই জন্য পুংলিঙ্গ 'ভ্রম' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, স্ত্রীলিঙ্গ 'ভ্রান্তি' শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কি ভ্রান্তি?—বৃন্দাবনেই কৃষ্ণ আছেন, এই ভ্রান্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা আছে মনে করার নাম ভ্রান্তি। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই, তথাপি রাধিকা উন্মাদ দশা বশতঃ মনে করিতেছেন যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন। সেই ভ্রান্তির সহিতই তিনি গমন করিলেন অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রম বশতই একাকিনী গমন করিয়াছিলেন।*। বৃন্দাবনে আছেন—এই ভ্রমই যদি তাঁহার হইয়াছিল, তবে অন্য কোথাও না গিয়া কুঞ্জেই গেলেন কেন? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নির্জ্জনে বিহার করিবেন বলিয়া স্বয়ং মনোমত করিয়া যমুনাতীরে মনোহর কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং গোপীদিগের প্রতীক্ষায় অধিক সময়ই সেই কুঞ্জের মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাধিকা পূর্ব্বেও কৃষ্ণোদ্দেশে গমন করিয়া কুঞ্জেতেই তাঁহার দর্শন পাইতেন। তাই আজিও অগ্রেই তিনি কুঞ্জে গমন করিলেন। ১।

অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতিসুতং তত্র কালং কিয়ন্তং
মূর্চ্ছা-প্রাণপ্রিয়তম-সখী-সঙ্গতা সঙ্গময্য।
তস্যোপান্তে কুলিশ-কমল-স্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তং
পদ্মাকারং মুরহরপদশ্চারু চিহ্নং দদর্শ ॥২॥

অন্বয়ঃ।—তত্র ব্রজপতিসুতম্ অপ্রাপ্য এব, মূর্চ্ছাপ্রাণপ্রিয়তম-সখীসঙ্গতা (সতী) কিয়ন্তং কালং সঙ্গময্য, তস্য উপান্তে কুলিশ-কমল-স্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তং পদ্মাকারং চারু মুরহরপদঃ চিহ্নং দদর্শ। *। টীকা।—তত্র (তস্মিন্ কুঞ্জে) ব্রজপতিসুতং (শ্রীকৃষ্ণম্) অপ্রাপ্য (অলব্ধা) এব, মূর্চ্ছাপ্রাণপ্রিয়তমসখীসঙ্গতা (মূর্চ্ছারূপা যা প্রাণপ্রিয়তমা সখী তয়া সহ মিলিতা সতী) কিয়ন্তং কালং সঙ্গময্য (যাপয়িত্বা) তস্য (কুঞ্জস্য) উপান্তে (প্রান্তভাগে স্থিতং) কুলিশ-কমলস্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তং (কুলিশং বজ্রং—কমলং পদ্মং—স্যন্দনাঙ্গং চক্রম্ ইত্যাদিভিশ্চিহ্নৈঃ সমন্বিতং) পদ্মাকারং (প[illegible] পরমাহ্লাদকাকৃতিবিশিষ্টং) চারু (সুন্দরং) মুরহরপদঃ (শ্রীকৃষ্ণচরণস্য) চিহ্নং দদর্শ। ২।

অনুবাদ।—সেখানে ব্রজপতিসুত শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়াই, মূর্চ্ছারূপা প্রিয়সখীর সহিত মিলিতা হইয়া কিছু কাল যাপন করিয়া, সেই কুঞ্জের প্রান্তভাগে বজ্র-পদ্ম-চক্রাদি-চিহ্নযুক্ত, পদ্মের ন্যায় আহ্লাদপ্রদ-আকৃতিবিশিষ্ট ও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। ২।

ব্যাখ্যা।—কেহ যদি অত্যন্ত আশায় উচ্ছ্বসিতহৃদয় হইয়া কোথাও গমন করিয়া সে আশায় বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নৈরাশ্য নিবন্ধন অবস্থাবিশেষে তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রাধিকারও সেইরূপ নৈরাশ্যে তাদৃশ দুর্ব্বলাবস্থায় মৃত্যুই ঘটিত; কিন্তু সে সময় হঠাৎ মূর্চ্ছা হওয়াতেই প্রাণরক্ষা হইল। সেই জন্য মূর্চ্ছাকে প্রিয়সখী বলা হইয়াছে। কেহ রোগের যন্ত্রণায় কাতর

হইলে বন্ধুজনে যেমন সর্ব্বাঙ্গে হস্তাম্দর্শ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করে, সেইরূপ রাধিকার নৈরাশ্যযন্ত্রণায় মূর্চ্ছা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অধিকার করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিল।*। হঠাৎ মূর্চ্ছা হইবার কারণ কি? এবং বিনা শুশ্রূষায় কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গেরই বা কারণ কি?—তাহা "ব্রজপতিসুত" (ব্রজরাজের পুত্র) পদেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা সেখানে কৃষ্ণকে না দেখিয়া ভাবিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রাজপুত্র, সুতরাং তাঁহার চরণদ্বয় অতি কোমল; সেই কোমল চরণ অতিযত্নে আমরা বক্ষে ধারণ করিতাম; আজ সেই কোমল চরণে কুঞ্জে আসিবার জন্য নিবিড় বনে বিচরণ করায় হয় ত কত কণ্টক-কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই তিনি কাতর হইয়া কোনও স্থানে বসিয়া আছেন; অথবা সেই রাজপুত্রকে পাইয়া কোনও রমণী অতি যত্নসহকারে সেবা দ্বারা বশীভূত করিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে; অথবা তিনি রাজপুত্র, আমরা গ্রাম্যজন বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করেন; কিংবা এখানে গোচারণে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন বলিয়া আর এখানে আসিতে ইচ্ছা করেন না, তাই রাজপুরীতেই বাস করিতেছেন—এইরূপ নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। তার পর বলবতী কৃষ্ণোৎকণ্ঠা শত্রুতা সাধিয়া সে মূর্চ্ছাকে তাড়াইয়া দিল, অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠায় তাঁহার সত্বর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।*। মূর্চ্ছাবস্থায় কোনও জ্ঞান থাকে না, তখন তবে তাঁহার কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা কিপ্রকারে হইল? এ প্রশ্নের উত্তর রসামৃতসিন্ধুতে আছে; যথা—"কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তু ন কদাপ্যত্র লীয়তে।" ব্রজগোপীদিগের মূর্চ্ছাবস্থাতেও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি কদাপি নষ্ট হয় না।*। ঐ চিহ্নকে কৃষ্ণেরই পদচিহ্ন বলিয়া কিরূপে জানিলেন? কুলিশধ্বজাদি চিহ্ন দেখিয়া। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণের

দক্ষিণ চরণের চিহ্ন ও তাহাদের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"দক্ষিণশ্রীপদাঙ্গুষ্ঠ-মূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ॥ মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফানাং লোভনায়াতিশোভনম্॥ পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্॥ পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্ত-চিত্তেভ-বশকারিণম্। ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণি॥" শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের মূলে চক্র চিহ্ন ধারণ করেন, তদ্দ্বারা ভক্তজনের ষড়্রিপুকে ছেদন করিয়া থাকেন; মধ্যম অঙ্গুলির মূলে পদ্ম ধারণ করেন, তাহাতে ধ্যানপরায়ণ লোকের মনোরূপ ভ্রমরকে লুব্ধ করেন; পদ্মের নিম্নে ধ্বজচিহ্ন, তাহা সকল অমঙ্গল জয়ের পতাকাস্বরূপ; কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে বজ্র, তদ্দ্বারা ভক্তজনের পাপরূপ পর্ব্বতকে ধ্বংস করেন; পার্ষ্ণিদেশে (গোড়ালিতে) অঙ্কুশ, তদ্দ্বারা ভক্তের মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে বশ করেন; অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বে যব, তদ্দ্বারা ভক্তের সম্পদ্ বিধান করেন। অতএব কুলিশ কমলাদি চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় উহা কৃষ্ণের দক্ষিণ-চরণের চিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।*। পদ্মাকৃতি ও চারু বিশেষণ দ্বারা এই বুঝাইল যে, জনসঞ্চারাভাবে সে চিহ্ন অক্ষত থাকায় নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং কৃষ্ণ এইখানেই আছেন এই বিশ্বাস জন্মাইয়া আহ্লাদপ্রদও হইয়াছিল। ২।

তস্মিন্ নূতনব-জলধর-ধ্বানমাকর্ণ্য ভূয়ঃ
কন্দর্পেণ ব্যথিতহৃদয়োন্মত্ততুল্যা যযাচে।

প্রজ্ঞাহীনং বচনরহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং
দৌত্যং কর্ত্তুং মুরহরপদো লক্ষণং পক্ষ্মলাক্ষী ॥৩॥

অন্বয়ঃ।—পক্ষ্মলাক্ষী (সা) তস্মিন্ উদ্যন্নবজলধরধ্বানম্ আকর্ণ্য কন্দর্পেণ ভূয়ঃ ব্যথিতহৃদয়া অতএব উন্মত্ততুল্যা (সতী) প্রজ্ঞাহীনং বচনরহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং মুরহরপদঃ লক্ষণং দৌত্যং কর্ত্তুং যযাচে।*। টীকা।—পক্ষ্মলাক্ষী (পক্ষ্মাণি চক্ষুরাবরকলোমানি প্রশস্তয়া সন্তি অনয়োরিতি পক্ষ্মলে, পক্ষ্মলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা পক্ষ্মলাক্ষী, সুন্দরনয়না ইত্যর্থঃ) সা (রাধা) তস্মিন্ (তত্র কুঞ্জে—স্থিতা ইতি শেষঃ, অথবা তস্মিন্ সময়ে) উদ্যন্নবজলধরধ্বানম্ (উদ্গচ্ছতো নূতনস্য মেঘস্য শব্দম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) কন্দর্পেণ (কামেন) ভূয়ঃ (অধিকতরং) ব্যথিতহৃদয়া (ব্যাকুলিতচিত্তা) অতএব উন্মত্ততুল্যা সতী প্রজ্ঞাহীনং (বুদ্ধিহীনং) বচনরহিতং নিশ্চলং (গতিরহিতং) শ্রোত্রহীনং (কর্ণরহিতং) মুরহরপদঃ লক্ষণং (কৃষ্ণচরণস্য চিহ্নং, পদাঙ্কং) দৌত্যং (দূতকর্ম্ম) কর্ত্তুং যযাচে (প্রার্থয়ামাস)।*। ব্যাকরণম্।—"কর্ত্তুমিতি কারয়িতুম্, যযাচে ইত্যনেন এককর্ত্তৃকত্বসিদ্ধ্যর্থম্ অন্তর্ভূতণ্যর্থঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ; মতান্তরে বিশেষবিধানাভাবাৎ এককর্ত্তৃকত্বাভাবেঽপি তুম্; অথবা কর্ত্তুমিতি ভাববিহিত-তুমন্তত্বাৎ "কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে" ইতি ন্যায়াৎ যযাচে ইত্যস্য মুখ্যকর্ম্ম, দৌত্যং কর্ত্তুং দৌত্যকরণং যযাচে ইত্যর্থঃ। ৩।

অনুবাদ।—পক্ষ্মলাক্ষী অর্থাৎ সুলোচনা রাধা, সেই সময় গগন-মণ্ডলে আবির্ভূত নবজলধরের শব্দ শুনিয়া, কামে অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়া হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায়, বুদ্ধিহীন, বাক্যহীন, গতিহীন ও কর্ণহীন কৃষ্ণচরণ-চিহ্নকে দৌত্যকর্ম্ম করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।৩

ব্যাখ্যা।—নব জলধর—'নব' এই বিশেষণ দ্বারা অকস্মাৎ উদয়ে মেঘের চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; এবং 'জলধর' বলায় জলপূর্ণত্ব হেতু ধ্বনির গম্ভীরত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।*। মেঘ কামোদ্দীপক বলিয়া তিনি মেঘধ্বনি শ্রবণে কামে ব্যথিতহৃদয়া হইয়াছিলেন।*। কাম শব্দে এখানে 'প্রেম,' যেহেতু উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে—

"প্রেমৈব গোপবালানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" গোপীদিগের প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।*। ব্যথিতহৃদয়া—অর্থাৎ এমন অপূর্ব্ব-মেঘোদয়-সময়ে কৃষ্ণ কোথায় রহিলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গিত করিতে পারিতেছি না, এই দুঃখেই ব্যাকুলা ; স্বীয় রতিসুখের ব্যাঘাত জন্য দুঃখ নহে। তাহা হইলে প্রেম শব্দের সার্থকতা থাকে না। যেহেতু "প্রেম স্বাভাবিকোঽন্যনিরপেক্ষমমতা-প্রেরিতানুরাগবিশেষঃ" অন্যনিরপেক্ষ মমতা দ্বারা উৎপন্ন স্বাভাবিক অনুরাগবিশেষকে প্রেম বলে (স্বীয় সুখের অপেক্ষা থাকিলে অন্যনিরপেক্ষ হয় না)।*। রাধাকে উন্মাদিনীর সহিত তুলনা করা হইল কেন?—পদাঙ্ককে দূত হইতে বলার জন্য। কেন না, যাহাকে দূত করিতে হয়, তাহার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক ; কিন্তু পদাঙ্কের তাহা নাই। বুদ্ধি না থাকিলেও শুকাদি পক্ষীর ন্যায় শিক্ষিত বাক্য বলিতে পারিলেও চলিতে পারে ; কিন্তু পদাঙ্কের সে বাক্‌শক্তিও নাই। কথা কহিতে না পারিলেও শ্রুতবাক্য ইঙ্গিত দ্বারা বলিলেও চলে ; কিন্তু পদাঙ্কের সে শ্রবণশক্তিও নাই। দূতের গমনশক্তি থাকা আবশ্যক ; কিন্তু পদাঙ্কের তাহাও নাই। গমনশক্তির অভাবে অশ্বাদি আরোহণে গমন করিলেও চলিতে পারে ; কিন্তু যে শ্রোত্রহীন, তাহার সেরূপে গমন করাও বৃথা ; যেহেতু সেখানকার কথা সে কিছুই শুনিয়া আসিয়া জানাইতে পারিবে না।*। ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে, উহা কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ-চিহ্ন। সেইজন্যই রাধিকা উহাকে দূত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যেহেতু পুরুষে গমনোদ্যত হইলে অগ্রে দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে, এবং দক্ষিণ শব্দে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী (অন্যের ইচ্ছায় অনুসরণকারী)-ও বুঝায় ; অতএব ঐ চিহ্নকে গমনোদ্যত

এবং তাঁহার প্রার্থনাপূরণে ইচ্ছুক বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিলেন । * । রাধিকাকে পক্ষ্মলাক্ষী বলায়—শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমপাত্র বলিয়া জানান হইয়াছে; এবং 'পক্ষ্মল' শব্দে প্রশংসার্থে ল প্রত্যয় হওয়ায় নয়নের প্রাশস্ত্য বুঝাইয়াছে। যে প্রশস্তনয়না, তাহার উন্মাদ ব্যতিরেকে দৃষ্টির ভ্রম হইতে পারে না; কিন্তু পদাঙ্ককে দেখিয়া তাহাতে বুদ্ধিমত্তাদি যে সকল গুণ নাই, সে সকল গুণ আছে বলিয়া রাধিকার ভ্রম হইয়াছিল; এই জন্যই তাঁহাকে 'উন্মাদিনীর ন্যায়' বলা হইয়াছে। ৩।

রম্যং যাবন্মুরহরপদে শোভতে তাবদেব
ত্বয্যপ্যাস্তে কুলিশ-কমল-স্যন্দনাঙ্গাদি চিহ্নম্ ।
গোপীদৌত্যপ্রকটনভিয়া সন্নিধৌ চক্রপাণে-
র্জানে ধীরপ্রমুখ মুখরো নূপুরো নো গৃহীতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।—যাবৎ রম্যং কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্গাদি চিহ্নং মুরহরপদে শোভতে, তাবৎ এব ত্বয়ি অপি আস্তে। (হে) ধীরপ্রমুখ, (অহং) জানে (যৎ), চক্রপাণেঃ সন্নিধৌ গোপীদৌত্যপ্রকটনভিয়া মুখরঃ নূপুরঃ নো গৃহীতঃ। *। টীকা।—যাবৎ (যৎপরিমাণং) রম্যং (মনোহরং) কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্গাদি (বজ্রপদ্মচক্রাদি) চিহ্নং মুরহরপদে (কৃষ্ণচরণে) শোভতে, তাবৎ এব (তৎপরিমাণং সমস্তং চিহ্নমেব) ত্বয়ি অপি আস্তে (বিদ্যতে)। হে ধীরপ্রমুখ (বিজ্ঞবর) অহং জানে (এতাবতা বেদ্মি) যৎ, চক্রপাণেঃ (কৃষ্ণস্য) সন্নিধৌ (সমীপে) গোপীদৌত্যপ্রকটনভিয়া (গোপীনাং যৎ দৌত্যং তস্য অন্যসকাশে প্রকাশভয়েন) মুখরঃ (শব্দায়মানঃ) নূপুরঃ নো গৃহীতঃ (ত্বয়া ন ধৃতঃ)। *। ব্যাকরণম্।—গোপীদৌত্যপ্রকটনভিয়েতি গোপীনাং দৌত্যং, তস্য প্রকটনং, তৎসম্বন্ধিনী ভীঃ তয়েতি বিগ্রহঃ; তস্মাৎ ভীরিতি বিগ্রহে তু কারকপূর্ব্বত্বাৎ যকারাদেশো দুর্নিবারঃ (অর্থাৎ প্রকটনভ্যা ইতি পদং) স্যাৎ। ৪।

অনুবাদ।—কৃষ্ণের চরণে মনোহর বজ্র-পদ্ম-চক্রাদি যত চিহ্ন আছে, সে সমস্তই তোমাতেও আছে। হে বিজ্ঞবর, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কৃষ্ণের নিকট গোপীদিগের দৌত্যকর্ম্ম পাছে অন্যের নিকট প্রকাশ হয়, এই ভয়ে শব্দায়মান নূপুরটী তুমি ধারণ কর নাই। ৪।

ব্যাখ্যা।—রাধা পদাঙ্ককে বলিতেছেন যে, কৃষ্ণের চরণে যাহা যাহা আছে, সে সমস্তই চিহ্নাকারে তোমাতে আছে দেখিতেছি। কিন্তু তাঁহার চরণে যে নূপুর আছে, তাহার চিহ্নটি দেখিতে পাইতেছি না (অর্থাৎ মৃত্তিকায় পদতলই সংলগ্ন হয়, সুতরাং পদতলে যাহা যাহা থাকে, তাহাদেরই চিহ্ন পড়ে; নূপুর চরণের উপরে থাকে বলিয়া তাহার চিহ্ন পড়ে না)। এতাবতা বোধ হইতেছে যে, আমাদের দৌত্যকর্ম্ম করিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইয়া আছ। কেন না, আমাদের এ দৌত্যকর্ম্ম গোপনে নির্ব্বাহ করা আবশ্যক; কিন্তু নূপুর ধারণ করিলে গমনকালে শব্দ হইতে থাকিবে, তাহাতে সকলেই জানিতে পারিবে; সুতরাং তুমি গোপনে যাইতে পারিবে না। এই সমস্ত ভাবিয়া তুমি নূপুরটি পরিত্যাগ করিয়াছ। এই জন্যই তোমাকে 'বিজ্ঞবর' বলিতেছি। আবার, যখন তুমি বিজ্ঞবর, তখন আমাদের দুঃখ বুঝিয়া তাহার প্রতীকার করাও তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ৪।

যুক্তঞ্চৈতৎ ত্বয়ি মধুপুরীং প্রস্থিতে পুণ্যশীলাঃ
কীলালোঘৈঃ সুরভিকুসুমৈ-রর্চ্চয়ন্তোঽপি ভক্ত্যা।
পশ্যন্তস্ত্বাং নয়নসুভগং সাশ্রুধারাক্ষিযুগ্মং
যাস্যন্ত্যুচ্চৈঃপুলকিততনুপ্রেমধারা-মুদারাম ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—এতৎ যুক্তং চ, (যতঃ) ত্বয়ি মধুপুরীং প্রস্থিতে (সতি) পুণ্যশীলাঃ নয়নসুভগং ত্বাং পশ্যন্তঃ, কীলালোথৈঃ সুরভিকুসুমৈঃ ভক্ত্যা সাশ্রুধারাক্ষিযুগ্মম্ অর্চয়ন্তঃ অপি উদারাম্ উচ্চৈঃপুলকিততনুপ্রেমধারাং যাস্যন্তি। *। * টীকা।—এতৎ (ইদং দৌত্যং) যুক্তম্ (তব যোগ্যং) চ। যতঃ ত্বয়ি মধুপুরীং (মথুরাং) প্রস্থিতে (গন্তুং প্রবৃত্তে সতি) পুণ্যশীলাঃ (পুণ্যবন্তো জনাঃ) নয়নসুভগং (নেত্রপ্রীতিপদং) ত্বাং পশ্যন্তঃ, কীলালোথৈঃ (জলজৈঃ) সুরভিকুসুমৈঃ (সুগন্ধিপুষ্পৈঃ) ভক্ত্যা সাশ্রুধারাক্ষিযুগ্মং (সজলনয়নং যথা স্যাৎ তথা) অর্চয়ন্তঃ অপি (পূজয়ন্তশ্চ) উদারাং (মহতীম্) উচ্চৈঃপুলকিততনুপ্রেমধারাম্ (উচ্চৈঃ অত্যন্তং পুলকিতা রোমাঞ্চিতা যা তনুঃ তস্যাং যা প্রেমধারা প্রেম্না বিগলিতা নয়নজলধারা তাং) যাস্যন্তি (প্রাপ্স্যন্তি)। *। ব্যাকরণম্।—অশ্রুধারাভিঃ সহ বর্ত্তমানং সাশ্রুধারং, সাশ্রুধারম্ অক্ষিযুগ্মং যস্মিন্ তৎ। ৫।

অনুবাদ।—এই দৌত্যকর্ম্ম তোমার যোগ্যও বটে; যেহেতু তুমি মথুরায় গমন করিতে থাকিলে, পুণ্যবান্ লোকেরা নেত্রপ্রীতিপ্রদ তোমাকে দেখিয়া এবং সুগন্ধি জলজ কুসুমে ভক্তি বশতঃ সজলনয়নে পূজা করিয়া, অত্যন্ত রোমাঞ্চিত গাত্রে প্রবলা প্রেমাশ্রুধারা প্রাপ্ত হইবেন। ৫।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—তোমরা গোপাঙ্গনা, তোমাদের দৌত্যকর্ম্ম করিলে আমাকে লোকে অবজ্ঞা করিবে, সুতরাং এ কার্য্য আমার যোগ্য নহে। উত্তর—অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, তোমাকে পূজাই করিবে। যেহেতু তোমার আকৃতি নেত্রপ্রীতিপদ বলিয়া গমনকালে সকলেই তোমাকে সাদরে দর্শন করিতে থাকিবে। তন্মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা তোমাকে কৃষ্ণচরণচিহ্ন বলিয়া চিনিতে পারিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করিবেন। কৃষ্ণ কমলপ্রিয় বলিয়া তাঁহারা জলজ সুগন্ধি পুষ্প অর্থাৎ কমল দিয়া তোমার পূজা করিবেন; তাহাতে শৈত্য ও সুগন্ধে তোমার

পুণ্যসঞ্চয়ও অপনীত হইবে। * । পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে তোমার দর্শন ও অর্চনা ঘটে না ; তাই 'পুণ্যবান্ লোকেরা' বলিলাম। * । ভক্তিতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় বলিয়া তাঁহাদের রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হইতে থাকিবে। সাত্ত্বিক ভাব যথা—"স্তম্ভঃ স্বেদশ্চ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥" জড়তা, ঘর্ম, রোমাঞ্চ, গদ্গদবাক্য, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রুপাত ও প্রলয় অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানের অভাব, এই আটপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব। * । "রোমাঞ্চিত গাত্রে প্রেমাশ্রুধারা পাইবে" বলায় ইহাও বুঝাইল যে, দেহরূপ ক্ষেত্রে ভক্তিরূপ বীজের অঙ্কুরই যেন রোমাঞ্চ ; প্রেমাশ্রুপাতে সেই অঙ্কুরের বৃদ্ধি হইবে, এবং মানবজীবনে অবশ্যম্ভাবী যে ত্রিতাপ (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ) তাহাদেরও শান্তি হইবে। * । অতএব তোমার গমনে ভক্তগণের যদি এতাদৃশ উপকার হয়, তবে তোমার কি তাহা কর্ত্তব্য নহে ? এবং তাহা হইলে এ কার্য্য করা কি তোমার যোগ্য নহে ? । ৫ ।

> চেতঃ প্রস্থাপিতমণুতয়া দৌত্যকর্ম্মোপযুক্তং
> তত্রৈবাস্তে মুরহরপদস্পর্শমাসাদ্য মুগ্ধম্।
> আকাঙ্ক্ষেয়ং তনুগুরুতয়া নৈব গন্তুং সমর্থা
> কোঽন্যো গচ্ছেদ্ বদ মধুপুরীং গোপিকানাং হিতায় ॥৬॥

অন্বয়ঃ।—অণুতয়া দৌত্যকর্ম্মোপযুক্তং চেতঃ প্রস্থাপিতম্, (তৎ) মুরহরপদস্পর্শম্ আসাদ্য মুগ্ধং (সৎ) তত্র এব আস্তে। ইয়ম্ আকাঙ্ক্ষা তনুগুরুতয়া গন্তুং ন সমর্থা এব। (অতঃ) অন্যঃ কঃ গোপিকানাং হিতায় মধুপুরীং গচ্ছেৎ, বদ। * । টীকা।—অণুতয়া (ক্ষুদ্রতয়া) দৌত্যকর্ম্মোপযুক্তং চেতঃ (মনঃ) প্রস্থাপিতং (প্রেরিতম্)। তৎ (চেতঃ) মুরহরপদস্পর্শং (কৃষ্ণচরণসংসর্গম্)

দুরাকাশ্য (প্রাপ্য) তত্র এব (তস্মিন্ কৃষ্ণচরণে এব) আস্তে (বর্ত্ততে)। ইদম্ আকাঙ্ক্ষা (কৃষ্ণদর্শনবিষয়া) অনুত্তরত্বাৎ (শরীরগৌরবের হেতুনা) গন্তুং ন সমর্থা (শক্তা) এবং অতো গোপীনাং কঃ গোপিকানাং হিতায় (উপকারায়) মধুপুরীং গচ্ছেৎ বদ। ৬।

অনুবাদ।—ক্ষুদ্র বলিয়া দৌত্যকর্ম্মের উপযুক্ত ভাবিয়া আমাদের মনকে পাঠাইয়াছিলাম। সে কৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাইয়া সেইখানেই আছে। এই যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, এও শরীরের গুরুত্ব বশতঃ চলিতে সমর্থ নহে। তবে কে আর গোপীদিগের উপকারার্থে মথুরায় যাইবে বল? । ৬।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—আর কাহাকেও দূত করিয়া পাঠাও না; আমাকে কেন বলিতেছ? উত্তর—আমাদের মন ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র ব্যক্তি পর্য্যটনে শীঘ্র ক্লান্ত হয় না এবং অন্যের অলক্ষিত হইয়া গমন করিতেও সমর্থ হয়। এই ভাবিয়া অগ্রে তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু সে কৃষ্ণচরণ পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছে, আর ফেরে নাই। কৃষ্ণচরণেরও এরূপ গুণ আছে যে, যে তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে অন্য সমস্ত বিষয় ভুলাইয়া দেয়; এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও স্বভাব এই যে, তাহারা আপন সুখ হইলেই কৃতার্থ হয়, অন্যের সুখদুঃখের জন্য চিন্তা করে না। মন ফিরিয়া আসে নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত নহি; যেহেতু যে আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিল, তাহার ফিরিয়া না আসাই ভাল; সে যে পথে গিয়াছে, সেইখানেই থাকুক। (এতাবতা ইহাও বলা হইল যে, আমাদের মন যেন অচ্যুতচরণ হইতে কদাপি বিচ্যুত না হয়)। * । যদি বল—ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইতে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হইল, তবে কোনও মহৎ ব্যক্তিকে পাঠাও না। উত্তর—মহৎ ব্যক্তিদের

মধ্যে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনবাসনা আছে, কিন্তু সে এত মহৎ (স্থূলকায়) যে, চলিতেই পারে না। তবে আর তাহাকে কিরূপে পাঠাইব। আমাদের আকাঙ্ক্ষা মহৎ কিসে?— যোগি-ঋষিগণ বহুজন্ম তপস্যা করিয়াও যাঁহার দর্শন পান না, আমরা সামান্য গোপাঙ্গনা হইয়া বিনা তপস্যায় তাঁহার দর্শন পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; সুতরাং ইহা আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা; সেই জন্য ইহাকে গুরু অর্থাৎ মহৎ বলিতেছি। আরও এক কথা এই যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কষ্ট হয় না; কিন্তু তাহা না করায় সেও আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের যে দুইজন অন্তরঙ্গ ছিল, তাহারা উভয়েই যদি আমাদের প্রতিকূল হইল, তবে আমাদের কার্য্য সাধন করিতে তুমি না গেলে, আর কে যাইবে বল? তাই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। ৬।

আগন্তব্যং ঝটিতি মথুরামণ্ডলাদ্ গোপকান্তে
শান্তেতি ত্বং ভব মধুরিপুঃ প্রস্থিতঃ প্রোচ্য চেদম্।
বাক্যং তচ্চ শ্রবণমভবৎ তেন মেনে ক্রমাঙ্ক
প্রায়ঃ সত্যং মতমিদমহো কারণং কার্য্যমেব ॥৭॥

অন্বয়ঃ।—(হে) গোপকান্তে (ময়া) মথুরামণ্ডলাৎ ঝটিতি আগন্তব্যম্ ইতি ত্বং শান্তা ভব ইদং চ প্রোচ্য মধুরিপুঃ প্রস্থিতঃ। তৎ চ বাক্যং শ্রবণম্ অভবৎ। অহো ক্রমাঙ্ক, তেন কার্য্যং কারণম্ এব ইদং মতং প্রায়ঃ সত্যং মেনে।*। টীকা।—হে গোপকান্তে (গোপাঙ্গনে) ময়া মথুরামণ্ডলাৎ ঝটিতি (শীঘ্রম্) আগন্তব্যম্ ইতি (অস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং শান্তা (স্থিরা) ভব, ইদং চ প্রোচ্য (উক্ত্বা) মধুরিপুঃ (কৃষ্ণঃ) প্রস্থিতঃ (গতঃ)। তৎ চ বাক্যং শ্রবণম্ (কর্ণশস্কুল্যবচ্ছিন্নাকাশং, শূন্যং, মিথ্যা ইতি যাবৎ) অভবৎ। অহো (থেদে

বিস্ময়েন চ) ক্রমাঙ্ক (হে পাদবিক্ষেপচিহ্ন, অথবা হে চরণচিহ্ন—"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চরণকম্পয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ) তেন (তেন হেতুনা) কার্য্যং কারণমেব (কারণস্বরূপং ভবতি) ইদং মতং প্রায়ঃ সত্যং মেনে (অহং মনসি কৃতবতী)। ব্যাকরণম্।—'উত্তমে চিত্তবিক্ষেপে" ইতি চিত্তবিক্ষেপে গম্যমানে উত্তমপুরুষে অপরোক্ষেঽপি লিট্। শ্রীরাধায়াশ্চিত্তবিক্ষেপশ্চাত্র কৃষ্ণবচনস্য মিথ্যাত্বসম্পাদনেন খেদবিস্ময়াভ্যাং জাতঃ, স চ অহোপদেন স্পষ্টীকৃতঃ। ৭।

অনুবাদ।—"হে গোপকান্তে, আমি মথুরামণ্ডল হইতে শীঘ্রই আসিব, অতএব তুমি শান্তা হও" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন। সে বাক্য শ্রবণ (কর্ণকুহরাবস্থিত আকাশ, শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা) হইয়াছে। হায়! ক্রমাঙ্ক, সেই হেতু আমি "কার্য্য কারণস্বরূপ হয়" এই মতকে প্রায় সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছি। ৭।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—সকল গোপীরাই কৃষ্ণের গমনে কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং সকলকেই ত তিনি শান্ত হইতে বলিয়াছিলেন, তবে "ত্বং শান্তা ভব" তুমি শান্তা হও—এরূপ একবচনে প্রয়োগ করিলে কেন? উত্তর—ভাগবতে আছে "তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাস সপ্রেম-রায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গমনসময়ে গোপীদিগকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া প্রেমপূর্ণ দূতবাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শনার্থে এবং গোপনীয় কথা বলিয়া দূত দ্বারা প্রত্যেককে ঐ কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার সেই কথার অনুবাদে এখানেও একবচনে প্রয়োগ করিয়াছি। *। যদি বল—তিনি যখন আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আসিবেনই, তবে আর দূত পাঠান কেন? উত্তর—সে বাক্য শ্রবণ অর্থাৎ শূন্য হইয়াছে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন "শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ। কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥" শব্দ দ্বিবিধ; ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা ধ্বনি; এবং কণ্ঠসংযোগাদিজন্য যে ককারাদি, তাহা বর্ণ। বর্ণ দ্বারা বাক্য রচিত হয় বলিয়া বাক্যকেও শব্দ বলে। "সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে।" (শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া) সমস্ত শব্দই আকাশে সমবেত (সংযুক্ত); কিন্তু শ্রবণে উৎপন্ন হইলে তাহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয়। "আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ। ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেচ্ছোত্র-মেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ॥" আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, উহার ইন্দ্রিয় শ্রবণ; আকাশ এক হইলেও উপাধিভেদে (কার্য্যাদিভেদে) শ্রবণাদি নাম ধারণ করে।* কর্ণশঙ্কুলী অর্থাৎ কর্ণকুহরের মধ্যে যে আকাশ থাকে, তাহাকেই কর্ণ, শ্রবণ, শ্রোত্র ইত্যাদি বলে। আমরা যে অবয়বকে কর্ণ বলি, উহা বাস্তবিক কর্ণ নহে। তাহা হইলে বধিরের ঐ অবয়ব থাকিতেও সে শুনিতে পায় না কেন? অতএব বুঝিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা শ্রবণজ্ঞান জন্মে, সেই কর্ণশঙ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশই কর্ণ; এবং ঐ অবয়ব তাহার আধার বলিয়া কর্ণ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ চক্ষু বলিতে চক্ষু-নামে পরিচিত অবয়বের মধ্যস্থ জ্যোতি; নাসিকা বলিতে তন্নামে পরিচিত অবয়বের মধ্যস্থ ক্ষিতি। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও এইরূপ। আকাশ বলিতে শূন্য অর্থাৎ মিথ্যাও বুঝায়। সুতরাং বাক্য আকাশ হইয়াছে বলিলে, বাক্য মিথ্যা হইয়াছে বুঝায়। বাক্যের উৎপত্তিস্থান কর্ণকুহরস্থিত আকাশ; অতএব বাক্য কার্য্য, এবং ঐ আকাশই তাহার কারণ। সুতরাং এখানে কার্য্যই কারণ হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের মতে

কার্য্য ও কারণে অভিন্ন। এখন সে মত সত্য বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে।* আমাদের অনুরাগ স্মরণ হইলে, কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিয়া নিজ বাক্য সত্য করিলেও করিতে পারেন; তাহা হইলে উক্ত মত সত্য হইবে না—এই ভাবিয়াই 'প্রায়' বলিলাম। *।

এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে। উল্লিখিত ভাগবতীয় বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং না বলিয়া দূত দ্বারা বলিয়া পাঠানায় গোপীরা বুঝিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ আমাদের প্রতি এই ইঙ্গিত করিলেন যে, তোমরাও দূত পাঠাইও, তাহা হইলেই আমি শীঘ্র আসিব। তদনুসারে এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের অন্বয়—অভবত্তেন তৎ চ বাক্যং শ্রবণম্ (ভবেৎ), (ততঃ) কার্য্যং কারণমেব (ভবতি) ইদং মতং প্রায়ঃ সত্যং (ভবেৎ)। সমাস—ভবতঃ তৎ (দৌত্যং) ভবত্তৎ, ন ভবত্তৎ অভবত্তৎ, তেন অভবত্তেন হেতুনা। অনুবাদ—(যখন দূত পাঠাইলেই তিনি শীঘ্র আসিবেন এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং আমাদের যখন আর অন্য দূত নাই, তখন) তোমার তাহা না হইলে অর্থাৎ তুমি দৌত্য না করিলে তাঁহার সে বাক্য মিথ্যা হইতে পারে এবং তাহাতে 'কার্য্য কারণস্বরূপ হয়' এই মত বোধ হয় সত্য হইতে পারে। ৭।

> তূর্ণং তস্মাৎ গমনমুচিতং তেন মে তদ্বিয়োগ-
> ব্যাধেঃ শান্তিস্তব চ ভবিতা তৎপুরীস্পর্শপুণ্যম্।
> বৃন্দারণ্যাদ্ ভবতু সুকৃতং ভূরি তেনৈব কিং স্যা-
> ন্নাকাঙ্ক্ষা কিং ভবতি বিপুলশ্রীমতোঽর্থান্তরেষু ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—তূর্ণং তস্মাৎ (তব) গমনম্ উচিতম্। তেন মে তদ্বিয়োগব্যাধেঃ শান্তিঃ ভবিতা, তব চ তৎপুরীস্পর্শপুণ্যং (ভবিতা)। বৃন্দারণ্যাৎ ভূরি সুকৃতং

ভবতু, তেন এব কিং স্যাৎ। বিপুলশ্রীমতঃ অর্থান্তরেষু কিম্ আকাঙ্ক্ষা ন ভবতি।*। টীকা।—তূর্ণং (শীঘ্রং) তস্যাং (মথুরায়াং) তব গমনম্ উচিতম্। তেন (গমজনন হেতুনা) মে (মম) তদ্বিয়োগব্যাধেঃ (কৃষ্ণবিরহজনিতক্লেশস্য) শান্তিঃ (অবসানং) ভবিতা (ভবিষ্যতি), তব চ (তথাপি) তৎপুরীস্পর্শপুণ্যং (তস্যাঃ মথুরাপুর্য্যাঃ সংসর্গজনিতং সুকৃতং) ভবিতা। বৃন্দারণ্যাৎ ভূরি (অধিকং) সুকৃতং (পুণ্যং) ভবতু, তেন (বৃন্দারণ্যবাসজন্যপুণ্যেন) এব কিং স্যাৎ। বিপুল-শ্রীমতঃ (সমধিকসম্পত্তিশালিনো জনস্য) অর্থান্তরেষু (ধনান্তরেষু) কিম্ আকাঙ্ক্ষা (অভিলাষঃ) ন ভবতি? (অপি তু ভবত্যেব ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ।—শীঘ্রই তোমার সেখানে যাওয়া উচিত। তাহাতে আমার কৃষ্ণবিরহজনিত ক্লেশের অবসান হইবে, তোমারও সেই পুরীস্পর্শজন্য পুণ্য হইবে। বৃন্দাবন হইতে ভূরি অর্থাৎ অধিক পুণ্য হইতেছে হউক, তাহাতেই বা কি হইবে? অধিক ধনশালী যে ব্যক্তি, তাহার কি অন্য ধনে অভিলাষ হয় না?। ৮।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—তিনি যখন শীঘ্র আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আর কিছুদিন বিলম্ব করিয়া দেখ না; এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? উত্তর—এই কয় দিনে আমার নবম দশা মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, আরও বিলম্ব করিলে দশম দশা মৃত্যু ঘটিবে (৩ পৃঃ ১৩ পং)। তখন আর আসিলেই বা ফল কি? তাই বলিতেছি যে, শীঘ্রই তোমার গমন করা উচিত"।*। যদি বল—যাহাতে আমার নিজের কোনও উপকার নাই, সেরূপ কার্য্য করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। উত্তর—মথুরাগমনে কেবল যে আমারই উপকার হইবে, তাহা নহে; তোমারও উপকার হইবে।*। যদি বল—তোমারই বা কি উপকার? আর আমারই বা কি উপকার? উত্তর—তুমি গমন করিলে কৃষ্ণ আসিবেন, তাহাতে আমার কৃষ্ণবিরহজনিত ক্লেশের অবসান হইবে। আর তোমার

মথুরাপুরীগমনজন্ত পুণ্য হইবে। যেহেতু শাস্ত্রে বলে "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥" অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (বৃন্দাবন), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা, এই সাতটি পুরী মুক্তিপ্রদান করে। *। যদি বল—বৃন্দাবনে বাস করিয়াও ত আমার পুণ্য হইতেছে। উত্তর—তা হউক; কিন্তু তাহাতেই কি হইবে? অর্থাৎ সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিলে লোকের পুঞ্জপুঞ্জ পাপের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করাও আবশ্যক; অতএব বৃন্দাবনবাসজন্য পুণ্যই যে পর্য্যাপ্ত, তাহা মনে করিও না। দেখ, যাহাদের প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহারা কি আরও ধন পাইতে চাহে না? অবশ্যই চাহে। যেহেতু সংসারে নানাপ্রকার ব্যয়বাহুল্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়া অধিক ধনসংগ্রহে বিরত হওয়া উচিত নহে। *। যদি বল—শাস্ত্রে বলে যে, সকল তীর্থ অপেক্ষা বৃন্দাবনবাসে অধিক পুণ্য হয়; সেই জন্য তুমিও 'ভূরি' পদ প্রয়োগ করিয়াছ। এখন মথুরায় যাইলে বৃন্দাবনবাসের অভাবে পুণ্যের ত অল্পতা ঘটিতে পারে? উত্তর—তা ঘটিবে না; যেহেতু মথুরায় গমন করিলে তোমার পুরীস্পর্শজন্য পুণ্যের অতিরিক্ত আরও তিনটি পুণ্য হইবে; ১ম, আমার বিরহব্যাধির শান্তি হওয়ায় তোমার পরোপকারজন্য পুণ্য হইবে; ২য়, কৃষ্ণদর্শনজন্য পুণ্য হইবে; ৩য়, কৃষ্ণপদ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া সে পদ তোমার পিতা, সুতরাং পিতৃদর্শনজন্য পুণ্য হইবে। বৃন্দাবনবাসে এই ত্রিবিধ পুণ্যের অভাবে তোমার পক্ষে মথুরাজন্য পুণ্যই এতদপেক্ষা অধিক হইতেছে, এবং এখানকার পুণ্যই বরং অল্প হইয়া দাঁড়াইতেছে। ৮।

অক্রূরস্য ব্রজকুলবধূ-প্রাণপানোদ্যতস্য
প্রীতির্ভূয়ো ভবতু ভবতো দর্শনাত্তেন কিং বা।
কার্য্যাসিদ্ধির্ভবতি যদহো মাদৃশাং দুঃখহেতু-
র্নৈবৌন্নত্যং সকলভুবনপ্রার্থনীয়ং রিপূণাম্‌॥৯॥

অন্বয়ঃ।—ভবতঃ দর্শনাৎ ব্রজকুলবধূপ্রাণপানোদ্যতস্য অক্রূরস্য ভূয়ঃ প্রীতিঃ ভবতু, তেন কিং বা। অহো যৎ কার্য্যাসিদ্ধিঃ মাদৃশাং দুঃখহেতুঃ ভবতি, সকলভুবনপ্রার্থনীয়ং রিপূণাম্‌ ঔন্নত্যং নৈব। *। টীকা।—ভবতঃ (তব) দর্শনাৎ ব্রজকুলবধূপ্রাণপানোদ্যতস্য (ব্রজাঙ্গনানাং প্রাণপানে প্রাণভক্ষণে উদ্‌যুক্তস্য) অক্রূরস্য ভূয়ঃ (অধিকতরং যথা স্যাৎ তথা) প্রীতিঃ ভবতু, তেন (প্রীতিভবনেন) কিং বা (ন কিমপি দুঃখমিত্যর্থঃ)। অহো (হে পদাঙ্ক) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) কার্য্যাসিদ্ধিঃ (শ্রীকৃষ্ণাগমনরূপকার্য্যস্য অসিদ্ধিঃ) মাদৃশাং দুঃখহেতুঃ (দুঃখকারণং ভবতি, সকলভুবনপ্রার্থনীয়ং (ত্রিভুবনবাঞ্ছনীয়ম্‌, অসাধারণমিত্যর্থঃ) রিপূণাম্‌ (শত্রূণাম্‌) ঔন্নত্যং (উন্নতিঃ, অভ্যুদয়ঃ, মহান্‌ আনন্দ ইতি যাবৎ) নৈব (ন দুঃখহেতুর্ভবতি)। ৯।

অনুবাদ।—তোমাকে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রাণপানে উদ্যত যে অক্রূর, তাহার অত্যন্ত আনন্দ হয় হউক, তাহাতেই বা কি? অর্থাৎ তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই। হে পদাঙ্ক, যেহেতু কার্য্য সিদ্ধ না হওয়াই আমাদের দুঃখজনক; ত্রিভুবনবাঞ্ছনীয় শত্রুদিগের অভ্যুদয় আমাদের দুঃখজনক নহে। ৯।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—মথুরায় অক্রূর আছেন, তিনি কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া তোমাদের বিষম শত্রু হইয়াছেন, এবং তোমরাও সে সময় তাঁহাকে কটূক্তি করিয়া তাঁহার শত্রু হইয়াছ, এক্ষণে আমাকে দেখিলে, তোমাদের কষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইবে। অতএব শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া অপমানিত

হওয়া কি উচিত ? উত্তর—তাঁহার আনন্দে আমাদের দুঃখ নাই। কৃষ্ণকে আনয়ন করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। সে কার্য্য সিদ্ধ না হইলেই আমাদের দুঃখ হইবে ; শত্রুর আনন্দে আমাদের কোনও দুঃখ হইবে না। যেহেতু পণ্ডিতেরা বলেন "অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে। স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা ॥" অপমানকে অগ্রে করিয়া ও মানকে পশ্চাতে রাখিয়া বুদ্ধিমান্ লোকে আপন কার্য্য উদ্ধার করিবে ; কার্য্যের হানি করিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়। *। আর এক কথা—'ক্রূর নহে' এ অর্থে তাঁহার নাম অক্রূর হয় নাই ; 'যাহা হইতে ক্রূর নাই' এই অর্থেই তাঁহাকে অক্রূর বলে। সর্প যেমন অত্যন্ত ক্রূর, তিনিও সেইরূপ অত্যন্ত ক্রূর ; সুতরাং তিনি সর্পতুল্য। সর্প বায়ু পান করে, তাই তিনিও আমাদের প্রাণবায়ু পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার আর আমাদের প্রাণ পান করা হইবে না ; সেই জন্যই 'প্রাণপানে উদ্যত' বলিলাম (অর্থাৎ প্রাণপানের উপক্রম করিয়াছেন, এখনও পান করিতে পারেন নাই)। কেহ আহারে উদ্যত হইলে, তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন দুঃখিত হয়, সেইরূপ অক্রূর আমাদের প্রাণপানে উদ্যত হইয়াছেন, এ সময় কৃষ্ণকে আনিতে পারিলে তাঁহার প্রাণপানের ব্যাঘাত ঘটিবে। মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া শত্রুকে দুঃখ দেওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য। ৯।

সন্ত্যেবাস্মৎকলুষকরিণঃ কোটিশো বারণীয়া-
স্তেঽপ্যস্মাভিঃ স্মৃতিক্রবরেণাঙ্কুশং তে গৃহীত্বা।
[illegible]ন্যেন ব্রজ মধুপুরীং কো ভবেদ্ বা বিরোধী
গোপীভর্ত্তুর্বিরহজলধিং গোপকন্যাস্তরন্তু ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—কোটিশঃ অস্মৎকলুষকরিণঃ সন্তি এব। অস্মাভিঃ স্মৃতিকরবরেণ তে অঙ্কুশং গৃহীত্বা তে অপি বারণীয়াঃ। স্বচ্ছন্দেন মধুপুরীং ব্রজ, কো বা বিরোধী ভবেৎ। গোপকন্যাঃ গোপীভর্ত্তুঃ বিরহজলধিং তরন্তু।*। টীকা।—কোটিশঃ (কোটিসংখ্যকাঃ) অস্মৎকলুষকরিণঃ (অস্মাকং পাপরূপাঃ হস্তিনঃ) সন্তি এব (তিষ্ঠন্তীতি সত্যম্)। অস্মাভিঃ স্মৃতিকরবরেণ (স্মরণরূপেণ পাণিশ্রেষ্ঠেন) তে (তব, ত্বয়ি চিহ্নে বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ) অঙ্কুশং গৃহীত্বা তে (কলুষকরিণঃ) অপি বারণীয়াঃ। স্বচ্ছন্দেন (সুখেন) মধুপুরীং ব্রজ (ত্বং গচ্ছ)। কো বা বিরোধী ভবেৎ (নান্যঃ কোঽপীত্যর্থঃ)। গোপকন্যাঃ গোপীভর্ত্তুঃ (কৃষ্ণস্য) বিরহজলধিং (বিরহসাগরং) তরন্তু।*।

অনুবাদ।—আমাদের পাপরূপ হস্তী কোটি কোটি আছে বটে; কিন্তু আমরা স্মরণরূপ হস্ত দ্বারা তোমার ঐ অঙ্কুশ ধারণ করিয়া তাহাদিগকেও নিবারণ করিব। তুমি স্বচ্ছন্দে মথুরায় গমন কর। আর কে বিরোধী হইবে? গোপকন্যারা কৃষ্ণের বিচ্ছেদরূপ সাগর পার হউক।১০।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—তোমাদের অসংখ্য পাপরূপ হস্তী আমার গমনে ব্যাঘাত জন্মাইবে, আমি কিরূপে যাইব? অর্থাৎ তোমাদের দুর্দ্দৈব বশতই কৃষ্ণ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল দুর্দৈবই এখন হস্তিস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণানয়নে ব্যাঘাত ঘটাইবে, আমাকে যাইতে দিবে না। উত্তর—তোমাতে যে অঙ্কুশ আছে, ঐ অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আমরা সে সকল হস্তীকে তাড়াইয়া দিব। যদি বল—এ অঙ্কুশ চিহ্নমাত্র, ইহা তোমরা কিরূপে ধরিবে? উত্তর—স্মরণরূপ হস্ত দ্বারা ধারণ করিব, অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণচরণচিহ্ন, তোমাতে যে অঙ্কুশচিহ্ন আছে, তাহা স্মরণ করিলে সকল দুর্দৈবের শান্তি হইবে; সুতরাং কৃষ্ণানয়নার্থ তোমার গমনে আর ব্যাঘাত ঘটিবে না।*। আমাদের দুঃখে বৃন্দাবনের সকলেই

কারণ আছে, সুতরাং ঐ হস্তীদিগকে তাড়াইতে পারিলে আর কেহই তোমার বিরোধী হইবে না। কৃষ্ণবিচ্ছেদের কূল-কিনারা নাই বলিয়া তাহাকে সাগর বলিতেছি, সেই সাগরে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। ভাগবতাদি গ্রন্থে কৃষ্ণপদকে প্লব ("ভেলা) বলা হইয়াছে, তুমি তাহারই চিহ্ন বলিয়া তুমিও প্লবস্বরূপ; অতএব তুমি ভিন্ন আমাদিগকে এ সাগর হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহ পারিবে না। তাই বলিতেছি, তোমা দ্বারা 'গোপকন্যারা কৃষ্ণের বিচ্ছেদরূপ সাগর পার হউক'। ১০।

আস্তে নূনং যদুষু মথুরামণ্ডলে চক্রপাণিঃ
কূজদ্ভৃঙ্গৈ-রমলকমলৈ-রাকুলে গোকুলে বা।
তস্মাদ্ গচ্ছেরতিলঘু পুরীং তাঞ্চ জন্মাবনীবদ্
বালক্রীড়াং রচয়তি মুহুর্যত্র তত্রানুরাগঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ।—চক্রপাণিঃ মথুরামণ্ডলে যদুষু নূনম্ আস্তে, কূজদ্ভৃঙ্গৈঃ অমল-কমলৈঃ আচিতে গোকুলে বা (আস্তে)। তস্মাৎ অতিলঘু পুরীং তাং চ গচ্ছেঃ। যত্র বালক্রীড়াং মুহুঃ রচয়তি, তত্র জন্মাবনীবৎ অনুরাগঃ (ভবতি)।*। টীকা।—চক্রপাণিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ), মথুরামণ্ডলে (মথুরাপুরে) যদুষু (যদুসভায়াং) নূনং (নিশ্চিতম্) আস্তে (বর্ত্ততে)। কূজদ্ভৃঙ্গৈঃ (কূজন্তি ভৃঙ্গাঃ যেষু তৈঃ) অমলকমলৈঃ (বিমলপঙ্কজৈঃ) আকুলে (ব্যাপ্তে) গোকুলে বা আস্তে। তস্মাৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) অতিলঘু (অতিশীঘ্রং) পুরীং (মথুরাপুরীং) তাং (গোকুলপুরীং) চ গচ্ছেঃ (যাহি)। যত্র বালক্রীড়াং (বাল্যলীলাং) মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) রচয়তি (করোতি জনঃ), তত্র জন্মাবনীবৎ (জন্মভূমৌ ইব) অনুরাগঃ (তস্য স্নেহঃ ভবতি)।১১।

অনুবাদ।—চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে যদুসভায় নিশ্চয় আছেন। অথবা ভ্রমরগুঞ্জনবিশিষ্ট অমল কমলদলে আকীর্ণ

গোকুলে আছেন। সেই হেতু তুমি অতিশীঘ্র মথুরাপুরে ও গোকুলপুরে গমন কর। যেখানে লোকে বাল্যক্রীড়া করে, সেখানে জন্মভূমির ন্যায় তাহার অনুরাগ হয়। ১১।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—আমাকে মথুরায় যাইতে বলিতেছ, কিন্তু মথুরায় যদি তিনি না থাকেন? উত্তর—তিনি যখন চক্রপাণি অর্থাৎ চক্র (সুদর্শন) তাঁহার হস্তগত, তখন তিনিই রাজা হইয়া নিশ্চয়ই মথুরামণ্ডলে আছেন; অথবা চক্র (মণ্ডল) যখন তাঁহার হস্তগত, তখন তিনি মথুরামণ্ডলেই নিশ্চয় আছেন। আর যদি একান্ত মথুরায় না থাকেন, তাহা হইলে গোকুলে আছেন। যদি বল—মথুরানগর অতি বিস্তীর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ; অতএব সেখানে তাঁহাকে কোথায় অনুসন্ধান করিব? উত্তর—যদুসভায়। যদি বল—গোকুল হইতে গোপেরা বৃন্দাবনে আসা অবধি উহা নির্জ্জন হইয়া অপ্রীতিকর হইয়াছে; সুতরাং সেখানে তাঁহার থাকার সম্ভাবনা কি? উত্তর—সর্ব্বদা অমল কমলদলে প্রস্ফুটিত হওয়ায় এবং তদুপরি ভ্রমরকুল গুঞ্জন করায় গোকুল অতি প্রীতিকর স্থান বলিয়া সেখানে তাঁহার অবস্থান অসম্ভব নহে। যদি বল—শুনিয়াছি, তিনি মথুরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং মথুরা তাঁহার জন্মভূমি; জন্মভূমির উপরই লোকের অত্যন্ত অনুরাগ হওয়ায় জন্মভূমি ছাড়িয়া স্থানান্তরে কেহ থাকিতে চাহে না; অতএব তিনি গোকুলে থাকিবেন কেন? উত্তর—তিনি গোকুলে বাল্যলীলা করিয়াছেন; লোকে যেখানে বাল্যলীলা করে, সেখানেও জন্মভূমির মতই অনুরাগ হয়। তাই বলিতেছি, তুমি গোকুলেও গমন কর, এবং মথুরাতেও গমন কর। উহাদের মধ্যে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইবেই।*। অথবা—কৃষ্ণজন্ম সম্বন্ধে মতভেদ

আছে। এক মতে—কৃষ্ণ যে সময় মথুরায় দেবকীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, সেই সময় গোকুলে যশোদাগর্ভ হইতে যোগমায়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া ফিরিয়া যান। মতান্তরে—যে সময় মথুরায় কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন, সেই সময় যশোদার গর্ভ হইতে আর এক কৃষ্ণ ও যোগমায়া, এই দুইটি যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; বসুদেব আপন পুত্র কৃষ্ণকে যশোদার পার্শ্বে রাখিতে উভয় কৃষ্ণ মিলিয়া একাঙ্গ হন; তৎপরে বসুদেব কন্যাটিকে লইয়া যান। শেষোক্ত মত অনুসারে মথুরা ও গোকুল, উভয়ই কৃষ্ণের জন্মস্থান; সুতরাং জন্মভূমি বলিয়া উভয় স্থানেই কৃষ্ণের থাকা সম্ভব। যদি বল—জন্মভূমির অনুরাগ এড়াইয়া তিনি যদি বৃন্দাবনে না আসেন, তাহা হইলে আমার যাওয়া নিষ্ফল হইবে। উত্তর—লোকে যেখানে বাল্যলীলা অর্থাৎ কৈশোরলীলা আচরণ করে, সেখানে জন্মভূমির মতই তাহার অনুরাগ হইয়া থাকে। "আ ষোড়শাদ্ ভবেদ্ বাল-স্তরুণস্তত উচ্যতে" ষোড়শ বৎসর অবধি অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালক, তার পর যুবা বলে। এই বচন অনুসারে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল। তন্মধ্যে "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোর-মা পঞ্চদশাৎ" প্রথম ৫ বৎসর কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। অতএব এখানে বাল্যলীলা বলিতে কৈশোরলীলা বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কৈশোরলীলা করিয়াছেন বলিয়া এখানেও তাঁহার তাদৃশ অনুরাগই আছে; সুতরাং তুমি গমন করিলে তিনি অবশ্যই এখানে আসিবেন। ১১।

আস্তাং মধ্যে তরণিতনয়া ভীষণা ভূরিনক্রৈ-
রাবর্ত্তাদ্যৈর্নয়নভয়দৈ-স্তাং তরিষ্যস্যবশ্যম্।
সংসারাব্ধিং তরতি সহসা যৎ ক্ষণং চিন্তয়িত্বা
তস্যাসাধ্যং ভবতি কিমহো পারযানং তটিন্যাঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—ভূরিনক্রৈঃ নয়নভয়দৈঃ আবর্ত্তাদ্যৈঃ ভীষণা তরণিতনয়া মধ্যে আস্তাম্। তাং অবশ্যং তরিষ্যসি। যৎ ক্ষণং চিন্তয়িত্বা সহসা সংসারাব্ধিং তরতি, অহো তটিন্যাঃ পারযানং কিং তস্য অসাধ্যং ভবতি।*। টীকা।—ভূরিনক্রৈঃ (বহুভিঃ কুম্ভীরাদিভিঃ—বহুবচনম্ আদ্যর্থম্) নয়নভয়দৈঃ (নেত্রভীতিজনকৈঃ) আবর্ত্তাদ্যৈঃ (আবর্ত্তাঃ জলভ্রমরাঃ তৈঃ, আদ্যপদেন তরঙ্গাদিভিশ্চ) ভীষণা (ভয়ঙ্করা) তরণিতনয়া (সূর্য্যকন্যা যমুনা) মধ্যে (পথিমধ্যে) আস্তাং (তিষ্ঠতু), তাং (যমুনাম্) অবশ্যং তরিষ্যসি। যৎ ক্ষণং (স্বল্পকালং ব্যাপ্য) চিন্তয়িত্বা সহসা (অনায়াসেন) সংসারাব্ধিং (ভবসমুদ্রং) তরতি (জনঃ ইতি শেষঃ), অহো (আশ্চর্য্যং) তটিন্যাঃ (নদ্যাঃ) পারযানং (পারে গমনং) কিং তস্য অসাধ্যম্ (অশক্যং) ভবতি (অসাধ্যং ন ভবতীত্যর্থঃ)।১২।

অনুবাদ।—কুম্ভীরাদি বহু জলজন্তু এবং নেত্রের ভীতিপ্রদ আবর্ত্ত (পাকনা) প্রভৃতি দ্বারা ভয়ঙ্কর যমুনা পথিমধ্যে থাকুক, তাহা তুমি অবশ্যই পার হইবে। যাহাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিলে লোকে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয়, তাহার পক্ষে তটিনী অর্থাৎ নদী পার হওয়া কি অসাধ্য হইতে পারে ?।১২।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—বৃন্দাবন বা মথুরা হইতে গোকুলে যাইতে হইলে পথিমধ্যে যমুনা রহিয়াছে ; তাহাতে কুম্ভীরাদি অনেক জলজন্তু আছে, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত ও তরঙ্গও হইতেছে ; সুতরাং সে যমুনা আমি কিরূপে পার হইব ? উত্তর—যমুনা পার হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। যেহেতু তুমি কৃষ্ণপদচিহ্ন ; তোমাকে যে ক্ষণমাত্র

চিন্তা করে, সে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইয়া যায়; এমন যে তুমি, তোমার পক্ষে একটা নদী পার হওয়া কি অসম্ভব? ভবসমুদ্রের কূল নাই; আর যমুনা তটিনী, তাহার তট অর্থাৎ কূল আছে; তাই বলিতেছি, তুমি অবশ্যই যমুনা পার হইতে পারিবে ।১২।

দৃষ্ট্বৈব ত্বাং বিদিতমধুনা পূর্ব্ববৎ পদ্মনাভং
প্রাপ্যাবশ্যং বিরহজলধেঃ পারমাসাদয়িষ্যে ।
মোদিষ্যে চ ক্ষণমপি হরে-রাস্যচন্দ্রামৃতেন
প্রাপ্তপ্রাণা সুরভিকুসুমামোদিতে মঞ্জুকুঞ্জে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ ।—ত্বাং দৃষ্ট্বা এব বিদিতম্, (যৎ) অধুনা পূর্ব্ববৎ পদ্মনাভং প্রাপ্য অবশ্যং বিরহজলধেঃ পারম্ আসাদয়িষ্যে, হরেঃ আস্যচন্দ্রামৃতেন প্রাপ্তপ্রাণা (সতী) সুরভিকুসুমামোদিতে মঞ্জুকুঞ্জে ক্ষণম্ অপি মোদিষ্যে চ ।*। টীকা ।—ত্বাং দৃষ্ট্বা এব বিদিতং (ময়া জ্ঞাতম্), যৎ অধুনা (ইদানীং) পূর্ব্ববৎ পদ্মনাভং (শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্য অবশ্যং বিরহজলধেঃ (কৃষ্ণবিচ্ছেদসাগরস্য) পারম্ আসাদয়িষ্যে (অহং প্রাপ্স্যামি), হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) আস্যচন্দ্রামৃতেন (বদনচন্দ্র-সুধয়া) প্রাপ্তপ্রাণা (লব্ধজীবনা, পুনর্জীবিতা সতী) সুরভিকুসুমামোদিতে (সুগন্ধিপুষ্পবাসিতে) মঞ্জুকুঞ্জে (মনোহরকুঞ্জে), ক্ষণম্ অপি মোদিষ্যে (শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহরিষ্যামি) চ ।১৩।

অনুবাদ ।—তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি যে, আমি এখন পূর্ব্বের ন্যায় পদ্মনাভ কৃষ্ণকে পাইয়া বিচ্ছেদ-সাগরের পার পাইব, এবং কৃষ্ণের বদন-সুধাকরের সুধা দ্বারা পুনরুজ্জীবিতা হইয়া সুগন্ধি কুসুমে সুবাসিত মনোহর কুঞ্জে ক্ষণকালও তাঁহার সহিত বিহার করিব।১৩।

ব্যাখ্যা ।—তোমাকে দেখিয়াই আমার আনন্দ হইতেছে বলিয়া

বুঝিতে পারিতেছি যে, এই শুভলক্ষণে কৃষ্ণকে আবার আমি পাইব। তাঁহাকে পাইলেই বিরহসাগর হইতে উত্তীর্ণও হইব। 'পদ্মনাভ' বলায় তিনি সমুদ্রমধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ান আছেন, লক্ষ্মী তাঁহার চরণ সেবা করিতেছেন, এবং তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। কেহ সমুদ্রে পড়িয়া তাহার মধ্যে কোনও অবলম্বন পাইলে পার হইবার আশা করিয়া থাকে; তাই আমিও বিরহসাগরে পড়িয়া তাঁহাকে পাইয়া পার হইবার আশা করিতেছি।*। বিরহসাগরে মগ্ন হইয়া আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি, তাঁহার বদনসুধাকরের সুধায় সিক্ত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিব।*। সুখের দিন সুদীর্ঘ হইলেও 'স্বল্প' বলিয়া মনে হয়; সেই জন্যই 'ক্ষণকাল' বলিলাম। ১৩।

সম্পর্কাত্তে তরণিতনয়া-তীরসোপানবৃন্দং
রাজ্ঞঃ পন্থাস্তলমপি তরো-রাচিতং পদ্মরাগৈঃ।
শোভাং যাস্যত্যচিরমতুলাং স্বীয়কার্য্যানুরোধা-
দুক্তৈর্নৈতৈর্মুহুরপি সখে তত্র ন স্থেয়মেব ॥১৪॥

অন্বয়ঃ।—তে সম্পর্কাৎ তরণিতনয়াতীরসোপানবৃন্দং, রাজ্ঞঃ পন্থাঃ, পদ্মরাগৈঃ আচিতং তরোঃ তলম্ অপি অচিরম্ অতুলাং শোভাং যাস্যতি। (হে) সখে এতৈঃ মুহুঃ উক্তেন অপি (ত্বয়া) স্বীয়কার্য্যানুরোধাৎ তত্র ন স্থেয়ম্ এব।*।

টীকা।—তে (তব) সম্পর্কাৎ (সংযোগাৎ) তরণিতনয়াতীরসোপানবৃন্দং (যমুনাতীরস্থ-সোপানশ্রেণী), রাজ্ঞঃ পন্থাঃ (রাজপথঃ), পদ্মরাগৈঃ (লোহিত-মণিভিঃ) আচিতং (ব্যাপ্তং) তরোস্তলমপি অচিরং (শীঘ্রম্, অযত্নেনৈব ইত্যর্থঃ), অতুলাম্ (অনুপমাং) শোভাং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)। হে সখে, এতৈঃ (যমুনা-তীরস্থসোপানবৃন্দ-রাজপথ-তরুতলৈঃ) মুহুঃ (বারংবারম্) উক্তেনাপি ত্বয়া

স্বীয়কার্য্যানুরোধাৎ (আত্মীয়জনানাং কার্য্যানুরোধাদ্ধেতোঃ) তত্র (তেষু স্থানেষু) ন স্থেয়ং (স্থাতব্যম্‌) শ্রব।১৩।

অনুবাদ।—তোমার সংযোগে যমুনাতীরস্থ সোপানশ্রেণী, রাজপথ, এবং পদ্মরাগ মণি দ্বারা ব্যাপ্ত তরুতল (অর্থাৎ তরুতলস্থ বেদীস্থল) শীঘ্রই অনুপম শোভা প্রাপ্ত হইবে। হে সখে, ইহারা বারংবার তোমাকে থাকিতে বলিলেও, আত্মীয় জনের কার্য্যানুরোধে সেই সেই স্থানে থাকিও না। ১৪।

ব্যাখ্যা।—তুমি গমনসময়ে যখন পাদপ্রক্ষালনার্থ যমুনাতীরস্থ সোপানশ্রেণী আক্রমণ করিবে, রাজপথে গমন করিবে, এবং বিশ্রামার্থ তরুতলে উপবেশন করিবে, তখন তাহাদের পরম শোভা হইবে। সেই জন্য তাহারা তোমাকে ছাড়িতে চাহিবে না; তথায় থাকিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবে। কিন্তু সপ্তপদ দ্বারা সখ্য জন্মে, সেই জন্য সখ্যকে সাপ্তপদীন বলে। অতএব আমি যখন তোমার সহিত এত কথা কহিলাম, তখন তোমার সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ তুমি আমাদের পরম সখা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাদের সহিত তোমার সখ্যভাব আছে। সুতরাং তাহাদের অনুরোধে সে সকল স্থানে থাকিতে গেলে আমাদের কার্য্যের ক্ষতি হইবে। তাই বলিতেছি যে, হে সখে, পরের অনুরোধে আত্মীয় জনের কার্য্যক্ষতি করিও না। ১৪।

যে বীক্ষন্তে সতত-মধুনা শ্রীপতে-রঙ্ঘ্রি-পদ্মং
মঞ্জীরাদ্যৈঃ কনককলিতৈর্ভূষণৈর্ভূষিতঞ্চ।
তেষাঞ্চ ত্বং কিমু ন ভবিতা লোচনপ্রীতিহেতু-
র্ব্যক্তৈরেতৈঃ কুলিশ-কমল-স্যন্দনাঙ্গাদিচিহ্নৈঃ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—অধুনা যে কনককলিতৈঃ মঞ্জীরাদ্যৈঃ ভূষণৈঃ ভূষিতং চ শ্রীপতেঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মং সততং বীক্ষন্তে, (হে পদাঙ্ক) ত্বং ব্যক্তৈঃ এতৈঃ কুলিশকমলস্যন্দনাদ্যাদিচিহ্নৈঃ তেষাং চ লোচনপ্রীতিহেতুঃ কিমু ন ভবিতা। *। টীকা।—অধুনা (ইদানীং) যে কনককলিতৈঃ (স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ) মঞ্জীরাদ্যৈঃ (নূপুরাদিভিঃ) ভূষণৈঃ ভূষিতঞ্চ (অলঙ্কৃতমপি) শ্রীপতেঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মং (চরণকমলং) সততং বীক্ষন্তে (পশ্যন্তি), হে পদাঙ্ক, ত্বং ব্যক্তৈঃ (স্ফুটৈঃ) এতৈঃ কুলিশকমলস্যন্দনাদ্যাদিচিহ্নৈঃ (বজ্র-পদ্ম-চক্রাদিচিহ্নৈঃ) তেষাং চ (তেষামপি) লোচনপ্রীতিহেতুঃ (নয়নানন্দকারণং) কিমু (কিং) ন ভবিতা (ন ভবিষ্যসি? অপি তু ভবিষ্যস্যেব ইত্যর্থঃ)।*। ব্যাকরণম্।—ভবিতেতি ভবিষ্যতি তৃন্।১৫।

অনুবাদ।—এক্ষণে যাঁহারা সুবর্ণনির্ম্মিত নূপুরাদি ভূষণে ভূষিত হইলেও, শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন, তুমি সুস্পষ্ট এই সকল বজ্র-পদ্ম-চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা তাঁহাদেরও কি নয়নানন্দজনক হইবে না? (নিশ্চয়ই হইবে)। ১৫।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—সেখানে যাইলে যদি কেহ আমাকে আদর না করে, তাহা হইলে আমার মনঃক্লেশ হইবে; এই জন্য আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। উত্তর—অন্যে না করুক; যাঁহারা সতত কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিতেছেন, তাঁহারা কি তোমার আদর করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। তাঁরা যদি করেন, তবে মথুরার অধিকাংশ লোকেরই তুমি আদরণীয় হইবে; যেহেতু মথুরার প্রায় সকলেই কৃষ্ণভক্ত। *। 'শ্রীপতি' বলায় তাঁহার কমলা-লালিত পদকমল সকলেরই নেত্রপ্রীতিকর বুঝাইতেছে। *। যদি বল—যাঁহারা সাক্ষাৎ পাদপদ্ম দেখিতেছেন, তাঁহারা চিহ্নের আদর কেন করিবেন? উত্তর—সাক্ষাৎ পাদপদ্মে যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন আছে, সে সমস্ত অস্পষ্ট; কিন্তু তোমাতে ঐ সকল চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন বলিয়া তোমাকেই অধিক

আদর করিবেন। যদি বল—যে চরণ সুবর্ণময় নূপুরাদি ভূষণে ভূষিত থাকায় অধিক নেত্রপ্রীতিকর; আমাতে ত কোন আভরণ নাই। উত্তর—যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত নহেন; সুতরাং কৃষ্ণপাদপদ্মে যে সকল চিহ্ন আছে, ঐ সকল চিহ্নের গুণ (৭ পৃঃ ২ পং) জানিয়া, তাঁহারা সেই গুণেই আকৃষ্ট হইবেন, ভূষণে আকৃষ্ট হইবেন না। ১৫।

যস্যাসঙ্গা-দলভত তনুং মানুষীং গৌতমস্ত্রী
ধ্যানেনৈব প্রথিতমহিমা শ্রীপতিং নারদাদিঃ।
তস্মাজ্জাতে ত্বয়ি মধুরিপো-রঙ্ঘ্রিপদ্মাদ্ বিচিত্রঃ
কিং দীনানামুপরি করুণালিঙ্গিতো দৃষ্টিপাতঃ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—গৌতমস্ত্রী যস্য আসঙ্গাৎ মানুষীং তনুম্ অলভত, নারদাদিঃ (যস্য) ধ্যানেন এব প্রথিতমহিমা (সন্) শ্রীপতিম্ (অলভত), তস্মাৎ মধুরিপোঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ জাতে ত্বয়ি দীনানাম্ উপরি করুণালিঙ্গিতঃ দৃষ্টিপাতঃ কিং বিচিত্রঃ। *। টীকা।—গৌতমস্ত্রী (অহল্যা—পতিশাপেন পাষাণীভূতা) যস্য (চরণস্য) আসঙ্গাৎ (ঈষৎস্পর্শাদ্ধেতোঃ) মানুষীং তনুং (মানবদেহম্) অলভত (প্রাপ্তবতী), নারদাদিঃ যস্য (চরণস্য) ধ্যানেন এব প্রথিতমহিমা (বিখ্যাতমাহাত্ম্যঃ সন্) শ্রীপতিং (কৃষ্ণম্) অলভত (প্রাপ্তবান্), তস্মাৎ মধুরিপোঃ (কৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ (চরণকমলাৎ) জাতে (উৎপন্নে) ত্বয়ি [illegible] দীনানাং (মাদৃশাং কাতরাণাং জনানাম্) উপরি করুণালিঙ্গিতঃ (কৃপাযুক্তঃ) দৃষ্টিপাতঃ কিং বিচিত্রঃ (আশ্চর্য্যঃ, অপি তু নৈব বিচিত্রঃ ইত্যর্থঃ)।১৬।

অনুবাদ।—গৌতমপত্নী অহল্যা যে চরণের কিঞ্চিৎ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নারদাদি ঋষিগণ যে চরণের ধ্যানমাত্রে বিখ্যাতমাহাত্ম্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে তুমি যখন জন্মিয়াছ, তখন তোমার পক্ষে দীনজনের উপর কৃপাযুক্ত দৃষ্টিপাত কি আশ্চর্য্য ?।১৬।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—আমার শরীরে দয়া নাই, সুতরাং তোমাদের দুঃখ-দূরীকরণে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। উত্তর—পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে। তোমার পিতা কৃষ্ণ-চরণ; যেহেতু তুমি কৃষ্ণ-চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। সেই কৃষ্ণ-চরণের দয়ার কথা শুন। অহল্যা পতিশাপে পাষাণ হইয়াছিলেন, রামাবতারে ঐ চরণের স্পর্শ পাইয়া তিনি মানব-দেহ পুনঃ প্রাপ্ত হন। নারদাদি ঋষিগণও কেবল ঐ চরণের ধ্যান করিয়া তৎফলে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার পিতা যখন এত পরোপকার করিয়াছে, তখন তুমি যে আমাদিগকে দীন দেখিয়া দয়া করিবে না, ইহা সম্ভব নহে। *। যদি বল—তদীয় চরণের অন্যান্য অনেক দয়ার কার্য্য সত্ত্বেও ঐ দুইটি কার্য্যের উল্লেখ করিলে কেন? উত্তর—ঐ দুইটি কার্য্যই এখন আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে। ঐ দুইটি কার্য্য উল্লেখ করায় আমার অভিপ্রায় এই যে, তোমার পিতা যখন মৃত ও পাষাণ দেহে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল, তখন তুমি—মৃতও নয়, পাষাণও নয়—মৃতপ্রায় আমাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে। আর তোমার পিতাকে যাঁহারা চিন্তামাত্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যখন কৃষ্ণলাভ হইয়াছে, তখন আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ও দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াও কি কৃষ্ণকে পাইব না? অবশ্যই পাইব। *। এখানে অন্যে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, গোপীরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তবে রাধিকা রামাবতারের কথা কিরূপে উল্লেখ করিলেন? উত্তর—গোপীরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, এ কথা ঠিক নহে। ভাগবতে এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গোপীরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন।

তন্মধ্যে একটিমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ রজনীতে বনমধ্যে গমন করিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে প্রতিগমন করিয়া পতিপুত্রাদির সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে গোপীরা বলিয়াছিলেন "যৎ পত্যপত্যসুহৃদা-মনুবৃত্তিরঙ্গ, স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্‌। অস্ত্বেব-মেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে, প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥" হে কৃষ্ণ, তুমি ধর্মজ্ঞ বলিয়া পতি পুত্র ও বন্ধুজনের সেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম, এই যে উপদেশ দিলে, তাহা উপদেশপ্রদ তোমাতেই হউক না (অর্থাৎ একমাত্র তোমার সেবা করিয়াই আমরা সকলের সেবা করি না কেন; যেহেতু তুমি ঈশ্বর, তুমি প্রিয়তম এবং তুমি দেহীদিগের আত্মা। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গোপীরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন; কিন্তু অত্যন্ত প্রেম বশতঃ সেরূপ ভাবে তাঁহারা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন না। ১৬।

একং চিহ্নং হরিপদভবং পন্নগস্যোত্তমাঙ্গে
তাদৃক্‌শোভামপি খগপতের্নির্ভয়ং তং চকার।
পিণ্ডেনান্যৎ তরণিরভবদ্‌ ঘোরসংসারসিন্ধৌ
ধ্যাতং তাদৃক্‌ ত্বমপি মহতাং জন্ম বিশ্বোপকৃত্যৈ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—হরিপদভবম্‌ একং চিহ্নং পন্নগস্য উত্তমাঙ্গে (সৎ) তাদৃক্‌-শোভাম্‌ (চকার), তং খগপতেঃ নির্ভয়ম্‌ অপি চকার। অন্যৎ পিণ্ডেন ঘোরসংসারসিন্ধৌ তরণিঃ অভবৎ। ত্বম্‌ অপি তাদৃক্‌ ধ্যাতম্‌। মহতাং জন্ম বিশ্বোপকৃত্যৈ (ভবতি)। *। টীকা।—হরিপদভবং (কৃষ্ণচরণোৎপন্নম্‌) একং চিহ্নং পন্নগস্য (কালিয়সর্পস্য) উত্তমাঙ্গে (মস্তকে সৎ) তাদৃক্‌শোভাং (তাদৃশীম্‌ অনির্বচনীয়াং শোভাং) চকার, তং (কালিয়ং) খগপতেঃ (গরুড়াৎ) নির্ভয়ম্‌

অপি চকার। অন্তৎ (অপরং গয়াসুরশিরঃস্থিতং চিহ্নং) পিণ্ডেন (পিণ্ডবিশিষ্টং সৎ, যবলম্বনদানকপিণ্ডদানাধিকরণং ভবতি তত্ত) ঘোরসংসারসিন্ধৌ (ভয়ঙ্কর-ভবসাগরে) তরণিঃ (নৌকা) অভবৎ। ত্বম্ অপি তাদৃক্ .(তাদৃশং) ধ্যাতঃ (অস্মাকং চিন্তিতম্, অস্মাভিশ্চিন্ত্যতে ইত্যর্থঃ)। মহতাং জন্ম বিশ্বোপকৃত্যৈ (জগতামুপকারায় ভবতি) ।১৭।

অনুবাদ।—কৃষ্ণচরণোৎপন্ন একটি চিহ্ন কালিয় সর্পের মস্তকে থাকিয়া তাহার তাদৃশ শোভা সম্পাদন করিয়াছে, এবং তাহাকে গরুড় হইতে নির্ভয়ও করিয়াছে। আর একটি চিহ্ন (গয়াসুরের মস্তকে থাকিয়া) পিণ্ড দ্বারা ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে নৌকা হইয়াছে। তোমাকেও আমরা সেইরূপ ভাবিতেছি। মহতের জন্ম জগতের উপকারের জন্যই হইয়া থাকে। ১৭।

ব্যাখ্যা।—পরোপকারিতা গুণ যে, কেবল তোমার পিতারই আছে, তাহা নহে ; তোমার সহোদরদিগেরও আছে। দেখ, সেই চরণের একটি চিহ্ন কালিয় সর্পের মস্তকে থাকিয়া তাহার ভূষণস্বরূপ হইয়া আছে, আবার তাহাকে গরুড়ভয় হইতেও রক্ষা করিয়াছে।—সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক দ্বীপে সর্পেরা বাস করিত। গরুড় প্রত্যহই তাহাদের অনেককে সংহার করিত বলিয়া তাহারা নিয়ম করিয়া পর্য্যায়ক্রমে গরুড়ের আহারোপযোগী সর্প প্রত্যহ উপহার দিত। কিন্তু দুর্দ্দান্ত কালিয় তাহাকে খাইতে না দিয়া আপনিই ভক্ষণ করিত। এই সূত্রে গরুড়ের সহিত তাহার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কালিয় সপরিবারে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। গরুড়ও তাহার অনুধাবন করিল। পূর্ব্বে যমুনাহ্রদে সৌভরি ঋষি যখন তপস্যা করেন, তখন একদিন তাঁহার পার্শ্বস্থ মৎস্যরাজকে গরুড় সংহার করিয়াছিল। তাহাতে অন্যান্য মৎস্যের কাতরতা দেখিয়া দয়া বশতঃ ঋষি গরুড়কে শাপ-

দিয়াছিলেন যে, পুনর্ব্বার এ হ্রদে আসিলেই বিনষ্ট হইবে। তদবধি গরুড় আর সেখানে যাইতে পারে না। এ কথা কালিয় ভিন্ন অন্য কোনও সর্প জানিত না। এখন সেই কথা স্মরণ হওয়ায় কালিয় যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। পরে কৃষ্ণসহচর গোপবালকগণ সেই বিষাক্ত জল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে কৃষ্ণ বহুমস্তকধারী কালিয়ের সকল মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া, তাহার পত্নীগণের প্রার্থনায় একটি মস্তক রক্ষা করেন, এবং তাহাতে স্বীয় পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাহাকে বলেন যে, তুমি এ হ্রদ ত্যাগ করিয়া সেই রমণক দ্বীপে পুনর্ব্বার গমন কর। তোমার মস্তকে আমার এই পদচিহ্ন দেখিলে গরুড় তোমার আর অনিষ্ট করিবে না। এতাবতা ঐ চিহ্ন দ্বারা কালিয় সর্পেরও উপকার হইয়াছে এবং বৃন্দাবনবাসী সকল লোকেরও উপকার হইয়াছে। আর গয়াসুরের মস্তকস্থিত চিহ্নের উপর যাহার নামে পিণ্ডদান করা যায়, তাহাকেই ঐ চিহ্ন নৌকাস্বরূপ হইয়া দুস্তর ভবসাগর পার করিয়া দিতেছে। এতাবতা জগদ্বাসী সমস্ত লোকেরই উপকার হইতেছে। সেই সমস্ত ভাইএর ভাই হইয়া তুমি এই কয়জন গোপীর উপকার করিতে পার না, ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? ।১৭।

উৎফুল্লানা-মতিসুরভয়ঃ সৌরভৈরম্বুজানা-
মম্ভোলেশৈস্তরণিদুহিতুঃ শীতলৈঃ শীতলাশ্চ ।
অভ্যাবশ্যং সততগতয়ঃ স্বৈরমাধূতবর্হা
বর্ত্তিষ্যন্তে ভবদভিমত-প্রাতয়ে লাঞ্ছনাগ্র্যা ॥১৮॥

অন্বয়ঃ ।—(হে) লাঞ্ছনাগ্র্য, উৎফুল্লানাম্ অম্বুজানাং সৌরভৈঃ অতিসুরভয়ঃ, তরণিদুহিতুঃ শীতলৈঃ অম্ভোলেশৈঃ শীতলাশ্চ; আধূতবর্হাঃ সততগতয়ঃ

অদ্য অবশ্যং ভবদভিমতপ্রীতয়ে স্বৈরং বর্ত্তিষ্যন্তে। *। টীকা।—হে লাঞ্ছনাগ্র্য (চিহ্নশ্রেষ্ঠ), উৎফুল্লানাম্ অম্বুজানাং (পদ্মানাং) সৌরভৈঃ অতিসুরভয়ঃ (অতীব সুগন্ধাঃ), তরণিদুহিতুঃ (যমুনায়াঃ) শীতলৈঃ অম্ভোলেশৈঃ (জলকণৈঃ) শীতলাশ্চ, আধূতবর্হাঃ (ঈষৎকম্পিত-ময়ূরপুচ্ছাঃ) সততগতয়ঃ (সদাগতয়ঃ, সমীরণাঃ—প্রবাহানাং বাহুল্যেন বায়োর্বহুত্বমুক্তম্), অদ্য অবশ্যং ভবদভিমত-প্রীতয়ে (বাঞ্ছিতসুখলাভায়) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) বর্ত্তিষ্যন্তে (ত্বয়া সহ গমিষ্যন্তি)।১৮।

অনুবাদ।—হে চিহ্নশ্রেষ্ঠ, প্রফুল্ল কমলের সৌরভে অতীব সুগন্ধযুক্ত, যমুনার শীতল জলকণায় শৈত্যগুণবিশিষ্ট সদাগতি অর্থাৎ বায়ু, ময়ূরপুচ্ছগুলিকে ঈষৎ কম্পিত করত আজ নিশ্চয়ই তোমার মনোমত সুখলাভের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে তোমার সহিত গমন করিবে। ১৮।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—দূরদেশে যাইতে হইবে, তাহাতে কেহ সঙ্গী নাই এবং পথশ্রমেও কষ্ট হইবে, এই জন্য আমার যাইতে ইচ্ছা হয় না। উত্তর—সঙ্গীর অভাব হইবে না। তোমাকে যমুনাতীর দিয়াই ত যাইতে হইবে? তাহা হইলে বায়ু তোমার নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাক্রমে সঙ্গী হইবে। নদীতীরে সর্ব্বদাই বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া উহার 'সদাগতি' নামের উল্লেখ করিলাম এবং 'স্বেচ্ছাক্রমে তোমার সঙ্গে গমন করিবে' বলিলাম। সেই বায়ুর সংসর্গে তোমার পথশ্রমজনিত কষ্টও হইবে না। যেহেতু উৎকৃষ্ট বায়ুর তিনটি গুণ থাকে—সৌগন্ধ্য, শৈত্য ও মান্দ্য। সে বায়ুরও ঐ তিনটি গুণ উক্ত হইয়াছে। প্রফুল্ল কমলের গন্ধ বহন করায় সৌগন্ধ্য, যমুনার জলকণা বহন করায় শৈত্য, এবং ময়ূরপুচ্ছের ঈষৎকম্পনে মান্দ্য গুণ সূচিত হইয়াছে। তাদৃশ বায়ু গাত্রে সংলগ্ন হইলে শ্রম দূরই হইয়া থাকে। মান্দ্যগুণের উল্লেখে ইহাও বলা হইয়াছে যে,

পথিপার্শ্বে ময়ূর সকল নৃত্য করিবে, তাহাদের পুচ্ছগুলি রাজচ্ছত্রের অনুকরণ করিয়া তোমার রাজসম্মান ব্যক্ত করিতে থাকিবে এবং তাহাদের নৃত্যদর্শনে তুমি পথশ্রমের ক্লেশও ভুলিয়া যাইবে। ১৮।

ত্যক্তব্যেয়ং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা
মা খিদ্যস্ব ত্রিভুবনজনত্রাণহেতো ক্রমাঙ্ক।
কিং ন ত্যাজ্যং ভবতি মহতাং চেৎ পরস্যোপকারো
বারাণস্যা মুনিরপি গতো দক্ষিণাশা-মগস্ত্যঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—(হে) ত্রিভুবনজনত্রাণহেতো ক্রমাঙ্ক, ইয়ং চিরপরিচিতা জন্মভূমী ত্যক্তব্যা ইতি বুদ্ধ্যা মা খিদ্যস্ব। চেৎ পরস্য উপকারঃ (স্যাৎ, তদা) মহতাং কিং ত্যাজ্যং ন ভবতি। অগস্ত্যঃ মুনিঃ বারাণস্যাঃ অপি দক্ষিণাশাং গতঃ। ১৯।

টীকা।—হে ত্রিভুবনজনত্রাণহেতো (ত্রিভুবনজনানাং রক্ষাকারণ) ক্রমাঙ্ক (পদচিহ্ন), ইয়ং (বৃন্দাবনরূপা) চিরপরিচিতা জন্মভূমী ত্যক্তব্যা ইতি বুদ্ধ্যা মা খিদ্যস্ব (খেদং মা কুরু)। চেৎ (যদি) পরস্য উপকারঃ স্যাৎ, তদা মহতাং কিং ত্যাজ্যং ন ভবতি (অপি তু সর্ব্বমেব ত্যাজ্যং ভবতি)। (তত্র দৃষ্টান্তঃ—) অগস্ত্যো মুনিঃ বারাণস্যাঃ (বারাণসীং পরিত্যজ্য) অপি দক্ষিণাশাং (দক্ষিণাং দিশং) গতঃ। ১৯।

অনুবাদ।—হে ত্রিভুবনজনের রক্ষাকারণ পদচিহ্ন, এই চির-পরিচিত জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া খেদ করিও না। যদি পরের উপকার হয়, তাহা হইলে মহৎ লোকে কি না ত্যাগ করিতে পারেন? (দেখ) অগস্ত্য মুনি কাশী পরিত্যাগ করিয়াও দক্ষিণ দিকে গিয়াছেন। ১৯।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—জন্মভূমি সহজে পরিত্যাগ করা যায় না; আবার জন্মভূমি না হইলেও যেখানে সর্ব্বদা বাস করা যায়, সে স্থানও সহজে ত্যাগ করা যায় না। অতএব এই বৃন্দাবন আমার

জন্মভূমি এবং এখানেই চিরকাল বাস করিতেছি বলিয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; এই কারণে আমি যাইব না। উত্তর—তোমার সহোদরগণের ন্যায় তুমি ত্রিভুবনের লোককে রক্ষা করিতে সমর্থ। আমরাও সেই ত্রিভুবনেরই অন্তর্গত; সুতরাং আমাদিগকেও রক্ষা করা তোমার উচিত। বিশেষতঃ পরের উপকারের জন্য মহৎ লোকে সকলই পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত শুন—অগস্ত্য মুনি ভূস্বর্গ বারাণসীধামে বাস করিতেন। বিন্ধ্যাচল (অর্থাৎ বিন্ধ্যাচলের অন্তর্যামী পুরুষ) তাঁহার শিষ্য ছিলেন। একদা সেই বিন্ধ্যাচল আপন দেহ বৃদ্ধি করিয়া সুরলোক ভেদ করিতে উদ্যত হইলে, দেবতারা ভীত হইয়া অগস্ত্যের শরণাগত হন। অগস্ত্য তাঁহাদের রক্ষার জন্য বিন্ধ্যাচলের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গুরুকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন অগস্ত্য বলিলেন যে, আমি যাবৎ প্রত্যাগত না হই, তাবৎ এই অবস্থাতেই অবস্থান কর। এই বলিয়া তিনি চিরদিনের জন্য দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, আর প্রত্যাগমন করিলেন না। বিন্ধ্য পর্ব্বতও গুরুর আদেশে তদবস্থই রহিল। অতএব দেখ, অগস্ত্য মুনি পরোপকারার্থে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বারাণসীধামও পরিত্যাগ করিয়া অতিনিকৃষ্ট দক্ষিণ দিকে চিরদিনের জন্য বাস করিতেছেন। আর তুমি দুই এক দিনের জন্য এই সামান্য দূরেও গমন করিতে পারিবে না?। ১৯।

কর্পূরাদেঃ সলিল-মভবদ্ বৈতরণ্যম্বুতুল্যং
বাক্যাগম্যং নদতি কঠিনং কোকিলঃ ষট্পদোঽপি।
বৃন্দারণ্যে কিরতি গরলং দুঃসহং শীতরশ্মিঃ
নৈতদ্বাচ্যং সকৃদপি সখে সন্নিধৌ কেশবস্য ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—বৃন্দারণ্যে কর্পূরাদেঃ সলিলং বৈতরণ্যম্বুতুল্যম্ অভবৎ, কোকিলঃ ষট্‌পদঃ অপি বাক্যাগম্যং কঠিনং নদতি, শীতরশ্মিঃ দুঃসহং গরলং কিরতি। (হে) সখে, কেশবস্য সন্নিধৌ এতৎ ক্ষণম্ অপি ন বাচ্যম্।*। টীকা।—বৃন্দারণ্যে (অস্মিন্ বৃন্দাবনে, ইদানীং) কর্পূরাদেঃ সলিলং (কর্পূরাদি-সুবাসিতং জলং) বৈতরণ্যম্বুতুল্যং (বৈতরণীজলবৎ অত্যুত্তপ্তম্) অভবৎ, কোকিলঃ ষট্‌পদোঽপি (ভ্রমরশ্চ) বাক্যাগম্যং (বচনাতীতং) কঠিনং (কর্কশং) নদতি (শব্দায়তে)। শীতরশ্মিঃ (চন্দ্রঃ) দুঃসহম্ (অসহ্যং) গরলং (বিষং) কিরতি (বিক্ষিপতি)। হে সখে, এতৎ কেশবস্য (কৃষ্ণস্য) সন্নিধৌ সকৃৎ (একবারম্) অপি ন বাচ্যং (ত্বয়া ন বক্তব্যম্)। ২০।

অনুবাদ।—বৃন্দাবনে (এখন) কর্পূরাদি-সুবাসিত জল বৈতরণীর জলের ন্যায় (উত্তপ্ত) হইয়াছে, কোকিল ও ভ্রমর বাক্যাতীত কর্কশস্বরে শব্দ করিতেছে, এবং চন্দ্র অসহ্য কিরণ বর্ষণ করিতেছে। হে সখে, এ কথা তুমি কৃষ্ণের নিকট একবারও বলিও না। ২০।

ব্যাখ্যা।—কর্পূরাদি-সুবাসিত সুশীতল জলে, কোকিল-কূজনে, ভ্রমর-গুঞ্জনে ও চন্দ্র-কিরণে লোকের দেহ মন স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু ঐ সকল বস্তু কামোদ্দীপক। কামের উদ্দীপনা হইলে যদি তাহার নিবারণের উপায় না থাকে, তাহা হইলে এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল বস্তুও তখন বিপরীত গুণ ধারণ করিয়া আরও যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে। সেই জন্যই কৃষ্ণবিরহে আমাদের পক্ষে কর্পূরাদির জল উত্তপ্ত বোধ হইতেছে, কোকিল ও ভ্রমরের শব্দ কর্কশ বোধ হইতেছে, এবং চন্দ্রের কিরণ বিষবৎ বোধ হইতেছে। কিন্তু এ কথা তুমি কৃষ্ণের নিকট বলিও না। কেন না, তাঁহারই বিরহে এইরূপ ঘটিয়াছে, তিনি আসিলে আর এরূপ থাকিবে না— এ কথা না বুঝিয়া, তিনি যদি মনে করেন যে, স্বভাবতই এখন বৃন্দাবনের এরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা হইলে অতি কুস্থান ভাবিয়া তিনি আর এখানে আসিবেন না। ২০।

প্রস্থানং তে কুলিশ-কলনান্নিশ্চিতং পণ্ডিতাগ্র্যৈ-
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপি রমতে যাহি যাহীতি বাণী।
অপ্রামাণ্যং জনয়তি সদা নন্দসূনোর্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপি সিদ্ধৌ ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—পণ্ডিতাগ্র্যৈঃ তে কুলিশকলনাৎ প্রস্থানং নিশ্চিতম্। তদপি অস্মাকং চিত্তে যাহি যাহি ইতি বাণী রমতে। (যতঃ) নন্দসূনোঃ বিয়োগঃ ব্যাপ্যজ্ঞানাৎ ব্যাপকস্য সিদ্ধৌ অপি ব্রজকুলভুবাং (সম্বন্ধে) অপ্রামাণ্যং জনয়তি।

টীকা।—পণ্ডিতাগ্র্যৈঃ (পণ্ডিতশ্রেষ্ঠৈঃ) তে (তব) কুলিশকলনাৎ (বজ্রধারণাৎ হেতোঃ) প্রস্থানং (গমনং) নিশ্চিতম্ (নিশ্চয়েন জ্ঞাতম্)। তদপি (তথাপি) অস্মাকং চিত্তে যাহি যাহি ইতি বাণী রমতে (উচ্চারণীয়তয়া ভাসতে) যতঃ ব্রজকুলভুবাং (গোপীনাং সম্বন্ধে) নন্দসূনোঃ (কৃষ্ণস্য) বিয়োগঃ (একত্র অনবস্থিতিঃ) ব্যাপ্যজ্ঞানাৎ (হেতুজ্ঞানাৎ) ব্যাপকস্য (সাধ্যস্য) সিদ্ধৌ (নিশ্চয়ে) অপি অপ্রামাণ্যং জনয়তি।২১।

অনুবাদ।—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা তোমার বজ্রধারণ হেতু গমন নিশ্চয় করিয়াছেন। তথাপি আমাদের মনে 'যাও যাও' এই বাক্য উচ্চারণার্থে প্রকাশ পাইতেছে (অর্থাৎ আমরা পুনঃপুনঃ তোমাকে 'যাও যাও' বলিতেছি)। যেহেতু গোপীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ অর্থাৎ একত্র অনবস্থানই "ব্যাপ্যজ্ঞান হইলে ব্যাপকের নিশ্চয় জ্ঞান"ও অপ্রামাণ্য জন্মাইয়া দিতেছে (অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে)।২১।

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি কোনওরূপ অস্ত্রাদি ব্যবহার করে, সে যখন গৃহে থাকে, তখন সেই অস্ত্রাদি ধারণ করে না, যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। পরে কোথাও যাইতে হইলেই তাহা ধারণ করে। যেমন চৌকীদারেরা লাঠি ব্যবহার করে; কিন্তু যখন সে অবকাশ

পাইয়া গৃহে থাকে, তখন লাঠি-গাছটি গৃহের এক স্থানে রাখিয়া দেয়; তার পর নিজ কার্য্যে যখন গমন করে, তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই লাঠিও গ্রহণ করে। তাহাকে লাঠি লইতে দেখিলেই নিশ্চয় জানা যায় যে, সে কোথাও যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সেইরূপ তোমার বজ্ররূপ অস্ত্র আছে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন বলিয়া তোমাতে বজ্রচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে), সেই অস্ত্র যখন তুমি ধারণ করিয়াছ, তখন তুমি কার্য্যান্তরের অভাবে আমাদের দৌত্যকর্ম্মেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, ইহা পণ্ডিতেরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন। যদি বল—বজ্রধারণে আমার গমন যদি নিশ্চিতই হইয়াছে, তবে আর আমাকে বারংবার 'যাও যাও' বলিতেছ কেন? কেহ হস্তপ্রক্ষালন করিয়া ভোজনপাত্রের নিকট উপবেশন করিলে, সে খাইতেই বসিয়াছে—ইহা নিশ্চয় জানিয়াও তাহাকে বারংবার 'খাও খাও' বলা যেমন নিরর্থক ও তাহার বিরক্তিজনক হয়, সেইরূপ আমার গমন নিশ্চিত জানিয়াও আমাকে বারংবার 'যাও যাও' বলা নিরর্থক ও আমার বিরক্তিজনক কেন হইতে পারে? উত্তর—পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। কেন না, "ব্যাপ্যজ্ঞান হেতু ব্যাপকের নিশ্চয় জ্ঞান হয়"—এই যে সিদ্ধান্ত, তাহা কৃষ্ণের বিরহে আমাদের অপ্রমাণ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইতেছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন "ব্যাপ্ত্যাশ্রয়ত্বং ব্যাপ্যত্বম্" যাহা ব্যাপ্তির আশ্রয়, অর্থাৎ যাহাতে ব্যাপ্তি-নামক একটি ধর্ম্মবিশেষ থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলে। ব্যাপ্তি কি?—"ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাভাবব-দবৃত্তিত্বং প্রকীর্ত্তিতম্।" (সাধ্য-অভাববৎ-অবৃত্তিত্বং) যাহার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তাহাকে সাধ্য বলে; সাধ্যের অভাববিশিষ্ট স্থানে

(অর্থাৎ সাধ্য যেখানে থাকে না, সেইখানে) অবৃত্তিত্ব (অবর্ত্তমানতা) অর্থাৎ না থাকাকে ব্যাপ্তি বলে। এই ব্যাপ্তির যে আশ্রয় (অর্থাৎ সাধ্য যেখানে থাকে না, সেখানে যে না থাকে) তাহাকে ব্যাপ্য কহে। ব্যাপ্য বলিলে তাহার ব্যাপক থাকাও আবশ্যক, এবং ব্যাপ্য বুঝিলে ব্যাপক বুঝাও সহজ। সাধ্য যেখানে থাকে না, সেখানে যাহা না থাকে, তাহা যদি ব্যাপ্য হয়, তবে যাহা ব্যাপ্যকে তাদৃশ স্থানে থাকিতে দেয় না, তাহাই তাহার ব্যাপক হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—"পর্ব্বতোহয়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ধূম হেতু এই পর্ব্বতটি বহ্নিযুক্ত। কোনও ব্যক্তি কোনও পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয় জানিল যে, এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে। অতএব বহ্নির নিশ্চয়জ্ঞান হইতেছে বলিয়া বহ্নি হইল সাধ্য। ঐ বহ্নির অভাববিশিষ্ট স্থান হইতছে সরোবরাদি (যেহেতু সরোবরাদিতে বহ্নি থাকিতে পারে না); সেই সরোবরাদিতে ধূমও থাকে না বলিয়া ধূম হইল ব্যাপ্য। এবং বহ্নি নিজে যেখানে থাকে না, ধূমকেও সেখানে থাকিতে দেয় না বলিয়া বহ্নি হইতেছে ব্যাপক। "ধূম হেতু বহ্নিমান্" এই ব্যাক্যে যখন ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক হইল, তখন ইহাও বুঝা গেল যে, যাহা হেতু, তাহাই ব্যাপ্য; এবং যাহা সাধ্য, তাহাই ব্যাপক। এখন উল্লিখিত ব্যাখ্যায় তিনটি সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল—(১ম) হেতুকে ব্যাপ্য ও সাধ্যকে ব্যাপক বলে; (২য়) ব্যাপ্য ও ব্যাপকে এরূপ সম্বন্ধ যে, যেখানে ব্যাপকের অভাব, সেখানে ব্যাপ্য কখনই থাকে না অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক সর্ব্বদা এক সঙ্গেই থাকে; (৩য়) ব্যাপ্য ও ব্যাপক যখন সর্ব্বদা এক সঙ্গেই থাকে, তখন ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে ব্যাপকের জ্ঞানও

নিশ্চিত। এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের সমষ্টিই ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখন শ্লোকোক্ত "কুলিশকলন হেতু প্রস্থান" স্থলে (১ম সিদ্ধান্ত অনুসারে) কুলিশকলন ব্যাপ্য, প্রস্থান ব্যাপক; (২য় সিদ্ধান্ত অনুসারে) কুলিশকলন ও প্রস্থান (অর্থাৎ গমনেচ্ছা) তোমারূপ একাধারেই আছে; সুতরাং (৩য় সিদ্ধান্ত অনুসারে) কুলিশকলন দেখিয়া তোমার প্রস্থানও নিশ্চিত হইয়াছে। যদি বল—তবে আবার 'যাও যাও' বল কেন? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ঐ সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য বিষয়ে আমাদের সংশয় জন্মিয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপী-বল্লভ, আমরা গোপী; গোপী না থাকিলে গোপীবল্লভ হওয়া যায় না; সুতরাং তাঁহার গোপীবল্লভত্ব সাধন করিবার হেতুই আমরা। অতএব ১ম সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ব্যাপক, আমরা ব্যাপ্য। তাহাই যদি হইল, তবে ২য় সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহার যেখানে অভাব, সেখানে আমরা কখনই থাকিতে পারি না। কিন্তু তা কই? এ বৃন্দাবনে এখন তাঁহার অভাব ঘটিয়াছে, তথাপি আমরা ত এখানে রহিয়াছি। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে ৩য় সিদ্ধান্তের অভাব হেতু উহার প্রামাণ্যবিষয়ে আমাদের সংশয় জন্মিয়াছে। "স সংশয়ো মতির্যা স্যা-দেকত্রাভাবভাবয়োঃ।" একই পদার্থে কোন ধর্ম্মের ভাব (সত্তা) ও অভাব (অসত্তা) বোধ করাকে সংশয় বলে। যেমন—এক ব্যক্তি গলায় পৈতা পরিয়া জুতা সেলাই করিতেছে দেখিলে, পৈতা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান হয়, আবার জুতা সেলাই করা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ নয় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং একই ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বের ভাব ও অভাব দুইএরই বোধ হইতেছে বলিয়া সংশয় হইল যে, সে ব্রাহ্মণ কি না? (জাতিগত সংশয় বলিয়া ইহার নাম জাতিসংশয়)। সেইরূপ, ব্যাপ্য বলিয়া

ব্যাপ্তির (১ম সিদ্ধান্তের) ভাব আমাদিগেতে আছে, আবার ব্যাপ্তির (২য় সিদ্ধান্তের) অভাবও আমাদিগেতে আছে, অতএব একত্র ভাব ও অভাবের বোধ হওয়ায় আমরা ব্যাপ্য কি না—এই সংশয় হইতেছে। সুতরাং ব্যাপ্যজ্ঞানে যে ব্যাপকের জ্ঞান, তাহা উক্তরূপে বহ্নির পক্ষে প্রমাণ হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে অপ্রমাণ হইতেছে। অতএব ঐ জ্ঞানের উপর প্রামাণ্যের ভাব ও অভাব—উভয়ের বোধ জন্মিতেছে বলিয়া, ঐ জ্ঞান প্রমাণ কি না—এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে। (প্রামাণ্যগত সংশয় বলিয়া ইহার নাম প্রামাণ্যসংশয়)। "জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয়াদ্ বিষয়সংশয় ইতি, এবং ব্যাপ্যসংশয়াদপি ব্যাপকসংশয়শ্চ।" জ্ঞানের উপর প্রামাণ্যসংশয় ঘটিলে বিষয়ে সংশয় হয়, এবং ব্যাপ্যের উপর সংশয় ঘটিলে ব্যাপকেও সংশয় হয়। অতএব গোপীদিগের ন্যায় তোমার কুলিশ-কলন ব্যাপ্য কি না—এ সংশয় হওয়ায়, গমনও ব্যাপক কি না—এ সংশয় হইতেছে; এবং ব্যাপ্য-জ্ঞানে ব্যাপক-জ্ঞান হয় কি না—এ সংশয় হওয়ায়, তোমার গমন বিষয়েও সংশয় হইতেছে; সেই জন্যই বারংবার তোমাকে 'যাও যাও' বলিতেছি।২১।

উক্তপ্রায়ং তরণিতনয়া-নাগয়োস্তৎকথায়া-
মাস্তে কো বা জগতি ভবতাং ভীতিহেতুঃ ক্রমাঙ্ক।
কিঞ্চ স্বান্তে ক্ষণমপি ভবৎসঙ্গমে যাতি দূরং
ভীতির্মর্ত্ত্যোরপি কিমশনিং লোকরীত্যা দধাসি ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—(হে) ক্রমাঙ্ক, তরণিতনয়া-নাগয়োঃ তৎকথায়াম্ উক্তপ্রায়ম্, জগতি ভবতাং ভীতিহেতুঃ কো বা আস্তে। কিঞ্চ স্বান্তে ক্ষণমপি ভবৎসঙ্গমে,

(সতি) মৃত্যোরপি ভীতিঃ দূরং যাতি। (ততঃ) অশনিং লোকরীত্যা কিং দধাসি।*। টীকা।—হে ক্রমাঙ্ক (পদাঙ্ক), তরণিতনয়া-নাগয়োঃ (যমুনা-কালিয়সর্পয়োঃ) তৎকথায়াম্ (পূর্ব্বোক্তায়াং বর্ণনায়াম্) উক্তপ্রায়ং (প্রায়েণ উক্তম্)। জগতি ভবতাং (যুষ্মাকং কৃষ্ণচরণচিহ্নানাং) ভীতিহেতুঃ (ভয়-কারণং) কো বা আস্তে (ন কোঽপি অস্তীত্যর্থঃ)। কিঞ্চ (অপিচ) স্বান্তে (মনসি) ক্ষণমপি ভবৎসঙ্গমে (ভবতাং সঙ্গমো যস্মিন্ তস্মিন্ সতি) মৃত্যোরপি ভীতিঃ দূরং যাতি (অপগচ্ছতি)। ততঃ অশনিং (বজ্রং) লোকরীত্যা (লৌকিকাচারেণ) কিং দধাসি (ত্বং ধারয়সি)।২২।

অনুবাদ।—হে পদাঙ্ক, যমুনা ও কালিয় নাগের সেই কথায় প্রায় বলিয়াছি যে, জগতে তোমাদের ভয়ের কারণ কে আছে? (অর্থাৎ কেহই নাই)। আরও, মনে ক্ষণকালও তোমাদের সঙ্গলাভ হইলে (অর্থাৎ ক্ষণমাত্র তোমাদের চিন্তা করিলে) মৃত্যুর ভয়ও দূরে যায়। তবে বজ্রটাকে কি লোকাচার বশতঃ ধারণ করিতেছ?।২২।

ব্যাখ্যা।—জগতে তোমার যে ভয়ের কারণ কেহ নাই, তাহা পূর্ব্বে ১২শ শ্লোকে যমুনার কথায় ও ১৭শ শ্লোকে কালিয়নাগের কথায় প্রায় বলিয়াছি। 'প্রায়' বলিলাম এইজন্য যে, যদিও ঐ দুই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, তথাপি বুঝিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, তাহাতেই তোমার নির্ভীকতা সূচিত হইয়াছে। যেহেতু ১২শ শ্লোকে যখন, ভয়ঙ্কর কুম্ভীরাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ ও ভীষণ-আবর্ত্তাদি-বিশিষ্ট যমুনা পার হওয়া তোমার অসাধ্য নহে, ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি, তাহাতেই তোমার নির্ভীকতা ব্যক্ত হইয়াছে। আর ১৭শ শ্লোকে, কালিয়ের মস্তকস্থিত তোমার সহোদর হরিপদ-চিহ্ন যখন আরূঢ় হইতে তাহাকে নির্ভয় করিয়াছে, তখন সে যে নির্ভীক, তাহা বলা হইয়াছে, এবং তাহার সহোদর বলিয়া তুমিও যে নির্ভীক, তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।*। আর এক কথা—

মৃত্যুভয়ের তুল্য ভয় আর নাই; কিন্তু তোমাকে যাহারা ক্ষণকালও হৃদয়ে চিন্তা করে, তাহাদের যখন সেই মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়, তখন তোমার আবার কাহা হইতে ভয় হইবে? ।*। যদি বল—আমার যদি কাহা হইতেও ভয় নাই, তবে আমি বজ্র-অস্ত্র ধারণ করিতেছি কেন? উত্তর—তাহাতেই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, বজ্রটা কি লোকাচার বশতঃ ধারণ করিতেছ? অর্থাৎ লোকে যেমন অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও স্বীয় সম্মানরক্ষার্থে বিশেষ বিশেষ অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, তুমিও কি সেইরূপেই বজ্র ধারণ করিতেছ? ।২২।

যেনারূঢ়ং বিষধরশিরো ভূরি বক্তব্য-মন্যৎ
কিং বাকারি স্তনগিরিবরারোহণঞ্চ শ্রুতং তৎ।
উৎপন্নস্য প্রিয়তমপদা তেন ভীতিস্তবাস্তে
কো বা ব্রূয়াদিতি হি সদৃশং কারণেনৈব কার্য্যম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।—অন্যৎ ভূরি কিং বা বক্তব্যম্? যেন বিষধরশিরঃ আরূঢ়ম্, স্তনগিরিবরারোহণং চ অকারি, তৎ (ত্বয়া অপি) শ্রুতম্, তেন প্রিয়তমপদা উৎপন্নস্য তব ভীতিঃ আস্তে ইতি কো বা ব্রূয়াৎ। হি কার্য্যং কারণেন সদৃশম্ এব (ভবতি) ।*।

টীকা।—অন্যৎ (অপরং) ভূরি (অধিকং) কিং বা বক্তব্যং (ময়া কথয়িতব্যং), যেন বিষধরশিরঃ (কালিয়নাগস্য মস্তকম্) আরূঢ়ং, স্তনগিরিবরারোহণং (অস্মদীয়কুচপর্ব্বতারোহণং) চ অকারি (কৃতম্), তৎ (কালিয়নাগমস্তকারোহণাদি) ত্বয়া অপি শ্রুতম্ (আকর্ণিতম্), তেন প্রিয়তমপদা (অস্মৎপ্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণেন হেতুনা উৎপন্নস্য তব ভীতিঃ আস্তে, ইতি কো বা ব্রূয়াৎ (ন কোঽপি বদেদিত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) কার্য্যং কারণেন সদৃশম্ এব ভবতি। *।

ব্যাকরণম্।—প্রিয়তমপদেতি "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" ইতি অপাদানত্বেঽপি হেতুবিবক্ষয়া তৃতীয়া। ২৩।

অনুবাদ।—আর অধিক কি বলিব ? যাহা বিষধর কালিয়ের মস্তকে আরোহণ করিয়াছিল, এবং আমাদের কুচগিরিবরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহা তুমিও ত শুনিয়াছ, সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে যখন তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার ভয় আছে, এ কথা কে বলিবে ? যেহেতু কার্য্য কারণের সদৃশই হইয়া থাকে।২৩।

ব্যাখ্যা।—তুমিও ত শুনিয়াছ যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কালিয় সর্পের মস্তকে আরোহণ করিয়াছিল। সে কালিয় সামান্য সর্প ছিল না। ভাগবতে বর্ণনা আছে "কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্ হ্রদঃ কশ্চিদ্ বিষাগ্নিনা। শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যপরিগাঃ খগাঃ। বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্ম্মি-মারুতেনাভিমর্শিতাঃ। ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥" যমুনায় কালিয়ের এক হ্রদ আছে ; তাহার জল উহার বিষানলে ফুটিতেছে, সেই হেতু তাহার উপর দিয়া পক্ষীরা উড়িয়া গেলে তাহাতে পতিত হয়, এবং তাহার তীরস্থিত স্থাবর জঙ্গম জীবগণ সেই বিষজল-কণবাহী বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এই জন্যই তাহাকে "বিষধর" বলিয়াছি। সেই কালিয়ের মস্তকে যে আরোহণ করিয়াছিল, সে কিরূপ নির্ভীক, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। আবার রাসক্রীড়ায় "একা তদঙ্‌ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ।" কোনও গোপী কামানলে তাপিতা হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্তনোপরি স্থাপন করিয়াছিল। যুবতী বলিয়া তাহার স্তন অত্যন্ত উচ্চ ও কঠিন ; এই জন্য গিরিবরের সহিত তাহার তুলনা করিলাম। অতএব যে কুলবধূকে পতিপুত্রাদির পার্শ্ব হইতে দূরে লইয়া গিয়া এরূপে তাহাকে মজাইতে পারে, সে কিরূপ অসম-সাহসিক ? এবং যে এরূপ অসমসাহসিক হইতে পারে, সে কিরূপ নির্ভীক, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ। তাদৃশ নির্ভীক হইতে তুমি

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং সেই চরণ তোমার কারণ অর্থাৎ জনক, এবং তুমি তাহার কার্য্য অর্থাৎ জন্য।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে "জনকস্য স্বভাবো হি জন্যে তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্।" জনকের স্বভাব জন্যে নিশ্চয়ই থাকে। অতএব তোমারও যে কিছুতেই ভয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। *। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রিয়তম; এ কথা বলায়, তাঁহারই চরণ হইতে যখন তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার সহিত আমাদের কুলক্রমাগত সৌহার্দ্দ আছে—ইহাও জানান হইয়াছে। অতএব আত্মীয়জনের উপকার তোমার প্রাণপণেই কর্ত্তব্য হইতেছে। ২৩।

জ্ঞাতং জ্ঞাতং কুলিশসদৃশং চিহ্নমেতন্ন বজ্রং
নো-চেদেবং জনয়তি কথং লোচনপ্রীতিধারাম্।
দূরস্থঞ্চ গ্লপয়তি মনো নিস্বনো যস্য তৎ স্যা-
ন্নেত্রপ্রীতিপ্রদমিতি বচো ন শ্রুতং ক্বাপি কেন ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।—জ্ঞাতং জ্ঞাতম্, এতৎ কুলিশসদৃশং চিহ্নং, বজ্রং ন। নো চেৎ কথম্ এবং লোচনপ্রীতিধারাং জনয়তি। যস্য নিস্বনঃ দূরস্থং চ মনঃ গ্লপয়তি, তৎ নেত্রপ্রীতিপ্রদম্ ইতি বচঃ কেন ক্বাপি ন শ্রুতম্। *। টীকা।—জ্ঞাতং জ্ঞাতং (ময়া বিদিতং বিদিতং), এতৎ কুলিশসদৃশং (বজ্রতুল্যং) চিহ্নং, বজ্রং ন (বস্তুতঃ কুলিশং ন ভবতি)। নো চেৎ (অন্যথা) কথং (কেন প্রকারেণ) এবম্ (ঈদৃশীং) লোচনপ্রীতিধারাং (নয়নয়োরানন্দসন্তানং) জনয়তি। যস্য নিস্বনঃ (শব্দঃ) দূরস্থং চ (দূরস্থমপি) মনঃ গ্লপয়তি (পীড়য়তি), তৎ নেত্রপ্রীতিপ্রদম্ ইতি বচঃ (বাক্যং) কেন (কেনাপি) ক্বাপি (কুত্রাপি) ন শ্রুতম্। ২৪।

* অনুবাদ।—জানিয়াছি জানিয়াছি, ইহা বজ্রতুল্য চিহ্ন; বাস্তবিক বজ্র নহে। তাহা না হইলে, এরূপ নয়নের উত্তরোত্তর আনন্দ

জন্মাইবে কেন ? যাহার শব্দ দূরস্থিত মনকেও পীড়িত করে, তাহা নেত্রপ্রীতিপ্রদ হয়—এ কথা কেহ কোথাও শোনে নাই। ২৪।

ব্যাখ্যা।—"জ্ঞাতং জ্ঞাতং" 'জানিয়াছি জানিয়াছি' এরূপ দুই বার বলিবার কারণ এই যে, রাধিকা ২২শ শ্লোকে পদাঙ্ককে অকুতোভয় নিশ্চয় করিয়া, বজ্র ধারণ করিয়াছে কেন—এই সন্দেহ করিয়াছিলেন। সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি লোকাচার বশতঃ বজ্র ধারণ করিতেছ ? কিন্তু তাহার উত্তর না পাইয়া ঐ সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য মনে মনে নানা চিন্তা করিতেছিলেন। এখন সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'জানিয়াছি জানিয়াছি'। কেহ কোনও সন্দেহাকুল বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত করিলে নিশ্চিততা প্রকাশের জন্য ঐরূপ দ্বিরুক্তি করিয়াই থাকে।*। এখন সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন যে, উহা বাস্তবিক বজ্র নহে ; বজ্রের মত একটা চিহ্নমাত্র। কেন না, যাহা কঠোর-শব্দবিশিষ্ট, তাহা কখনই নেত্র-সুখকর হইতে পারে না। যে বজ্রের শব্দ দূর হইতে শুনিলেও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, সে বজ্র কিরূপে নেত্রসুখকর হইবে? অতএব তোমার ঐ বজ্র দেখিয়া যখন আমার নয়নের প্রীতি হইতেছে, তখন উহা বাস্তবিক বজ্র নহে। অতএব অকুতোভয় তোমাকে বজ্রধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ২৪।

আস্তে চৈবং নবজলধরো যং বিলোক্য প্রমোদা-
ন্নৃত্যন্ত্যচ্চৈর্বিষধরভুজো নিস্বনোঽপ্যস্য ভীমঃ।
নিঃশ্যোবায়ং যদবধি ময়া বীক্ষিতস্তাদৃশোঽয়ং
কন্দর্পো মাং তদবধি দহত্যেব বাণৈরসহ্যৈঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।—এবং নবজলধরঃ চ আস্তে, যং বিলোক্য বিষধরভুজঃ উচ্চৈঃ প্রমোদাৎ নৃত্যন্তি। অস্য নিস্বনঃ অপি ভীমঃ। অয়ং মিথ্যা এব। (যতঃ) যদবধি ময়া তাদৃশঃ অয়ং বীক্ষিতঃ, তদবধি এব কন্দর্পঃ অসহ্যৈঃ বাণৈঃ মাং দহতি। টীকা।—এবম্ (উক্তরূপঃ নেত্রপ্রীতিপ্রদঃ) নবজলধরশ্চ আস্তে, যং (নবজলধরং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) বিষধরভুজঃ (সর্পভক্ষাঃ ময়ূরাঃ) উচ্চৈঃ (মহতঃ) প্রমোদাৎ (হর্ষাৎ) নৃত্যন্তি। অস্য (নবজলধরস্য) নিস্বনঃ (শব্দঃ) অপি ভীমঃ (ভয়ঙ্করঃ)। অয়ং ("মেঘধ্বানেষু নৃত্যং ভবতি চ শিখিনা"মিতি কবিসময়ঃ) মিথ্যা এব। যতঃ যদবধি ময়া তাদৃশঃ অয়ং (ভীমনিস্বনঃ নবজলধরঃ, অথবা—নবজলধরসদৃশঃ কৃষ্ণঃ) বীক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ), তদবধি এব কন্দর্পঃ (মদনঃ) অসহ্যৈঃ বাণৈঃ মাং দহতি। ২৫।

অনুবাদ।—এরূপ নবজলধরও ত আছে, যাহাকে দেখিয়া ময়ূরেরা সাতিশয় আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। উহার শব্দও ভয়ঙ্কর। এ প্রবাদটা মিথ্যা। যেহেতু আমি যে অবধি তাদৃশ অর্থাৎ ভীমগর্জ্জন নবজলধরকে দেখিয়াছি (অথবা—আমি যে অবধি তাদৃশ অর্থাৎ নবজলধরসদৃশ কৃষ্ণকে দেখিয়াছি), সেই অবধিই কন্দর্প অসহ্য বাণে আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ২৫।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—যাহার শব্দ ভয়ঙ্কর, তাহা নেত্রপ্রীতিকর হয় না—এ কথা সত্য নহে। যেহেতু নবজলধরের শব্দ ভয়ঙ্কর হইলেও তাহাকে দেখিয়া ময়ূরগণের আনন্দ হয়। উত্তর—যদিও অলঙ্কারশাস্ত্রে কবিসময়-মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "মেঘধ্বানেষু নৃত্যং ভবতি চ শিখিনাম্" মেঘের শব্দে ময়ূরগণের নৃত্য হয়; কিন্তু উহা মিথ্যা কথা। যেহেতু আমি নিজেই বুঝিতেছি যে, যে অবধি আমি নবজলধর দর্শন করিয়াছি, সেই অবধি কন্দর্পবাণে দগ্ধ হইতেছি (অর্থাৎ নবজলধর কামোদ্দীপক বলিয়া কৃষ্ণবিরহে আমার বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছে)। যাহাকে

দর্শন করিলে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাকে নেত্রপ্রীতিকর বলা যাইতে পারে না। অথবা—নবজলধরসদৃশ কৃষ্ণকে যে অবধি দেখিয়াছি, সেই অবধি কন্দর্পশরে দগ্ধ হইতেছি (অর্থাৎ তাঁহাকে পাইয়া অবিচ্ছেদে স্বেচ্ছামত বিহার করিতে না পাওয়ায় চিরদিনই কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছি)। যাহার সাদৃশ্য বশতঃ কৃষ্ণ এরূপ অসুখকর হইয়াছেন, সেই নবজলধর যে কিরূপ অসুখকর, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ। যাহারা সজাতীয়, তাহাদের স্বভাবও একপ্রকারই হয়। নবজলধর নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার শব্দ ভয়ঙ্কর এবং দর্শন অসুখকর; কৃষ্ণও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার বাক্য শ্রুতিসুখকর হইলেও প্রতারণাময় বলিয়া ভয়ঙ্কর, এবং দর্শনও মদনোদ্দীপক বলিয়া অসুখকর। *। শেষোক্ত অর্থ শুনিয়া যদি বল—কৃষ্ণকে দেখিলে যদি কষ্টই হয়, তবে তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছ কেন? উত্তর—তাঁহাকে দেখিবার জন্য নহে। কন্দর্প আমার প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিতেছে, তাই আমি সেই নবজলধর-বাণ আনিয়া তাহাকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি (অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলন হইলেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ হইবে)। *। অন্যে ওরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর—রাধিকা উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছেন বলিয়া (৩য় শ্লোক দেখ) যাঁহাকে দেখিলে কষ্ট হয়, তাঁহাকেই আবার দেখিবার জন্য আগ্রহ করিতেছেন। ২৫।

ক্রোশস্থান্তে চরণযুগলং ক্ষালয়ৎ সূরজায়াং
যায়াঃ কিঞ্চ ক্ষণমপি তরোর্মূলমাসাদ্য তিষ্ঠেঃ।
উৎক্রম্যৈ যজ্জনয়তি পদং সেবকানাং জনানাং
পঙ্ক্ত্যাং হীনং তদিতি জগতাং প্রত্যয়ঃ কূর্ম্মলোম ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।—ক্রোশস্য অন্তে সূরজায়াং চরণযুগলং ক্ষালয়ৎ যাযাঃ। কিঞ্চ তরোঃ মূলম্ আসাদ্য অপি ক্ষণং তিষ্ঠেঃ। যৎ সেবকানাং জনানাম্ উৎকৃষ্টং পদং জনয়তি, তৎ পভ্যাং হীনম্ ইতি জগতাং প্রত্যয়ঃ কূর্ম্মলোম। *। টীকা।—(হে পদচিহ্ন) ক্রোশস্য (একৈক-ক্রোশ-গমনস্য) অন্তে সূরজায়াং (সূর্য্যকন্যায়াং যমুনায়াং) চরণযুগলং ক্ষালয়ৎ যাযাঃ (ত্বং গচ্ছেঃ)। কিঞ্চ (অপি চ) তরোঃ মূলম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) অপি ক্ষণং তিষ্ঠেঃ। যৎ সেবকানাং জনানাম্ উৎকৃষ্টং পদং (স্থানং) জনয়তি (উৎপাদয়তি, অর্পয়তীতি যাবৎ), তৎ পভ্যাং (চরণাভ্যাং) হীনম্ ইতি জগতাং প্রত্যয়ঃ (লোকানাং বোধঃ) কূর্ম্মলোম (কূর্ম্মলোমবৎ মিথ্যৈব)। ২৬।

অনুবাদ।—এক এক ক্রোশ যাইবার পর যমুনাতে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া যাইও। এবং বৃক্ষের তলদেশ পাইলেও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিও। যাহা ভক্ত জনগণের জন্য উৎকৃষ্ট পদ (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি) দান করে, তাহা পদদ্বয়বিহীন বলিয়া লোকের যে ধারণা, তাহা কূর্ম্মলোমের ন্যায় মিথ্যা। ২৬।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—বহুদূর যাইতে হইবে, তাহাতে আমার নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হইবে; সেই জন্য যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। উত্তর—এক এক ক্রোশ যাইবার পর এক একবার যমুনার জলে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিও; এরূপ করিলে পথশ্রমজন্য ক্লান্তি দূর হয়। এই জন্য ডাকের একটি বচন আছে—"ক্রোশেক অন্তর ধুয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা"। আর যেখানে তরুতল দেখিবে, সেখানেও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিও; তাহাতেও ক্লান্তি দূর হইবে। *। যদি বল—আমি পদের চিহ্নমাত্র, আমার পদ কোথায় যে, আমি পদ প্রক্ষালন করিব? আবার, আমার একটি পদও নাই, ইহা দেখিয়াও তুমি আমাকে দুইটি পদ প্রক্ষালন করিতে বলিতেছ কিরূপে? উত্তর—তোমার যাহারা ভক্ত, তাহাদিগকে যখন তুমি

কত শত উৎকৃষ্ট পদ দান করিয়া থাক, তখন তোমার পদ নাই—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য ? অবশ্যই তোমার পদ আছে। (এখানে পদ শব্দটি শ্লেষে ব্যবহৃত হইয়াছে। "শ্লেষঃ স বাক্য একস্মিন্ যত্রানেকার্থতা ভবেৎ।" একই বাক্যে একই শব্দের অনেক অর্থ হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়। "পদং ব্যবসিত-ত্রাণ-স্থান-লক্ষ্মাঙ্ঘ্রি-বস্তুষু" পদ শব্দের অর্থ—ব্যবসায়, রক্ষা, স্থান, চিহ্ন, চরণ ও বস্তু। এখানে পদ ও পাদ শব্দ নির্ব্বিশেষেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং স্থান ও চরণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ভক্ত জনের পক্ষে পদ শব্দের অর্থ—ব্রহ্মলোকাদি উৎকৃষ্ট স্থান, এবং পদাঙ্কের পক্ষে পদ শব্দের অর্থ চরণ)। যে নির্ধন, সে যেমন কাহাকেও ধন দিতে পারে না ; সেইরূপ যে অপদ, সে কাহাকেও পদ দিতে পারে না। অতএব তুমি যখন পদ-দাতা, তখন নিশ্চয়ই তোমার পদ আছে। পদ যখন আছেই, তখন এক পদে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া 'পদদ্বয়' বলিলাম। বিশেষতঃ অনেককে যে ধন দান করে, তাহার যেমন অনেক ধন আছে বুঝিতে পারা যায় ; সেইরূপ অনেককে যে পদ দান করে, তাহার অনেক পদ আছে বুঝিতে হয়। অতএব তুমি যখন অনেক ভক্তকে পদ দান কর, তখন তোমার অনেক (অর্থাৎ দুইটি) পদ নিশ্চয়ই আছে। ২৬।

আরুহ্যাস্মদ্দ্বয়-মথবা গচ্ছ তুঙ্গং তুরঙ্গং
সৌরং তেজঃ সজল-জলদ-চ্ছায়য়া বারণীয়ম্।
বৃষ্টিং নৈব ত্বদুপরি করিষ্যত্যয়ং চণ্ডরশ্মিঃ
খেদাশঙ্কী সরসিজসখস্ত্বদ্ধ্বতাম্ভোরুহস্য ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—অথবা অস্মদ্দ্বয়ং তুঙ্গং তুরঙ্গম্ আরুহ্য গচ্ছ। সজলজলদচ্ছায়য়া

সৌরং তেজঃ বারণীয়ম্। সরসিজসখঃ অয়ং চণ্ডরশ্মিঃ ত্বদ্ধ্বাম্ভোরুহস্ত খেদাশঙ্কী (সন্) ত্বদুপরি বৃষ্টিং ন করিষ্যতি এব । * । টীকা ।—অথবা অস্মদ্ধৃদয়ম্ (অস্মন্মনোরূপং) তুঙ্গম্ (উচ্চং) তুরঙ্গম্ (অশ্বম্) আরুহ্য গচ্ছ । সজল-জলদচ্ছায়য়া সৌরং তেজঃ (সূর্য্যসম্বন্ধী তাপঃ) বারণীয়ম্। সরসিজসখঃ (পদ্মবন্ধুঃ) অয়ং চণ্ডরশ্মিঃ (সূর্য্যঃ) ত্বদ্ধৃতাম্ভোরুহস্ত (ত্বয়ি স্থিতস্ত পদ্মস্ত) খেদাশঙ্কী (পীড়াভীতঃ সন্) ত্বদুপরি বৃষ্টিং ন করিষ্যতি এব । * । ব্যাকরণম্ ।— ত্বদ্ধৃতেতি ধৃশও স্থিতৌ ইতি ধাতোঃ কর্ত্তরি ক্তঃ ।২৭।

অনুবাদ ।—আমাদের মনোরূপ উচ্চ অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন কর। সজল জলধরের ছায়ায় সূর্য্যের তেজ নিবারিত হইবে। পদ্মবন্ধু ওই সূর্য্য, তোমাতে স্থিত পদ্মের পীড়া হইবার আশঙ্কায়, তোমার উপরে বৃষ্টি করিবেনই না । ২৭ ।

ব্যাখ্যা ।—যদি বাস্তবিকই তোমার পদ না থাকে, অথবা যদি তুমি পরের জন্য পথশ্রম স্বীকার করিতে না চাও, তাহা হইলে আমার মনোরূপ উচ্চ অশ্ব তোমাকে দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া গমন কর। (রাধিকা উন্মাদিনী বলিয়া, ৬ষ্ঠ শ্লোকে যে বলিয়াছিলেন—মন কৃষ্ণের নিকটেই আছে, সে কথা এখন ভুলিয়া গিয়াছেন)। তুমি সৌন্দর্য্যময় বলিয়া প্রিয়, তাহাতে প্রিয়তম কৃষ্ণের চরণচিহ্ন বলিয়া প্রিয়তর, তদুপরি আমার দৌত্যকর্ম্মে প্রস্তুত হইয়াছ বলিয়া প্রিয়তম ; এই জন্যই তোমাকে মন সমর্পণ করিতেছি। সেই মন চঞ্চল, দুর্দম্য ও দ্রুতগামি বলিয়া তাহাকে 'অশ্ব' বলিলাম। এবং কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার পাইবার আশা করে বলিয়া 'উচ্চ' বলিলাম। আবার, আমার মন যখন সতত কৃষ্ণের দিকেই ধাবমান, তখন তাহাতে আরোহণ করিলে, তোমায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে গমনে কোনও প্রয়াস পাইতেও হইবে না। * । যদি বল—অশ্বারোহণে গমন করিলে পথশ্রম

হইবে না বটে ; কিন্তু রৌদ্রে ত কষ্ট পাইব ? উত্তর—রৌদ্রে তোমার কষ্ট হইবে না ; তোমাকে দেখিলেই আকাশে সজল জলধর-পটলের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে সূর্য্যকিরণ আচ্ছন্ন থাকিবে।"* । যদি বল—আমাকে দেখিলে জলধরের আবির্ভাব হইবে কেন ? উত্তর—আমার মনোরূপ অশ্ব যে উচ্চ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; তার পর নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তার ফলে তাহার রজঃ ও তমোগুণ অপসৃত হওয়ায় শুদ্ধ-সত্ত্বগুণেরই উদ্রেক হইয়াছে। সত্ত্বগুণ শুভ্রবর্ণ ; সুতরাং তাহারও শুভ্রবর্ণত্বই ঘটিয়াছে। এদিকে তুমিও বজ্র ধারণ করিয়াছ। এখন বুঝিয়া দেখ,—মেঘগণ ইন্দ্রের বাহন ; এই জন্য ইন্দ্রের একটি নাম 'মেঘবাহন'। ইন্দ্রও বজ্রধারণ করেন, এবং তাঁহার উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও উচ্চ ও শুভ্রবর্ণ। অতএব মেঘ সকল দূর হইতে তোমাকে স্বীয় প্রভু ইন্দ্র মনে করিয়া আদেশ প্রার্থনার জন্য অবশ্যই উপস্থিত হইবে। * । যদি বল—তুমি সজল জলধরের কথা বলিলে, তাহা হইতে বৃষ্টি হওয়াই সম্ভব ; সুতরাং আমাকে ত ভিজিতে হইবে, তাহার উপায় কি ? উত্তর—তোমাকে ভিজিতেও হইবে না। যেহেতু বৃষ্টির কর্ত্তা সূর্য্য। শ্রুতিতে বলে "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, এবং অন্ন হইতে প্রজা হয়। এদিকে সূর্য্য পদ্মের বন্ধু (সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রফুল্ল হয়, এবং সূর্য্যও স্বীয় কর দ্বারা অন্যের সন্তাপ জন্মাইলেও পদ্মকে প্রফুল্লই রাখেন ; এই জন্য কবিরা সূর্য্যকে পদ্মের বন্ধু বলিয়া থাকেন), বৃষ্টিজলে সেই পদ্মের অনিষ্ট হয় ; অতএব তোমাতে পদ্ম আছে দেখিয়া, পাছে তাহার কোন অনিষ্ট হয়—এই ভয়ে তিনি কখনই বৃষ্টি করিবেন না। ২৭।

এতেন স্যান্মধুপুরগতিঃ কেন মে পঙ্কিলোঽভূৎ
পন্থা নন্দব্রজকুলভুবাং লোচনাম্ভোভিরুচ্চৈঃ।
নো বা শুষ্কো হরিবিরহজোত্তাপতোঽপীন্দুবক্ত্রে
নিত্যোৎপত্তের্নয়নপয়সাং বাক্যমেতন্নিরস্তম্॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—এতেন—পন্থাঃ নন্দব্রজকুলভুবাং লোচনাম্ভোভিঃ উ[illegible] পঙ্কিলঃ অভূৎ, (হে) ইন্দুবক্ত্রে, নয়নপয়সাং নিত্যোৎপত্তেঃ হরিবিরহজোত্তাপতঃ অপি নো বা শুষ্কঃ, (অতঃ) কেন মে মধুপুরগতিঃ স্যাৎ—এতৎ বাক্যং নিরস্তম্। *।

টীকা।—এতেন (অশ্বারোহণপূর্ব্বক-গমনেন) পন্থাঃ (বৃন্দাবনস্থঃ মার্গঃ) নন্দব্রজকুলভুবাং (নন্দব্রজবাসিনীনাং গোপীনাং) লোচনাম্ভোভিঃ (কৃষ্ণবিরহজনিতৈঃ নয়নজলৈঃ) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) পঙ্কিলঃ অভূৎ; হে ইন্দ্রবক্ত্রে (হে বিধুমুখি), নয়নপয়সাং (তাসাং নেত্রজলানাং) নিত্যোৎপত্তেঃ (নিয়তোৎপত্তিহেতোঃ) হরিবিরহজোত্তাপতঃ (তাসাং বৃন্দাবনভূমের্বা কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিতেন উত্তাপেন করণেন) নো বা (ন চ) শুষ্কঃ, অতঃ কেন (কেন প্রকারেণ) মে (মম) মধুপুরগতিঃ স্যাৎ, এতৎ বাক্যং নিরস্তং (খণ্ডিতম্)।২৮।

অনুবাদ।—এতদ্দারা (অর্থাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন দ্বারা) তোমার এ কথারও খণ্ডন হইল যে,—(বৃন্দাবনের) পথ নন্দব্রজবাসিনীদিগের (কৃষ্ণবিরহজন্য) নয়নজলে অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে; এবং হে বিধুমুখি, (তাহাদের) নয়নজলের নিরন্তর উৎপত্তি হেতু (তাহাদের বা বৃন্দাবনভূমির) কৃষ্ণবিচ্ছেদজন্য উত্তাপেও (সে পথ) শুষ্ক হইতেছে না। অতএব কিরূপে আমার মথুরায় যাওয়া হয়?।২৮।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—গোপীরা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া নিরন্তর রোদন করিতেছে, তাহাদের সেই নয়নজলে বৃন্দাবনের পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। তাহাতে আমি বলিব—গোপীদিগের কৃষ্ণ-

বিরহজন্য নয়নজলে পথে কাদা হয় বটে; কিন্তু তাহাদের অথবা (কৃষ্ণবিরহে স্থাবর জঙ্গম সকলেই কাতর বলিয়া) বৃন্দাবনভূমির কৃষ্ণবিরহানলজন্য একটা যে উত্তাপ আছে, তাহাতে সে কাদা শুকাইয়াও যায়। এ কথায় আবার তুমি যদি বল—গোপীদের নয়নজল নিরন্তর নিপতিত হইতেছে বলিয়া তাহাই অধিক, তাহার তুলনায় সে উত্তাপ অল্প। অধিক জল ও অল্প উত্তাপ হইলে কর্দ্দম শুষ্ক হয় না। তাহাতে আমি বলিব—আমাদের উত্তাপে শুষ্ক না হউক, সূর্য্যের উত্তাপে ত শুষ্ক হইতে পারে? তাহাতে তুমি যদি বল—তুমি নিকটে আছ বলিয়া তোমাকেই আমি 'বিধুমুখী' বলিলাম; কিন্তু উহা উপলক্ষণমাত্র, সকল গোপীকেই আমি বিধুমুখী বলিয়াছি। বিধুর কিরণে সকল বস্তুই আর্দ্র হয়। তোমরা বৃন্দাবনে বাস করিতেছ বলিয়া তোমাদের বিধুমুখ বৃন্দাবনভূমির অতি সন্নিকটস্থ। অতএব বৃন্দাবনভূমি একে তোমাদের নয়ন-জলে কর্দ্দমাক্ত, তাহাতে অতিসন্নিকটস্থ ষোল-শ গোপীর ষোল-শ বিধুমুখের কিরণ দিবারাত্রি সমভাবে পাইয়া আর্দ্র রহিয়াছে; সুতরাং একা সূর্য্য লক্ষ-যোজন দূরে থাকিয়া এবং কেবলমাত্র দিবাভাগে উদিত হইয়া সে কর্দ্দম কি শুকাইতে পারেন? কখনই পারেন না। তবে আমি কিরূপে সে দুর্গম পথ দিয়া মথুরায় যাইব? উত্তর—আমি যখন তোমাকে অশ্বারোহণে যাইতে বলিতেছি, তখন আর তোমার ওরূপ আপত্তি খাটিবে না। যেহেতু যতই কাদা থাকুক, অশ্বারোহণে যাইলে তোমাকে সে কাদা ভাঙ্গিতে হইবে না।২৮।

অস্তিস্ত্রাভিস্তরণিতনয়া পীনতাং নৈব লব্ধা
গোপীভর্ত্তুর্বিরহ-দহনৈঃ প্রত্যুত ক্ষীণতাঞ্চ।

নোচেদেবং সলিলতরসা গোকুলে মাস্তু কিন্তু
প্রস্থানং তে কিল মধুপুরে নির্ব্বিরোধং ক্রমাঙ্ক ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।—তাভিঃ অদ্ভিঃ তরণিতনয়া পীনতাং ন লব্ধা এব, প্রত্যুত গোপী-ভর্ত্তুঃ বিরহদহনৈঃ ক্ষীণতাং চ (লব্ধা)।* এবং নো চেৎ, সলিলতরসা গোকুলে (তে প্রস্থানং) মা অস্তু ; কিন্তু (হে) ক্রমাঙ্ক, মধুপুরে তে প্রস্থানং কিল নির্ব্বিরোধম্।*। টীকা।—তাভিঃ অদ্ভিঃ (গোপীনয়নজৈঃ সলিলৈঃ) তরণিতনয়া (যমুনা) পীনতাং (স্থূলতাং, বৃদ্ধিঃ) ন লব্ধা (প্রাপ্তা) এব। প্রত্যুত (অপি-কন্তু) গোপীভর্ত্তুঃ (কৃষ্ণস্য) বিরহদহনৈঃ (বিচ্ছেদানলৈঃ) ক্ষীণতাং চ (কৃশতামেব, হ্রাসমেব) লব্ধা। এবং নো চেৎ (যমুনায়াঃ ক্ষীণতা [illegible] ন স্যাৎ [illegible]) সলিলত[illegible] (যমুনায়াঃ জলবেগেন হেতুনা) গোকুলে তে (তব) প্রস্থানং (গমনং) মা অস্তু (ন ভবতু); কি[illegible] হে ক্রমাঙ্ক (পদচিহ্ন), মধুপুরে (মথুরায়াং) তে (তব) প্রস্থানং (গমনং) কিল (নিশ্চিতং) নির্ব্বিরো[illegible] (অবিঘ্নং ভবতি)।*। ব্যাকরণম্।—লব্ধেতি গত্যর্থত্বাৎ (গত্যর্থপদেন গতি-জ্ঞা[illegible]প্রাপ্ত্যর্থানাং গ্রহণাচ্চ) কর্ত্তরি ক্তঃ। বিরহদহনৈরিতি প্রাবল্যাৎ গৌরবে বহুবচনম্।২৯।

অনুবাদ।—সেই (গোপীদিগের নেত্রোৎপন্ন) জলে যমুনা বৃদ্ধি পায় নাই, বরঞ্চ কৃষ্ণের প্রবল বিচ্ছেদানলে ক্ষীণতাই পাইয়াছে। আর যদি সেরূপ নাই হয় (অর্থাৎ যমুনা যদি ক্ষীণতা না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে, তাহা হইলে) হে পদাঙ্ক, তাহার জলবেগে গোকুলে তোমার যাওয়া না হউক, কিন্তু মথুরায় তোমার গমনে নিশ্চয়ই বাধা থাকিতেছে না।২৯।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—গোপীদিগের নয়নজল এত অধিক যে, বৃন্দাবন প্লাবিত করিয়া যমুনায় গিয়া পড়িতেছে। তাহাতে যমুনার জল বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং গোকুলে আমার কি প্রকারে যাওয়া হইবে? উত্তর যমুনার জল বাড়ে নাই, বরং

কমিয়াই গিয়াছে। যেহেতু তাহারও অন্তরে যে প্রবল কৃষ্ণ-বিচ্ছেদানল জ্বলিতেছে, তাহাতে সে পতিত জল এবং তাহার নিজের জলও শুকাইয়া যাইতেছে। *। যদি বল—বৃন্দাবন, গোকুল ও মথুরা—এই তিন স্থানই যমুনার তীরবর্ত্তি; কৃষ্ণ যদি গোকুলে বা মথুরায় থাকেন, তাহা হইলে ত যমুনার তীরেই আছেন। তবে যমুনার কৃষ্ণবিচ্ছেদ কিরূপে ঘটিল? উত্তর—গোকুলাংশে বা মথুরাংশে কৃষ্ণবিচ্ছেদ না ঘটুক, বৃন্দাবনাংশে ত ঘটিয়াছে? বিশেষতঃ বৃন্দাবন কৃষ্ণের কৈশোর-লীলার স্থান বলিয়া যমুনার বক্ষস্থলস্বরূপ। যদি কোনও ব্যক্তির বক্ষস্থলে জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করিয়া অন্যান্য অঙ্গে তুষার প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে সে শৈত্যানুভব করিতে পারে না, দাহযন্ত্রণাই অনুভব করিয়া থাকে। সেইরূপ যমুনার হৃদয়রূপ বৃন্দাবনাংশে প্রবল কৃষ্ণবিচ্ছেদানল প্রজ্বলিত হওয়ায় সে সেই যাতনাই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছে; অন্য কিয়দংশে কৃষ্ণমিলন-সুখ অনুভব করিতে পারিতেছে না। *। আর যদি বাস্তবিকই যমুনার কৃষ্ণবিচ্ছেদ না ঘটায় বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার গোকুলে যাওয়ারই ব্যাঘাত হইবে; মথুরায় যাওয়ার ত বাধা হইবে না? যেহেতু বৃন্দাবন ও মথুরা এক পারেই অবস্থিত। কৃষ্ণ মথুরাতেই নিশ্চয় আছেন; সুতরাং মথুরায় তোমার যাওয়া হইলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।২৯।

ক্ষীণৈবাস্তে তরণিতনয়া বস্তুতস্তদ্বিয়োগে
কা বা পীনা ভবতি বচনং কস্যচিন্নেতি যুক্তং।
গোপস্ত্রীণাং নয়নসলিলৈর্বর্দ্ধতে সা বিশীর্ণা
অন্যে নন্দব্রজপুরজনা নূনমিত্যর্থকং যৎ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—বস্তুতঃ তরণিতনয়া ক্ষীণা এব আস্তে। (যতঃ) তদ্বিয়োগে কা বা পীনা ভবতি। ইতি—সা গোপস্ত্রীণাং নয়নসলিলৈঃ বর্দ্ধতে, অন্তে নন্দব্রজপুরজনাঃ নূনং বিশীর্ণাঃ—ইত্যর্থকং যৎ কস্যচিৎ বচনং, (তৎ) ন যুক্তম্।

টীকা।—বস্তুতঃ তরণিতনয়া (যমুনা) ক্ষীণা এব আস্তে। যতঃ তদ্বিয়োগে (কৃষ্ণবিচ্ছেদে সতি) কা বা পীনা (স্থূলা) ভবতি (ন কাপীত্যর্থঃ)। ইতি (অস্মাদ্ধেতোঃ) "সা (যমুনা) গোপস্ত্রীণাং নয়নসলিলৈঃ বর্দ্ধতে, অন্তে নন্দব্রজপুরজনাঃ নূনং (নিশ্চিতং) বিশীর্ণাঃ (ক্ষীণাঃ সন্তি)" ইত্যর্থকং (এতদর্থযুক্তং) যৎ কস্যচিৎ বচনং, তৎ ন যুক্তং (সঙ্গতম্)। ৩০।

অনুবাদ।—বস্তুতঃ যমুনা ক্ষীণাই আছে। যেহেতু তাঁহার বিচ্ছেদে কে স্থূল হইতে পারে? এই হেতু, "যমুনা গোপীদিগের নয়নজলে বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর সমস্ত নন্দব্রজপুরের লোক ক্ষীণই আছে" এই অর্থের কাহারও যে একটি বচন আছে, তাহা সঙ্গত নহে। ৩০।

ব্যাখ্যা।—ফলতঃ তোমার গোকুলে যাওয়ারও বাধা ঘটিবে না। যেহেতু যমুনা ক্ষীণাই আছে, বৃদ্ধি পায় নাই। *। যদি বল—কৃষ্ণ মথুরায় গিয়া বৃন্দাবনের অবস্থা জানিবার জন্য যখন উদ্ধবকে পাঠাইয়াছিলেন, তখন উদ্ধব সমস্ত দেখিয়া গিয়া তাঁহার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে কোনও কবি যে বলিয়াছেন "শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে, মূকাঃ কোকিলপঙ্ক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি। সর্ব্বে ত্বদ্বিরহানলেন বিকলা গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ, কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়নানেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে॥" গোবংশসমূহ শীর্ণকায় হইয়াছে, অন্য পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে গমন করে না, কোকিলেরা মূক (বোবা) হইয়াছে, ময়ূরকুল ব্যাকুল হইয়া আর নৃত্য করে না। হে গোবিন্দ, তোমার বিচ্ছেদানলে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনবাসী সকলেই ক্ষীণতা প্রাপ্ত

হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র যমুনা হরিণনয়না গোপীদিগের নয়নজলে বৃদ্ধি পাইতেছে।" উত্তর—তাঁহার সে কথা সঙ্গত নহে। কেন না, কৃষ্ণবিচ্ছেদে কেহ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। যেহেতু তিনি দেহিমাত্রেরই আত্মা (৩৪ পৃঃ ৪—১১ পং)। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে দেহ শব হয়। শবদেহ কি কখনও বৃদ্ধি পায়?—দিন দিন ক্ষীণই হইতে থাকে।৩০।

সামগ্রী চেন্ন:ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং
তত্ত্বং গোপীনয়নসলিলে কেবলেঽপ্যাস্তি মৈবম্।
উৎকণ্ঠায়াং হৃদি ন কুরুতে কারণানাং সহস্রং
লক্ষং বাপি ক্ষণমপি যতঃ পীবরত্বং জনানাম্ ॥৩১॥
তস্মাত্তস্যা বিরতিরথবা হেতুরন্যাদৃশোঽস্যা
ন স্যাদেব ক্বচিদপি ফলং কারণাসন্নিধানে।
নষ্টে হেতৌ প্রভবতি কুতঃ কার্যমিত্যপ্যযুক্তং
যাগেঽপূর্ব্বাদিব জনকতা দ্বারতস্তস্য সিদ্ধা ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।—চেৎ সামগ্রী (স্যাৎ, তদা) ফলবিরহঃ ন (স্যাৎ) ইতি ব্যাপ্তিঃ এব তত্ত্বম্। তত্ত্বম্ অপি কেবলে গোপীনয়নসলিলে অস্তি, এবং মা। যতঃ হৃদি উৎকণ্ঠায়াং (সত্যাং) কারণানাং সহস্রং লক্ষম্ অপি বা ক্ষণম্ অপি জনানাং পীবরত্বং ন কুরুতে।৩১। তস্মাৎ তস্যাঃ বিরতিঃ অথবা অন্যাদৃশঃ (কশ্চিৎ) অস্যাঃ হেতুঃ (অস্তি)। (যতঃ) কারণাসন্নিধানে (সতি) ক্বচিৎ অপি ফলং ন স্যাৎ এব। হেতৌ নষ্টে (সতি) কুতঃ কার্য্যং প্রভবতি, ইতি অপি অযুক্তম্। যতঃ যাগে অপূর্ব্বাৎ ইব, দ্বারতঃ তস্য জনকতা সিদ্ধা।৩২।* টীকা।—চেৎ (যদি) সামগ্রী (কারণকলাপঃ) স্যাৎ, তদা ফলবিরহঃ (কার্য্যাভাবঃ) ন স্যাৎ (কার্য্যং ভবত্যেব ইত্যর্থঃ) ইতি ব্যাপ্তিঃ (নিয়মঃ) এব তত্ত্বং (সত্যম্)।

তত্ত্বম্ অপি (সামগ্রীত্বং চ) কেবলে (একমাত্রে) গোপীনয়নসলিলে অস্তি, এবং মা (এবং মাং জ্ঞয়াঃ ইত্যর্থঃ)। যতঃ (যস্মাদ্ধেতোঃ) হৃদি, উৎকণ্ঠায়াং সত্যাং কারণানাং সহস্রং লক্ষম্ অপি বা ক্ষণম্ অপি জনানাং পীবরত্বং (পীনতাং) ন কুরুতে (ন জনয়তি)। ৩১। তস্মাৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) তস্যাঃ (উৎকণ্ঠায়াঃ) বিরতিঃ (অভাবঃ) অথবা অন্যাদৃশঃ (অন্যবিধঃ কশ্চিৎ) অস্যাঃ (পীনতায়াঃ) হেতুঃ (কারণম্) অস্তি। যতঃ কারণাসন্নিধানে (কারণস্য অসদ্ভাবে সতি) ক্বচিদপি ফলং (কার্য্যং) ন স্যাৎ এব। হেতৌ (কারণে) নষ্টে সতি কুতঃ (কস্মাৎ) কার্য্যং প্রভবতি (উৎপদ্যতে) ইতি অপি (এতৎ আশঙ্কনমপি) অযুক্তং (অনুচিতম্)। যাগে (অশ্বমেধাদিযজ্ঞে নষ্টে সতি) অপূর্ব্বাৎ ইব (পুণ্যরূপাৎ অদৃষ্টাৎ ইব, অদৃষ্টাদ্ধেতোঃ যথা নষ্টযাগস্য স্বর্গাদিকারণতা সিদ্ধা তথা ইত্যর্থঃ) দ্বারতঃ (সংস্কারাদ্ধেতোঃ) তস্য (নষ্টস্য হেতোঃ) জনকতা (কারণতা) সিদ্ধা (সম্পন্না)। ৩২। ব্যাকরণম্।—সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যং, স্ত্রিয়াং সামগ্রীতি। প্রথমং তত্ত্বং সত্যার্থকং, দ্বিতীয়ং তত্ত্বং তস্য ভাব ইতি ত্বপ্রত্যয়নিষ্পন্নম্। ৩১।৩২।

অনুবাদ।—যদি সামগ্রী (অর্থাৎ কারণকলাপ) থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের অভাব হয় না (অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে) এই নিয়মই সত্য। সে তত্ত্ব অর্থাৎ সামগ্রীত্ব যে একমাত্র গোপীদিগের নয়নজলে আছে, তাহা নহে। যেহেতু মনে উৎকণ্ঠা থাকিলে সহস্র বা লক্ষ কারণও ক্ষণকালের জন্যও লোকের স্থূলতা জন্মাইতে পারে না। ৩১। সেই হেতু উৎকণ্ঠার অভাব স্থূলতার একটি কারণ; অথবা অন্য প্রকার কোনও কারণ আছে। কারণের অভাবে কোথাও কার্য্য হয়ই না। (কোনও কোনও স্থলে) কারণ নষ্ট হইলেও তবে কি হইতে কার্য্য হয়?—এরূপ আশঙ্কা করাও অনুচিত। যেহেতু যাগ নষ্ট হইলে অপূর্ব্ব হেতু যেমন তাহার কারণতা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ (ঐ ঐ)[১] কারণ নষ্ট হইলে সংস্কাররূপ দ্বার হেতু তাহার কারণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩২।

ব্যাখ্যা।—কারণ ত্রিবিধ—"সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্। এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈ-স্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্॥ যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সমবায়ি জনকং তৎ। তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়-মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥" সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যাহার সমবায়ে (অর্থাৎ যাহার সঙ্গে সঙ্গে) কার্য্য হয়, তাহা সমবায়ি কারণ; সমবায়ি কারণের সন্নিহিত (অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি) কারণকে অসমবায়ি কারণ বলে; এবং তদ্ভিন্ন যে কারণ, তাহা নিমিত্ত কারণ (নিমিত্ত কারণ অনেক হইতে পারে)। যেমন—শস্য একটি কার্য্য। তাহার সমবায়ি কারণ বীজ, অসমবায়ি কারণ ভূমি-সংযোগ, এবং নিমিত্ত কারণ ভূমি, হল, বৃষ, কৃষক, জল ইত্যাদি। উক্ত সমুদায় কারণের সমষ্টিকে সামগ্রী বলে। সামগ্রী না থাকিলে কার্য্য হয় না। যেমন ভূমিসংযোগ না হইলে কেবল বীজ হইতে শস্য হয় না; আবার ভূমি না থাকিলে ভূমিসংযোগ হইতে পারে না; কর্ষণ না হইলে কেবল ভূমিসংযোগেও শস্য হয় না; আবার হল, বৃষ ও কৃষক না থাকিলে কর্ষণও হইতে পারে না; তাহাতে আবার জলও আবশ্যক। উক্ত সমস্ত কারণগুলি থাকিলে তবে শস্য উৎপন্ন হয়; উহাদের মধ্যে কোনওটির অভাব হইলে হয় না। আবার ঐ সমস্ত কারণ সত্ত্বেও যদি প্রচণ্ড রৌদ্র হয়, তাহা হইলেও শস্য জন্মে না। অতএব প্রচণ্ড রৌদ্রের অভাবকেও শস্যের অন্যতম নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। সেইরূপ গোপীদিগের নয়নজল যমুনার পীনতার সমবায়ি কারণ বটে; কিন্তু একমাত্র নয়নজল ত' কারণ-কলাপ নহে। আবার উক্ত নয়নজলের সহিত যদিও অন্যান্য সহস্র বা লক্ষ কারণ থাকে, তথাপি যাহার হৃদয়ে

উৎকণ্ঠা আছে, ঐ সমস্ত কারণ মিলিয়াও তাহার পীনতা জন্মাইতে পারে না।৩১। অতএব উৎকণ্ঠার অভাবকেও অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং যমুনার হৃদয়ে যখন কৃষ্ণবিরহজন্য উৎকণ্ঠা রহিয়াছে, তখন তাহার পীনতা সম্ভব নহে। আর যদি যমুনার পীনতাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তাহার হৃদয়ে উৎকণ্ঠা নাই, না হয় ত এমন কোনও অন্যবিধ কারণ আছে, যাহাতে উৎকণ্ঠা কোনও কার্য্যকরী হইতে পারে না। কারণের অসদ্ভাবে যখন কার্য্য হয় না, তখন উক্তরূপ কারণদ্বয়ের মধ্যে কোনও একটি কারণ স্বীকার করিতেই হইবে।*। যদি বল—কারণের অসদ্ভাবে কার্য্য হয়ই না বলিতেছ, তবে কোথাও কোথাও সেরূপ হয় কিরূপে? এই দেখ, স্মরণ একটি কার্য্য, তাহার কারণ অনুভব (যেহেতু যাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায়, তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে)। কিন্তু আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে পর্ব্বত দেখিয়াছি (অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়াছি), আজ তাহা স্মরণ করিতেছি। দর্শনকার্য্য যখনই শেষ হইয়াছে, তখনই অনুভবও নষ্ট হইয়াছে। অতএব দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অনুভবরূপ কারণ নষ্ট হইয়াছে, আজ তাহার স্মরণরূপ কার্য্য কিরূপে হইতেছে? উত্তর—এরূপ আশঙ্কা করা তোমার অনুচিত। যেহেতু যে সময় তুমি অনুভব করিয়াছ, তৎক্ষণাৎ তোমার একটি সংস্কার জন্মিয়াছে। সেই সংস্কার তোমার আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই হেতুই তোমার আজ স্মরণ হইতেছে। অতএব স্মরণের কারণ সংস্কার, এবং সংস্কারের কারণ অনুভব। সুতরাং সংস্কারকে স্মরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এবং অনুভবকে উহার পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ বলিয়া জানিবে। এই

জন্যই নৈয়ায়িকেরা সংস্কার উপলক্ষে বলেন "স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়া-মপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে।" স্মরণে ও প্রত্যভিজ্ঞানে সংস্কারকেই কারণ বলা হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ—"যাগ করিলে স্বর্গ হয়" এই বেদবাক্যে বিশ্বাস করিয়া কোনও ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর বয়সে যজ্ঞ করিল। দক্ষিণান্তেই সে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া গেল। তার পর একশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ হইল। এই স্বর্গফলের কারণ যে যজ্ঞ, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ নহে; কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ। যজ্ঞের পরক্ষণেই একটি অপূর্ব্ব (অর্থাৎ অদৃষ্ট বা পুণ্য) জন্মিয়া স্বর্গলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে; সেই অপূর্ব্বই স্বর্গলাভের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ এই জন্য শ্রুতি বলেন "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।" অতিশয় অর্থাৎ অপূর্ব্ব ব্যতিরেকে বহুকাল-নষ্ট কর্ম্ম ফলজননে সমর্থ হয় না। তাই বলিতেছি যে, কারণের অসদ্ভাবে কোথাও কোনও কার্য্যই হয় না। সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে কোনও না কোনও কারণ বর্ত্তমান থাকিবেই।৩২।

> ক্লেশোঽস্মাকং মলয়পবনৈর্মূর্চ্ছয়া চোপকার-
> স্তস্মাৎ সর্ব্বং কিল বিধিকৃতং কারণং কারণং ন।
> অম্ভোজানা-মমৃতকিরণ-জ্যোতিষা ম্লানিরুচ্চৈ-
> রুগ্রজ্যোতিঃকিরণমিলনাজ্জায়তে চ প্রকাশঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—অস্মাকং মলয়পবনৈঃ ক্লেশঃ, মূর্চ্ছয়া চ উপকারঃ। তস্মাৎ বিধি-কৃতং সর্ব্বং কারণং কিল কারণং ন। অম্ভোজানাম্ অমৃতকিরণজ্যোতিষা ম্লানিঃ, উচ্চৈরুগ্রজ্যোতিঃকিরণমিলনাৎ চ প্রকাশঃ জায়তে। *। টীকা।—অস্মাকং মলয়পবনৈঃ ক্লেশঃ মূর্চ্ছয়া চ উপকারঃ (ইদানীং ভবতীতি শেষঃ); তস্মাৎ (তেন হেতুনা) বিধিকৃতং সর্ব্বং কারণং কিল (নিশ্চিতং) কারণং ন

(প্রকৃতঃ কারণং ন ভবতি)। অম্ভোজানাং (পদ্মানাম্) অমৃতকিরণজ্যোতিষা (সুধাংশুপ্রভয়া) গ্লানিঃ (শোষো ভবতি), উচ্চৈরুগ্রজ্যোতিঃকিরণমিলনাৎ (অত্যন্তপ্রখরতেজসঃ সূর্য্যস্য করস্পর্শাৎ) চ প্রকাশঃ (প্রফুল্লতা) জায়তে (ভবতি) ॥৩৩॥

অনুবাদ।—আমাদের মলয়পবনে কষ্ট, এবং মূর্চ্ছায় উপকার হইতেছে। সেই হেতু বিধিকৃত সমস্ত কারণই প্রকৃত কারণ নহে। চন্দ্রকিরণে পদ্মসমূহ শুকাইয়া যায়, এবং অত্যন্ত প্রখরকিরণশালী সূর্য্যের করস্পর্শে তাহাদের প্রফুল্লতা জন্মে।৩৩।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—অন্য জলের সংযোগে নদীর জল বৃদ্ধি পায়, ইহা বিধাতার নিয়ম। সুতরাং যমুনার বৃদ্ধিপক্ষে গোপী-দিগের নয়নজলই বিধিকৃত কারণ; উৎকণ্ঠাবিরহাদি বিধিকৃত কারণ নহে। বিধিকৃত কারণই প্রবল বলিয়া তদনুসারে যমুনার বৃদ্ধি হওয়াই নিশ্চিত। উত্তর—বিধিকৃত যে সমস্ত কারণ আছে, তন্মধ্যে সকলগুলিই যে প্রকৃত কারণ, তাহা নহে। দেখ বিধির নিয়মে মলয়পবনে সুখোদয় হয় এবং মূর্চ্ছায় অনুপকার হইয়া থাকে; কিন্তু মলয়পবন (কামোদ্দীপক বলিয়া) আমাদের অসুখের কারণ হইতেছে, এবং মূর্চ্ছায় (সকল কষ্ট ভুলিয়া যাই বলিয়া) উপকার হইতেছে।*। যদি বল—এখনই যেন কৃষ্ণবিরহে তোমাদের পক্ষে মলয়পবন ও মূর্চ্ছা বিপরীত স্বভাব ধারণ করিয়াছে; পূর্ব্বে ত উহারা বিধি-নিয়মেই তোমাদের প্রতিও কার্য্য করিত অর্থাৎ কৃষ্ণসম্মিলনসময়ে মলয়পবনে তোমাদের সুখ এবং মূর্চ্ছায় অনিষ্ট হইত। তবে আর বিধিকৃত কারণের কারণত্বে বাধা কোথায়? উত্তর—বিধির নিয়মে স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রফুল্লতার কারণ, এবং প্রখর জ্যোতি শুষ্কতার কারণ; কিন্তু দেখ, পদ্ম চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে শুষ্ক হয়, এবং সূর্য্যের প্রখর

জ্যোতিতে প্রফুল্ল হয়। তাই বলিতেছি যে, বিবিক্ত কারণের সর্ব্বত্র কারণত্ব নাই; অতএব গোপীদিগের নয়নজলে যমুনার জল বৃদ্ধি হয় নাই।৩৩।

স্ত্রীভিঃ প্রেম প্রিয়তমগতং নৈব শক্যং বিহাতুং
যাচেঽতস্ত্বাং কিল মধুপুরী-চঙ্ক্রমায় ক্রমাঙ্ক।
দগ্ধেনাপি ব্যথিতহৃদয়া পঞ্চবাণেন বাণৈঃ
ক্রূরৈরুচ্চৈর্মদনরমণী তৎকৃতে রোদিতি স্ম ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীভিঃ প্রিয়তমগতং প্রেম বিহাতুং নৈব শক্যম্। অতঃ কিল (হে) ক্রমাঙ্ক, ত্বাং মধুপুরীচঙ্ক্রমায় যাচে। দগ্ধেন পঞ্চবাণেন ক্রূরৈঃ বাণৈঃ ব্যথিতহৃদয়া অপি মদনরমণী তৎকৃতে উচ্চৈঃ রোদিতি স্ম।*। টীকা।—স্ত্রীভিঃ প্রিয়তমগতং (পত্যুরুপরি পতিতং) প্রেম বিহাতুং (ত্যক্তুং) নৈব শক্যম্। অতঃ কিল (অস্মাদ্ধেতোরেব) হে ক্রমাঙ্ক (পদচিহ্ন) ত্বাং মধুপুরীচঙ্ক্রমায় (মথুরাগমনায়) যাচে (অহং প্রার্থয়ে)। দগ্ধেন (হরকোপানলেন ভস্মীকৃতেন) পঞ্চবাণেন (মদনেন) ক্রূরৈঃ (নিষ্ঠুরৈঃ) বাণৈঃ ব্যথিতহৃদয়া অপি মদনরমণী (রতিঃ) তৎকৃতে (তন্নিমিত্তং, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) রোদিতি স্ম।*। ব্যাকরণম্।—ব্যথিতেতি থিজন্তাৎ ব্যথধাতোঃ কর্ম্মণি ক্তঃ, পঞ্চবাণেনেতি কর্ত্তরি তৃতীয়া, বাণৈরিতি করণে তৃতীয়া। ৩৪।

অনুবাদ।—স্ত্রীলোকে প্রিয়তমের উপর পতিত প্রেম ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব, হে পদাঙ্ক, তোমাকে মথুরায় যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। হরকোপানলে দগ্ধ মদন, নিষ্ঠুর শরসমূহ দ্বারা, হৃদয়ে ব্যথা দিলেও রতি তাহাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত রোদন করিয়াছিল। ৩৪।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—কৃষ্ণ নিতান্তই দুর্জ্জন, সেই জন্য তোমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তোমরা তাঁহাকে আর ভালবাসিও না এবং আমাকেও সেখানে পাঠাইও না। উত্তর—

পুরুষে পত্নীপ্রেম পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, স্ত্রীলোকে পতিপ্রেম পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্যই তোমাকে যাইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—মদন যখন হর-কোপানলে ভস্ম হইল, তখন সে রতিকে পঞ্চবাণে ব্যথা দিয়াছিল (অর্থাৎ রতি তৎকৃত সম্ভোগসুখ স্মরণ করিয়া, অতঃপর আর সে সুখ পাইব না বলিয়া কাতরা হইয়াছিল)। সে বাণগুলা আবার এমন নিষ্ঠুর যে, লোককে একবারে মারে না, দশ দশা ঘটাইয়া দগ্ধিয়া মারে। কিন্তু রতি তথাপি মদনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কতই রোদন করিয়াছিল। অতএব যে মদন এত দুর্জ্জন যে, নিজে দগ্ধ হইয়াও রতিকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে নাই, সেই মদনের প্রতি রতি যখন ভালবাসা ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং তাহাকে পাইবার জন্য যখন সেরূপ ব্যাকুলা হইয়াছিল, তখন আমরা কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা কিরূপে ত্যাগ করিব এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য কেন না ব্যাকুলা হইব? কৃষ্ণ ত মদনের মত দুর্জ্জন নহেন। যেহেতু তিনি আমাদিগকে বাণবিদ্ধও করেন নাই, এবং মধ্যে মধ্যে দূত পাঠাইয়া আমাদের সংবাদও লইয়া থাকেন। ৩৪।

আস্তে চিত্তে কিল কলয়িতুং বাসনা শম্বরারে-
রেকৈকেন ব্রজকুলবধূপ্রাণমেকৈকমঙ্ক।
বাণেনাতঃ সতত-মতনুর্জাতকোপাহিতুল্যৈঃ
ক্রূরৈরস্মান্ দহতি কুসুমৈঃ সায়কৈঃ পঞ্চসংখ্যৈঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ।—(হে) অঙ্ক, শম্বরারেঃ চিত্তে কিল একৈকেন বাণেন একৈকং ব্রজকুলবধূপ্রাণং কলয়িতুং বাসনা আস্তে। অতঃ অতনুঃ জাতকোপাহিতুল্যৈঃ ক্রূরৈঃ পঞ্চসংখ্যৈঃ কুসুমৈঃ সায়কৈঃ অস্মান্ সততং দহতি।* টীকা।—হে অঙ্ক (চিহ্ন), শম্বরারেঃ (মদনস্য) চিত্তে (মনসি) কিল (নিশ্চিতম্)

একৈকেন (বাণেন) একৈকং ব্রজকুলবধূপ্রাণং কলয়িতুং (গ্রহীতুং) বাসনা আস্তে (বর্ত্ততে)। অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) অতনুঃ (অনঙ্গঃ—মদনঃ) জাতকোপাহি-তুল্যৈঃ (কুপিত-বিষধর-সদৃশৈঃ) ক্রূরৈঃ (নিষ্ঠুরৈঃ) পঞ্চসংখ্যৈঃ কুসুমৈঃ সায়কৈঃ (পুষ্পবাণৈঃ) অস্মান্ সততং দহতি। *। ব্যাকরণম্।—প্রাণশব্দস্য নিত্য-বহুবচনত্বেঽপি একৈকেতি বিশেষণোপাদানাৎ একত্বম্। ৩৫।

অনুবাদ।—হে পদাঙ্ক, মদনের মনে—এক একটি বাণ দ্বারা ব্রজকুলবধূদিগের এক একটি প্রাণ লইবার ইচ্ছাই আছে। এই হেতু সেই অনঙ্গ মদন, কুপিত বিষধরের তুল্য নিষ্ঠুর পঞ্চসংখ্যক পুষ্পরূপ বাণে, আমাদিগকে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে। ৩৫।

ব্যাখ্যা।—এখন কৃষ্ণকে জানাইবার জন্য আমাদের ক্লেশের কথা তোমাকে বলিতেছি। মানুষের পাঁচটি প্রাণ, যথা—"প্রাণোঽপনঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। শরীরস্থা অমী—।" প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। মদনেরও পাঁচটি ফুলে পাঁচটি বাণ। পাঁচটি ফুল যথা—"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥" পদ্ম, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। ঐ পাঁচটি ফুলের অভ্যন্তরে যে পাঁচটি বাণ আছে, তাহাদের নাম যথা—"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণ-স্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" সম্মো-হন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। সেই পাঁচটি বাণের এক একটি বাণ দ্বারা আমাদের পাঁচটি প্রাণের এক একটিকে লইতে তাহার বাসনা আছে; সেই জন্য সে আমাদের প্রতি এক সময়েই পঞ্চবাণ প্রয়োগ করিতেছে। তাহার বাণগুলা কুপিত সর্পের ন্যায় নিষ্ঠুর বলায় তোমার নিকট আমার এ প্রার্থনাও করা হইতেছে যে, তোমার সহোদর চিহ্ন যেরূপ ভয়ঙ্কর কালিয়-সর্প

হইতে গোপবালক প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ কৃষ্ণকে আনিয়া দিয়া মদনবাণরূপ সর্প হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। মদনকে 'অনঙ্গ' বলিয়া ইহাও জানাইতেছি যে, সে মহাদেবের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া ভস্মীভূত হইয়া অনঙ্গ হইয়াছে বলিয়া তাহার ক্রোধও বাড়িয়াছে এবং বলও বাড়িয়াছে। যেহেতু যে ব্যক্তি কোনও কার্য্য করিতে গিয়া, বিফল-প্রযত্ন হয়, তাহার তাহাতে ক্রোধের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, এবং জল বায়ু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া "নিরাকারের বল বেশী" বলিয়া একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে। ৩৫।

যল্লোকানা-মপকৃতিভয়াৎ কালকূটোঽপি পীত-
স্তানেবায়ং দহতি গরলৈস্তাদৃশৈরাচিতেন।
বাণেনেতি ত্রিপুররিপুণা জাতকোপেন দগ্ধো
নেত্রোত্থেন প্রবলশিখিনা নির্দ্দয়ং শম্বরারিঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—যল্লোকানাম্ অপকৃতিভয়াৎ কালকূটঃ অপি (ময়া) পীতঃ, অয়ং তাদৃশৈঃ গরলৈঃ আচিতেন বাণেন তান্ এব দহতি। ইতি ত্রিপুররিপুণা জাতকোপেন (সতা) নেত্রোত্থেন প্রবলশিখিনা শম্বরারিঃ নির্দ্দয়ং দগ্ধঃ। *।

টীকা।—যল্লোকানাং (যেষাং লোকানাম্) অপকৃতিভয়াৎ কালকূটঃ (কাল-কূটাখ্যং প্রবলং বিষম্) অপি ময়া পীতঃ, অয়ং (মদনঃ) তাদৃশৈঃ (কালকূটসদৃশৈঃ) গরলৈঃ আচিতেন (ব্যাপ্তেন) বাণেন তান্ এব (লোকান্) দহতি, ইতি (ইতি মত্বা) ত্রিপুররিপুণা (শিবেন) জাতকোপেন সতা নেত্রোত্থেন (ললাট-লোচন-সমুদ্ভূতেন) প্রবলশিখিনা (প্রবলেন বহ্নিনা) শম্বরারিঃ (মদনঃ) নির্দ্দয়ং দগ্ধঃ। ৩৬।

অনুবাদ।—যে-সকল লোকের অপকার-ভয়ে আমি কালকূট বিষও পান করিলাম, এই মদন তাদৃশ অর্থাৎ কালকূটসদৃশ,

বিষে পরিব্যাপ্ত বাণ দ্বারা তাহাদিগকেই দগ্ধ করিতেছে। এই মনে করিয়া ত্রিপুরারি মহাদেব নেত্রোত্থিত প্রবল অগ্নি দ্বারা মদনকে নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ৩৬।

ব্যাখ্যা।—মদন অত্যন্ত দুর্জ্জন বলিয়াই অনঙ্গ হইয়াছিল। যেহেতু সমুদ্রমন্থনে যখন কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল, তখন তাহার প্রভাবে জগৎ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পরম কারুণিক মহাদেব, পাছে জগদ্বাসী লোকের কোনও অনিষ্ট হয়, এই ভাবিয়া সেই বিষ পান করিয়াছিলেন। তার পর মদন তাদৃশ-বিষ-লিপ্ত স্বীয় বাণে সেই জগদ্বাসী লোকদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া তিনি স্বীয় কোপানলে তাহাকে নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করিলেন। যিনি পরম দয়ালু, তিনি যাহাকে নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করিলেন, সে কিরূপ দুর্জ্জন, তাহা ভাবিয়া দেখ। এবং যাহারা দুর্জ্জন হয়, তাহারা মরিয়াও লোককে মারিয়া থাকে। অতএব সেই হইতে মদন যাহাদের জন্য নিজে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছে; এবং সেই কারণে সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে এরূপে দগ্ধ করিতেছে। তাদৃশ দুর্জ্জন লোকে আমাদিগকে কিরূপ কষ্ট দিতেছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। ৩৬।

নৈবং ন্যূনঃ সগরজ-গরঃ শঙ্করারেঃ শরস্য
ব্রহ্মাদীনা-ময়মপি যতো ধৈর্য্যবিধ্বংসহেতুঃ।
এতদ্বাক্যং গিরিশচরণৈঃ খণ্ডিতং পণ্ডিতাদ্যৈ-
রস্যাসঙ্গাদ্ ব্যথিতহৃদয়ৈর্নির্দ্দয়ং দগ্ধকামৈঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—যতঃ অয়ম্ অপি ব্রহ্মাদীনাং ধৈর্য্যবিধ্বংসহেতুঃ, এবং সগরজগরঃ শঙ্করারেঃ শরস্য ন ন্যূনঃ, এতৎ বাক্যং পণ্ডিতাদ্যৈঃ গিরিশচরণৈঃ অস্য আসঙ্গাৎ

ব্যথিতহৃদয়ৈঃ (অতএব) নির্দ্দয়ং দগ্ধকামৈঃ (সদ্ভিঃ) খণ্ডিতম্ ।*। টীকা ।—যতঃ (যস্মাদ্ধেতোঃ) অয়ং (সগরজ-গরঃ কালকূটঃ) অপি ব্রহ্মাদীনাং ধৈর্য্য-বিধ্বংসহেতুঃ (ধৈর্য্যচ্যুতিকারণং ভবতি)। এবম্ (অনেন প্রকারেণ) সগরজ-গরঃ (সাগরেভ্যঃ সগরপুত্রেভ্যো জাতঃ সগরজঃ সাগরঃ, তস্য গরঃ সগরজগরঃ, সাগরোদ্ভূতঃ কালকূটঃ) শম্বরারেঃ (মদনস্য) শরস্য ন ন্যূনঃ (ন হীনঃ, তুল্য ইত্যর্থঃ)। এতৎ বাক্যং পণ্ডিতাদ্যৈঃ (পণ্ডিতশ্রেষ্ঠৈঃ) গিরিশচরণৈঃ (গৌরবে চরণশব্দস্য বহুবচনবিভক্তেশ্চ প্রয়োগঃ—গিরিশেন ইত্যর্থঃ) অস্য (মদনশরস্য) আসঙ্গাৎ (ঈষৎ স্পর্শাৎ) ব্যথিতহৃদয়ৈঃ (কাতরচিত্তৈঃ) অতএব নির্দ্দয়ং (নিষ্ঠুরং যথা স্যাৎ তথা) দগ্ধকামৈঃ (দগ্ধঃ কামো যৈঃ তৈঃ সদ্ভিঃ) খণ্ডিতং (নিরস্তম্) ।*। ব্যাকরণম্ ।—নকারস্য ন্যূনশব্দেন সহ [illegible] ন ন্যূন ইত্যস্য তুল্যার্থত্বাৎ শরস্যেতি ষষ্ঠী । ৩৭ ।

অনুবাদ ।—এই সাগরোৎপন্ন কালকূট বিষও যখন ব্রহ্মাদির ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়াছে, তখন উহা মদনের বাণ অপেক্ষা হীন নহে, অর্থাৎ মদনবাণেরই তুল্য ।—এই কথা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহাদেব, মদনবাণের ঈষৎ স্পর্শে ব্যথিতচিত্ত হইয়া এবং নির্দ্দয়-রূপে মদনকে দগ্ধ করিয়া, খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ।—লোকে বলে যে, কালকূট বিষ মদনবাণেরই সদৃশ । যেহেতু মদনবাণও যেমন ব্রহ্মাদির ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়াছিল (অর্থাৎ মদনবাণে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মা আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, মহাদেব মোহিনীরূপধারী বিষ্ণুর প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন ইত্যাদি), কালকূট বিষও সেইরূপ তাঁহাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাইয়াছিল (অর্থাৎ সেই বিষের প্রভাবে জগৎ নষ্ট হইল ভাবিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন)।—এই কথাটি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহাদেব খণ্ডন করিয়াছেন। প্রচলিত বাক্য খণ্ডন করিতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। মহাদেব উক্ত প্রচলিত

বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিলাম।* যদি বল—কিরূপে তিনি উক্ত বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন? উত্তর—তিনি কালকূট বিষ পান করিয়া অনায়াসেই জীর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, মদন তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে নাই, নিক্ষেপ করিবে বলিয়া ধনুতে যোগ করিয়াছিল মাত্র; সেই বাণের বাতাস লাগিয়াই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল; এবং এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দয়াবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া তাহাকে নির্দ্দয়রূপে দগ্ধ করিয়া তবে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়া দেখ, যে বাণ কালকূট বিষ অপেক্ষাও অধিক পরাক্রান্ত, সেই বাণে আমাদের কি পর্য্যন্ত কষ্টভোগ হইতেছে।৩৭।

উত্তাপোঽয়ং মদনজনিতো বর্দ্ধতে নিত্যমুচ্চৈ-
র্বৃন্দারণ্যে বসতিরধুনা কেবলং দুঃখহেতুঃ।
কিঞ্চাস্মাকং নয়নসলিলৈর্বর্দ্ধতে চেন্নদীয়ং
কেন স্থেয়ং দ্রুতগতিজলৈ-রাচিতে কুঞ্জমধ্যে ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ।—অয়ং মদনজনিতঃ উত্তাপঃ নিত্যম্ উচ্চৈঃ বর্দ্ধতে। (অতঃ) অধুনা বৃন্দারণ্যে বসতিঃ কেবলং দুঃখহেতুঃ। কিঞ্চ চেৎ ইয়ং নদী অস্মাকং নয়নসলিলৈঃ বর্দ্ধতে, (তদা) দ্রুতগতিজলৈঃ আচিতে কুঞ্জমধ্যে কেন স্থেয়ম্।*।

টীকা।—অয়ং মদনজনিতঃ উত্তাপঃ নিত্যম্ (অনুক্ষণম্) উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) বর্দ্ধতে। অতো হেতোঃ অধুনা (ইদানীং) বৃন্দারণ্যে বসতিঃ (বাসঃ) কেবলং (সুখলেশসম্পর্করহিতং যথা স্যাৎ তথা) দুঃখহেতুঃ (দুঃখকারণং ভবতি) কিঞ্চ (অপিচ) চেৎ (যদি) ইয়ং নদী (যমুনা) অস্মাকং নয়নসলিলৈঃ বর্দ্ধতে, তদা দ্রুতগতিজলৈঃ আচিতে (ব্যাপ্তে নীরন্ধ্রে) কুঞ্জমধ্যে কেন (কেন প্রকারেণ) স্থেয়ম্ (ময়া স্থাতব্যম্)। ৩৮।

অনুবাদ।—এই মদনজনিত উত্তাপ প্রতিক্ষণ সাতিশয় বৃদ্ধি

পাইতেছে। (অতএব) এক্ষণে বৃন্দাবনে বাস করা কেবলমাত্র দুঃখের কারণ হইতেছে। আর যদি যমুনা নদী আমাদের নয়নজলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে দ্রুতগতি জল দ্বারা প্লাবিত হইলে কুঞ্জমধ্যে কিরূপে থাকিব ?। ৩৮।

ব্যাখ্যা।—আমাদের মদনজনিত উত্তাপ এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এখন আর বৃন্দাবনে বাস করায় কিছুমাত্র সুখ নাই, প্রত্যুত কেবল ক্লেশ পাইতে হইতেছে। তাহাতে যদি আবার বাস্তবিকই আমাদের নয়নজলে যমুনা বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাহার জলপ্রবাহ এত দ্রুত আসিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিবে যে, এখান হইতে আর পলায়ন করিতেও পারিব না এবং এই কুঞ্জমধ্যে থাকিতেও পারিব না ; স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইব। ৩৮।

যস্য ধ্যানং জনয়তি সুখং যাদৃশং তাদৃশং ন
স্বর্লোকাদাবপি কিমপরং ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতৌ চ।
জ্ঞাতঞ্চৈতন্মুনিবরমুখাম্ভোজতঃ কীদৃশী তে
বুদ্ধিস্তাদৃগ্‌জনকবিষয়ে দর্শনে নাস্তি যত্নঃ ॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ।—যস্য ধ্যানং যাদৃশং সুখং জনয়তি, তাদৃশং (সুখং) স্বর্লোকাদৌ অপি, কিম্ অপরং, ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতৌ চ ন (ভবতি)। এতৎ মুনিবরমুখাম্ভোজতঃ জ্ঞাতং চ। (কিন্তু) তে কীদৃশী বুদ্ধিঃ (যৎ) তাদৃগ্‌জনকবিষয়ে দর্শনে যত্নঃ ন অস্তি। *। টীকা।—যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ধ্যানং যাদৃশং সুখং জনয়তি (উৎপাদয়তি), তাদৃশং সুখং স্বর্লোকাদৌ (স্বর্গলোকাদি-প্রাপ্তৌ) অপি, কিম্ অপরম্ (অন্যৎ কিং বক্তব্যং), ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতৌ চ (ব্রহ্মসন্দর্শনেঽপি) ন (ন ভবতি)। এতৎ মুনিবরমুখাম্ভোজতঃ (দেবর্ষেঃ নারদস্য মুখপদ্মাৎ) জ্ঞাতং (ময়া বিদিতং) চ। কিন্তু তে (তব) কীদৃশী বুদ্ধিঃ, যৎ তাদৃগ্‌জনকবিষয়ে দর্শনে (তাদৃশ-পরমানন্দসন্দোহস্বরূপস্য

তব পিতুঃ কৃষ্ণস্য দর্শনে) যত্নঃ (তব চেষ্টা) [illegible] অস্তি (ন ভবতি)। *
ব্যাকরণম্।—তাদৃক্ জনক[illegible]এব বিষয়ঃ (কর্ম্ম) যস্য তস্মিন্ দর্শনে। ৩৯।

অনুবাদ।—যাঁহার ধ্যান করিলেও যেরূপ সুখ হয়, সেরূপ সুখ স্বর্গলোকে বাস করিলেও হয় না, এবং ব্রহ্মসন্দর্শন হইলেও হয় না। ইহা আমি মুনিবর নারদের মুখপদ্ম হইতে জানিয়াছি। কিন্তু তোমার কিরূপ বুদ্ধি যে, তাদৃশ জনককে দর্শন করিতেও তোমার চেষ্টা নাই। ৩৯।

ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রে ও লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঘনীভূত-পরমানন্দস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে ধ্যান করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত কোনও লোকে বাস করিলেও হয় না। অধিক কি, অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বনে সমাধি দ্বারা যদি ব্রহ্মসন্দর্শন-লাভ হয়, তাহা হইলেও সেরূপ আনন্দ পাওয়া যায় না। ইহা আমি দেবর্ষি নারদের মুখপদ্ম হইতেই জানিয়াছি। ভাগবতে "কৃষ্ণ-দ্যুমণি-নিম্লোচে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা কৃষ্ণকে সূর্য্য বলা হইয়াছে, সূর্য্যকে পাইলে পদ্ম প্রফুল্ল হয়। দেবর্ষি স্বর্গবাসও করেন না, সমাধিও করেন না, কেবল নিরন্তর কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের ধ্যান করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্ম সর্ব্বদাই প্রফুল্ল দেখি। যাঁহার ধ্যানে এত আনন্দ, তাঁর দর্শনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা বলিতে পারি না।*। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তিনি তোমার পিতা। লোকে সামান্য পিতার দর্শনের জন্য কত আগ্রহ করে, আর তুমি এমন পিতাকে দর্শন করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ না, এখনও এখানে স্থির হইয়া রহিয়াছ; এ তোমার কিরূপ বুদ্ধি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ৩৯।

বক্তব্যং যন্মদনজনিতং দুঃখ-মস্মাকমেতদ্
ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়তমপদে গোপয়িত্বা স্বদেহম্ ।
দৃষ্টে তেন ত্বয়ি নয়নয়োর্নিস্তুলপ্রীতিহেতৌ
যাস্যত্যেব ক্ষণমপি-মনস্তৎকথায়াং ন তস্য ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ ।—অস্মাকং যৎ মদনজনিতং দুঃখম্, এতৎ স্বদেহং গোপয়িত্বা প্রিয়তম-পদে ভূয়োভূয়ঃ ত্বয়া বক্তব্যম্ । নয়নয়োঃ নিস্তুলপ্রীতিহেতৌ ত্বয়ি তেন দৃষ্টে (সতি) ক্ষণম্ অপি তৎকথায়াং তস্য মনঃ ন যাস্যতি এব । *। টীকা ।—অস্মাকং যৎ মদনজনিতং দুঃখম্, এতৎ স্বদেহং গোপয়িত্বা (তেন অলক্ষিতং কৃত্বা) প্রিয়তমপদে (কৃষ্ণচরণে) ভূয়োভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ) ত্বয়া ·বক্তব্যং (কথয়িতব্যম্) । নয়নয়োঃ নিস্তুলপ্রীতিহেতৌ (অনুপমসুখকারণে) ত্বয়ি তেন (কৃষ্ণেন) দৃষ্টে সতি ক্ষণম্ অপি তৎকথায়াং (অস্মাকং দুঃখকথায়াং) তস্য মনঃ ন যাস্যতি এব । ৪০ ।

অনুবাদ ।—আমাদের যে মদনজনিত দুঃখ, ইহা তুমি স্বীয় দেহ গোপন করিয়া আমাদের প্রিয়তম কৃষ্ণের চরণে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিও । তুমি নয়নের অতুল-আনন্দজনক, তিনি তোমাকে দেখিলে ক্ষণকালও সে কথায় তাঁহার মন যাইবে না । ৪০ ।

ব্যাখ্যা ।—তোমার পিতার গুণের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় এখন তুমি না গিয়া আর থাকিতে পারিতেছ না । তবে যাও । পূর্ব্বে আমাদের যে মদনজনিত দুঃখের কথা বলিলাম, সেই কথা তুমি আমাদের প্রিয়তম কৃষ্ণের নিকট পুনঃপুনঃ নিবেদন করিও । কোনও কথা পুনঃপুনঃ বলিলে তাহাতে অবধারণ (অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান) জন্মে । সেই জন্য পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতেছি । * । তাহা হইলে আমাদের যে এরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিবেন । * । "প্রিয়তম" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাকে আমরা

যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি, তাহা [illegible]নি জানেন। সুতরাং আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—তাঁহার এ বিশ্বাস হইলে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।*। কিন্তু আর একটা কথা বলি—তুমি যখন তাঁহার নিকট আমাদের দুঃখের কথা বলিবে, তখন তাঁহাকে দেখা দিও না। গোপনে থাকিও। যেহেতু তোমাকে দেখিলে অপর সকলের পরম আনন্দ জন্মে; তাঁহার নিজ পদের চিহ্ন বলিয়া তাঁহার যে কত আনন্দ হইবে বলিতে পারি না। সেই আনন্দে তিনি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তোমাকেই দেখিতে থাকিবেন, আমাদের কথায় আর তাঁহার মন যাইবে না। সুতরাং তোমার বলাই নিরর্থক হইবে। ৪০।

বক্তব্যঞ্চ স্ফুটমিতি যদা নির্জ্জনস্থো মুকুন্দঃ
পদ্মাদাঙ্কৈ-রতিসুললিতৈ-রঙ্কিতং ত্বৎপদাব্জৈঃ।
বৃন্দারণ্যং স্মরসি ন কথং শ্রীপতে মঞ্জুকুঞ্জং
জ্ঞাতং জ্ঞাতং যদিহ ন পরীরম্ভণং কুব্জিকায়াঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ।—যদা মুকুন্দঃ নির্জ্জনস্থঃ (ভবেৎ, তদা) স্ফুটম্ ইতি চ বক্তব্যং। (হে) শ্রীপতে, অতিসুললিতৈঃ পদ্মাদাঙ্কৈঃ ত্বৎপদাব্জৈঃ অঙ্কিতং মঞ্জুকুঞ্জং বৃন্দারণ্যং কথং ন স্মরসি। জ্ঞাতং জ্ঞাতং, যৎ ইহ কুব্জিকায়াঃ পরীরম্ভণং ন।*। টীকা।—যদা মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নির্জ্জনস্থঃ ভবেৎ, তদা স্ফুটং (স্পষ্টং যথা স্যাৎ তথা) ইতি চ (এতদপি) বক্তব্যম্। হে শ্রীপতে (লক্ষ্মীপতে), অতিসুললিতৈঃ পদ্মাদ্যঙ্কৈঃ (পদ্মাদিচিহ্নৈরুপলক্ষিতং) ত্বৎপদ্মাব্জৈঃ (তব পাদপদ্মৈঃ) অঙ্কিতং (চিহ্নিতং) মঞ্জুকুঞ্জং (মনোহরকুঞ্জবিশিষ্টং) বৃন্দারণ্যং কথং ন স্মরসি? জ্ঞাতং জ্ঞাতং, যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ইহ (অস্মিন্ বৃন্দারণ্যে) কুব্জিকায়াঃ (ত্রিবক্রানাম্ন্যাঃ কুব্জায়াঃ) পরীরম্ভণং (আলিঙ্গনং) ন (নাস্তি)।*। ব্যাকরণং।—[illegible]ললিতৈরিতি পদ্মাদ্যঙ্কৈরিত্যস্য বিশেষণম্। পদ্মাদ্যঙ্কৈরিতি উপলক্ষণে তৃতীয়া। অথবা সুললিতৈরিতি

পদ্মাদ্যৈরিতি চ উত্তরং [illegible] জৈরিত্যস্য বিশেষণং, তদা পদ্মাদয়ঃ অঙ্কাঃ যেষু তৈরিতি বিগ্রহঃ। পদাজৈ[illegible]রিতি বহুবচনং গৌরবাৎ অনেকচিহ্নাভিপ্রায়াৎ বা। মঞ্জু কুঞ্জং যস্মিন্ তৎ মঞ্জুকুঞ্জম্। পরীরম্ভণমিতি "উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিব্‌ঘঞাদৌ কচিত্তবেৎ" ইতি দীর্ঘঃ।৪১।

অনুবাদ।—কৃষ্ণ যখন নির্জ্জনে থাকিবেন, তখন স্পষ্ট করিয়া এ কথাও বলিও যে—হে শ্রীপতে, যে বৃন্দাবন অতিসুন্দর-পদ্মাদি-চিহ্ন-বিশিষ্ট তোমার পাদপদ্মে চিহ্নিত, সে বৃন্দাবনকে তুমি স্মরণ কর না কেন? বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি; সেখানে যে, কুব্জার আলিঙ্গন নাই।৪১।

ব্যাখ্যা।—কৃষ্ণ যখন নির্জ্জনে থাকিবেন, তখন এ কথাটাও খুলিয়া বলিও। তিনি এখন রাজা হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে মান্য গণ্য করে। অতএব অন্য লোকের সাক্ষাতে বলিলে তিনি লজ্জিত ও অপমানিত হইবেন; তাহা হইলে তিনি, আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া আর আসিবেন না। সুতরাং হিতে বিপরীত ঘটিবে। তাই বলিতেছি যে, নির্জ্জনে থাকিলে এ কথাটা বলিও। এই কথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে "শ্রীপতি" বলিয়া সম্বোধন করিও। শ্রী শব্দের অর্থ শোভা ও লক্ষ্মী। সুতরাং ওরূপ সম্বোধনে তাঁহাকে স্তুতি ও নিন্দা দুইই করা হইবে। বলিবে যে, তুমি শ্রীপতি অর্থাৎ সকল শোভার আস্পদ। সেই জন্য তোমার পাদপদ্মও শোভাময়, এবং সেই পাদপদ্মের চিহ্নও শোভাময়। তাদৃশ চিহ্নে বৃন্দাবন এখনও চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। এতাবতা জানান হইবে যে, তোমার বিহারস্থলগুলি সেইরূপ অবিকৃতই রহিয়াছে; তোমার আসা অবধি মনোদুঃখে কেহ আর সে-সকল স্থানে যায় নাই, এবং তোমার পরিবর্ত্তে অন্য কেহও সেখানে বিহার

করে নাই ।*। আর সে বৃন্দাবনে মনো[illegible] আছে । এতাবতা স্মরণ করিয়া দেওয়া হইবে যে, যাহাদিগকে লইয়া বিহার করিবে বলিয়া কত যত্নে মনোহর কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, সেই তোমার লীলাপরিকর গোপীগণ সেখানে তোমার দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে।*। সে বৃন্দাবনকে তুমি কিরূপে ভুলিয়া রহিয়াছ অর্থাৎ সেখানে কেন যাও নাই? ।*। তার পর একটু ভাবিয়া বলিয়া উঠিবে যে, বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি (৫০ পৃঃ ৩ পং), সেখানে যে কুব্জার আলিঙ্গন নাই। শুনিয়াছি, এখানে আসা অবধি কুব্জার সহিত তোমার অত্যন্ত প্রণয় ঘটিয়াছে। তুমিও ত্রিভঙ্গ বলিয়া তোমার একটি নাম ত্রিবক্র, এবং কুব্জাও ত্রিবক্রা বলিয়া তাহার নামও ত্রিবক্রা। ত্রিবক্রে ও ত্রিবক্রায় রাজযোটক মিল হয়। তাই তুমি তাহার প্রণয়ে মজিয়াছ। বৃন্দাবনে ত্রিবক্রাকে পাইবে না বলিয়া সেখানে যাইতে চাও না।* সেখানে কেহ ত্রিবক্রা নাই, সকলেই সরলা। অতএব ত্রিবক্রার অভাবই তোমার বৃন্দাবন স্মরণ না করিবার কারণ। যাহা হউক, তুমি শ্রীপতি হইয়া অর্থাৎ ত্রিভুবনসুন্দরী লক্ষ্মীর পতি হইয়া শেষে এরূপ কুব্জার প্রেমে মুগ্ধ হইলে? ছি ছি! এ বড় কলঙ্কের কথা। তুমি রসময় অর্থাৎ সুরসিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলে, এখন হইতে তোমাকে সকলেই অরসিক বলিবে।৪১।

আকাঙ্ক্ষা যা গ্লপয়তি মনো মাদৃশাং বাসনা সা
শাব্দে ধর্ম্মে সতি ন ভবিতা হানিরেব ক্রমাঙ্ক।
সাকাঙ্ক্ষোক্ত্যা মুরহরপদে সর্ব্বমেতন্নিবেদ্যং
নো চেৎ তস্য প্রমিতিজননে কেন হেতুস্তবোক্তিঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ।—(হে) ক্রমাঙ্ক [illegible] আকাঙ্ক্ষা মাদৃশাং মনঃ গ্লপয়তি, সা বাসনা। শাব্দে ধর্ম্মে সতি হানিঃ ন ভবিতা এব। (অতঃ) এতৎ সর্ব্বং সাকাঙ্ক্ষোক্ত্যা মুরহরপদে (ত্বয়া) [illegible]। নো চেৎ তব উক্তিঃ কেন তস্য প্রমিতিজননে হেতুঃ (স্যাৎ)।*। টীকা।—হে ক্রমাঙ্ক (পদচিহ্ন), যা আকাঙ্ক্ষা মাদৃশাং মনঃ গ্লপয়তি (পীড়য়তি), সা বাসনা (কৃষ্ণাভিলাষাত্মকো মনোধর্ম্মঃ)। শাব্দে ধর্ম্মে সতি (তস্মিন্ আকাঙ্ক্ষারূপে ধর্ম্মে শব্দনিষ্ঠে ধর্ম্মে সতি) হানিঃ (ক্ষতিঃ) ন ভবিতা এব (ন ভবিষ্যত্যেব)। অতো হেতোঃ এতৎ (মদনজনিত-দুঃখাদিকং) সর্ব্বং সাকাঙ্ক্ষোক্ত্যা (আকাঙ্ক্ষাযুক্তবাক্যেন) মুরহরপদে (শ্রীকৃষ্ণচরণে) ত্বয়া নিবেদ্যং (জ্ঞাপয়িতব্যম্)। নো চেৎ (অন্যথা) তব উক্তিঃ কেন (কেন প্রকারেণ) তস্য (কৃষ্ণস্য) প্রমিতিজননে (বাক্যার্থবোধোৎপাদনে) হেতুঃ (কারণং স্যাৎ)। ৪২।

অনুবাদ।—যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে, তাহা বাসনারূপ মনোধর্ম্ম। শব্দধর্ম্ম যে আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা হইলে কোনও ক্ষতি হইবে না। অতএব এ সমস্ত কথা তুমি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যে কৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিও। তাহা না করিলে, তোমার বাক্য কিরূপে তাঁহার বাক্যার্থবোধ জন্মাইবার কারণ হইবে? । ৪২।

ব্যাখ্যা।—নৈয়ায়িকেরা বলেন "আসত্তিযোগ্যতাকাঙ্ক্ষা-তাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে। কারণং; সন্নিধানন্তু [illegible]আসত্তিরুচ্যতে। পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা। যৎপদেন বিনা যস্যা-নন্বভাবকতা ভবেৎ। আকাঙ্ক্ষা; বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥" আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান বাক্যার্থবোধের কারণ। যে পদের সহিত যে পদের অন্বয় হয়, তাহাদের অব্যবধানে উল্লেখ করাকে আসত্তি বলে (সেই হেতু "গিরিরগ্নিমান্, ভুক্তং দেবদত্তেন" পর্ব্বত অগ্নিযুক্ত, দেবদত্ত ভোজন

করিয়াছে—না বলিয়া, "গিরিভুক্তম্ অগ্নিমান্ দেবদত্তেন" পর্ব্বত আহার করিয়াছে দেবদত্ত অগ্নিযুক্ত—বলিলে আসত্তির অভাবে বাক্যার্থবোধ হয় না)। এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে যোগ্যতা বলে (সেই হেতু "বহ্নিনা সিঞ্চতি" বহ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে—এ স্থলে বহ্নি-পদার্থের সহিত সেচন-পদার্থের সম্বন্ধ না থাকায় যোগ্যতা অভাবে বাক্যার্থবোধ হয় না)। যে পদ ব্যতিরেকে যে পদ অন্বয়-বোধ জন্মাইতে পারে না, সেই পদের সহিত সেই পদের তাদৃশ সম্বন্ধকে আকাঙ্ক্ষা বলে (যেমন ক্রিয়াপদ ব্যতি-রেকে কারকপদ অন্বয় বোধ জন্মাইতে পারে না বলিয়া ক্রিয়াপদের সহিত কারক পদের আকাঙ্ক্ষা আছে)। বক্তার অভিপ্রায়কে তাৎপর্য্য বলে (যেমন সৈন্ধব শব্দের অর্থ অশ্ব ও লবণ ; কেহ ভোজনসময়ে "সৈন্ধবমানয়" সৈন্ধব আন—বলিলে তাৎপর্য্য দ্বারা লবণ বুঝিতে হইবে)। *। এই শ্লোকে "আকাঙ্ক্ষা" শব্দ ও "শাব্দধর্ম্ম" শব্দ শ্লেষে (৫৪ পৃঃ ৩ পং) ব্যবহৃত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা শব্দের এক অর্থ—পূর্ব্বোক্ত শব্দধর্ম্ম, আর এক অর্থ—অভিলাষ। শাব্দধর্ম্ম শব্দের এক অর্থ—শব্দনিষ্ঠ ধর্ম্ম, আর এক অর্থ—বাক্যার্থবোধ।*। এখন বোধ হয় তোমার আশঙ্কা হইতেছে যে, কৃষ্ণের নিকট তোমাদের যে দুঃখ কথা জানাইব, তাহা সাকাঙ্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) বাক্যে বলিব, কি নিরাকাঙ্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষাবিহীন) বাক্যে বলিব ? কেন না, যদি নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যে বলি, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষার (শব্দধর্ম্মের) অভাবে তাঁহার বাক্যার্থবোধ হইবে না। আর যদি সাকাঙ্ক্ষ বাক্যে বলি, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষা (অভিলাষ) হেতু যেমন তোমাদের মনঃপীড়া দেখিতেছি, তেমনি তাঁহারও মনঃপীড়া হইবে মনে

করিতেছি। মনঃপীড়া হইলেও আমার বাক্যে তাঁহার মনঃসংযোগ হইবে না, সুতরাং তাহাতেও তাঁহার বাক্যার্থবোধ হইবে না। উত্তর—যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে, তাহা মনোধর্ম্ম; আর যে আকাঙ্ক্ষা বাক্যার্থবোধের কারণ, তাহা শব্দধর্ম্ম। সুতরাং সেই শেষোক্ত-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্য বলিলে কোনও ক্ষতি হইবে না; বরং সেরূপ না বলিলে তাঁহার অর্থ-বোধই জন্মিবে না। আরও বলি—সাকাঙ্ক্ষ (অর্থাৎ আমাদের অভিলাষবোধক) বাক্যেই সকল কথা বলিও, নচেৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষে আমরা যে এত কাতর হইয়াছি, তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন? শাব্দধর্ম্ম (অর্থাৎ বাক্যার্থবোধ) হইলে (অর্থাৎ তোমার বাক্যে আমাদের অভিলাষ বুঝিতে পারিলে) ক্ষতি হইবে না (অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই আগমন করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন)। ৪২।

আগন্তব্যং সরসিজদৃশা বোধিতেন ত্বদুক্ত্যা
নাপ্রত্যক্ষং প্রমিতিকরণং বাক্যমেতন্ন মানম্।
স্বীকর্ত্তব্যং নয়নবিরহাপত্তিভীত্যেতি সর্বৈ-
র্মানাভাবাদ্ দৃশি ন হি ভবেন্মানমন্যদ্ দ্বিতীয়াৎ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ।—সরসিজদৃশা ত্বদুক্তেন বোধিতেন (সতা) আগন্তব্যম্। মানাভাবাৎ নয়নবিরহাপত্তিভীত্যা সর্বৈঃ 'অপ্রত্যক্ষং প্রমিতিকরণং ন' এতৎ বাক্যং ন মানম্, ইতি স্বীকর্ত্তব্যম্। হি দৃশি দ্বিতীয়াৎ অন্যৎ মানং ন ভবেৎ। *।

টীকা।—সরসিজদৃশা (পদ্মলোচনেন কৃষ্ণেন) ত্বদুক্ত্যা (তব বচনেন) বোধিতেন (অস্মদ্দুঃখং বিজ্ঞাপিতেন সতা) আগন্তব্যম্। মানাভাবাৎ (প্রমাণাভাবাৎ) নয়ন-বিরহাপত্তিভীত্যা (নয়নাভাবসঙ্ঘটনাশঙ্কয়া) সর্বৈঃ, 'অপ্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষাতিরিক্তং) প্রমিতিকরণং (বোধজনকং) ন (ন ভবতি)' এতৎ বাক্যং ন মানং (ন৹

প্রমাণম্, ন সত্যম্), ইতি স্বীকর্ত্তব্যম্। হি (যতঃ) দৃশি (চক্ষুষি, চক্ষুষঃ অস্তিত্বে ইত্যর্থঃ)। দ্বিতীয়াৎ অন্যৎ ("প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" ইত্যুক্তক্রমেণ দ্বিতীয়াৎ অনুমানাৎ ভিন্নং) মানং (প্রমাণং) ন ভজেৎ। ৪৩।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ তোমার কথায় (আমাদের দুঃখ) বুঝিয়া অবশ্যই আসিবেন। 'প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই বোধের কারণ নহে'—এই বাক্য যে সত্য নহে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু চক্ষুতে (অর্থাৎ চক্ষুর অস্তিত্ব বিষয়ে) যখন দ্বিতীয় (অর্থাৎ অনুমান) ভিন্ন আর প্রমাণ নাই, তখন (উক্ত মত সত্য বলিয়া মানিলে) প্রমাণের অভাবে নয়নের অভাবঘটনের আশঙ্কা হয়।৪৩।

ব্যাখ্যা।—নৈয়ায়িকেরা বলেন "...অনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা। প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি-স্তথোপমিতি-শব্দজে॥" অনুভূতি (অনুভব, প্রমিতি, জ্ঞান বা বোধ) চারিপ্রকার,—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ (অর্থাৎ প্রমিতির করণ)।*। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রস্থ দুইটি প্রত্যক্ষ পদের অর্থের বিভিন্নতা আছে। প্রথম-সূত্রস্থ প্রত্যক্ষ পদের অর্থ—ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়-সূত্রস্থ প্রত্যক্ষ পদের অর্থ—(প্রতি-অক্ষ) প্রত্যেক ইন্দ্রিয়। সূত্রদ্বয়ের অর্থ এই—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানরূপ যে অনুভূতি, তাহার প্রমাণ অর্থাৎ করণ (সাধন)—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এক-একটি ইন্দ্রিয়; অনুমিতিরূপ যে অনুভূতি, তাহার প্রমাণ—অনুমান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান (৪২ পৃঃ ২২ পং); উপমিতিরূপ যে অনুভূতি, তাহার প্রমাণ—উপমান অর্থাৎ সাদৃশ্য-জ্ঞান; এবং শব্দজন্য যে অনুভূতি, তাহার প্রমাণ—শব্দ। আবার,

"ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতম্‌।" ঘ্রাণজাদিভেদে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছয়প্রকার। "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" মন-সমেত ছয়টি ইন্দ্রিয়; যথা—নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্‌ ও মন। তন্মধ্যে (১) ঘ্রাণেন্দ্রিয়-নাসিকা দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ; (২) দর্শনেন্দ্রিয়-চক্ষু দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; (৩) শ্রবণেন্দ্রিয়-কর্ণ দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ; (৫) স্পর্শেন্দ্রিয়-ত্বক্‌ দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা ত্বাচ প্রত্যক্ষ; এবং (৬) মন দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা মানস প্রত্যক্ষ। গন্ধাদির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব হয়, এইরূপ রূপাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, শব্দাদির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, রসাদির রাসন প্রত্যক্ষ, স্পর্শাদির ত্বাচ প্রত্যক্ষ, এবং সুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনুমান দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা অনুমিতি; যেমন—ধূম দর্শন করিলে তদনুমানে বহ্নির অনুভব হয়। উপমান দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা উপমিতি; যেমন—যে ব্যক্তি গবয় জানে না, তাহাকে যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, গবয় গোরুর মত; তাহা হইলে সে যখন গবয় দেখিবে, তখন গোরুর সাদৃশ্যজ্ঞানে ঐ জন্তুকে গবয় বলিয়া অনুভব করিবে। শব্দ দ্বারা যে অনুভব হয়, তাহা শব্দজ অনুভব বা শাব্দ বোধ (অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞান)। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, এবং শব্দ দ্বারা শব্দার্থের জ্ঞান হয়।*। কিন্তু বৌদ্ধেরা কেবল প্রত্যক্ষকেই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কেই অনুভবের করণ বলেন; তাঁহারা অনুমান, উপমান ও শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। *। পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি যে, তোমার বাক্যে কৃষ্ণের বোধ জন্মিবে। এখন, যদি তুমি বৌদ্ধ-

মতানুসারে বল যে, শব্দ অর্থাৎ বাক্য দ্বারা (১৭ পৃঃ ১—৫ পঃ) বোধ জন্মিতে পারে না, সুতরাং আমার বলাই বৃথা হইবে। তাহার উত্তর—"প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ নাই" এই যে বৌদ্ধদিগের বাক্য, তাহা সত্য নহে। যেহেতু তাহা সত্য হইলে, আমার যে চক্ষু আছে (চক্ষুর অস্তিত্ববোধ), তাহার প্রমাণ পাইতে পারি না। কেন না, নাসিকা দ্বারা আমার চক্ষুর (১৭ পৃঃ ১৮ পঃ) ঘ্রাণ পাই না, চক্ষু দ্বারা তাহা দেখিতে পাই না, কর্ণ দ্বারা তাহা শুনিতে পাই না, জিহ্বা দ্বারা তাহার আস্বাদ পাই না, ত্বক্‌ দ্বারা তাহার আস্বাদ পাই না, এবং মন দ্বারা তাহা চিন্তা করিতেও পারি না। সুতরাং আমার চক্ষুর যখন প্রমাণ নাই, তখন আমার চক্ষু নাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; যেহেতু আমার চক্ষু না থাকিলে আমি দেখিতেই পাইতাম না। যখন আমি দেখিতে পাইতেছি, তখন অনুমান হইতেছে যে, আমার চক্ষু আছে। অতএব আমার চক্ষু আছে—ইহার প্রমাণ অনুমান। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ (৮৪ পৃঃ ১৪ পং)—এই সূত্রানুসারে শ্লোকের মধ্যে অনুমানকে দ্বিতীয় প্রমাণ বলা হইয়াছে। এখন, যদি অনুমানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে বৌদ্ধের উক্ত মত যে মিথ্যা, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে বৌদ্ধমত যখন খণ্ডন করিলাম, তখন প্রসিদ্ধ মত অনুসারে চতুর্বিধ প্রমাণই স্বীকার করিতে হইল, এবং তাহা স্বীকার করিলেই বাক্য দ্বারা যে বোধ জন্মিতে পারে, ইহাও নিশ্চিত হইল। *। আর এক কথা—শব্দ অর্থাৎ বাক্য যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে "প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই" এই যে বৌদ্ধদিগের বাক্য, ইহাও অপ্রমাণ

বলিতে হইবে। সুতরাং বৌদ্ধদিগের নিজের মতেই নিজের বাক্য অপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে ।৪৩।

বৌদ্ধস্যৈতন্মতবিটপিনো মূলমাচ্ছাদিতং স্যা-
ন্মৃত্তিস্তস্যানৃতবচনতো যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তম্।
যদ্যস্মাকং সতত-মতনোঃ সায়কক্ষুণ্ণদেহঃ
প্রামাণ্যে স্যাৎ কুসুমবিশিখোঽস্তীতিবাক্যে ন সাক্ষী ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ।—যদি অস্মাকং সততম্ অতনোঃ সায়কক্ষুণ্ণদেহঃ কুসুমবিশিখঃ অস্তি ইতি বাক্যে প্রামাণ্যে সাক্ষী ন স্যাৎ, (তদা) তস্য অনৃতবচনতঃ ময়া যৎ পূর্ব্বম্ উক্তং, তৎ বৌদ্ধস্য এতন্মতবিটপিনঃ মূলং মৃত্তিঃ আচ্ছাদিতং স্যাৎ।*।

টীকা।—যদি অস্মাকং সততং (সর্ব্বদা) অতনোঃ (অনঙ্গস্য, কামস্য) সায়কক্ষুণ্ণদেহঃ (শরনিকর-নিপীড়িত-শরীরঃ) কুসুমবিশিখঃ (কুসুমশরবিশিষ্টঃ কামঃ) অস্তি ইতি বাক্যে (এতদ্বাক্যাশ্রিতে) প্রামাণ্যে (প্রামাণ্যবিষয়ে) সাক্ষী ন স্যাৎ, তদা তস্য (কৃষ্ণস্য) অনৃতবচনতঃ (মিথ্যাবাক্যাৎ হেতোঃ) ময়া যৎ ("বাক্যং তচ্চ শ্রবণমভবৎ" ইতি—৭ম-শ্লোকে) পূর্ব্বম্ উক্তং, তৎ বৌদ্ধস্য (বুদ্ধসম্বন্ধিনঃ) এতন্মতবিটপিনঃ (পূর্ব্বোক্তমতরূপবৃক্ষস্য) মূলং মৃত্তিঃ (মৃত্তিকাভিঃ) আচ্ছাদিতং স্যাৎ।*। ব্যাকরণম্।—কুসুমবিশিখঃ ইতি কুসুমানি এব বিশিখাঃ যস্যেতি তদ্গুণসংবিজ্ঞানবহুব্রীহিণা কুসুমবিশিখবিশিষ্টঃ কাম ইত্যেবার্থঃ বোদ্ধব্যঃ। অন্যথা পুষ্পবাণবিরহিতস্য মদনস্য অস্তিত্বে পুষ্পবাণৈঃ দেহস্য ক্ষুণ্ণতাসম্ভবঃ; কিঞ্চ পুষ্পবাণৈঃ ক্ষুণ্ণো দেহঃ পুষ্পবাণানামেব অস্তিত্বে সাক্ষী স্যাৎ, ন তু মদনস্য; যতো বাণস্য অস্তিত্বে বাণাধিকারিণঃ অস্তিত্বং ন সর্ব্বত্র নিয়ম্যতে। ৪৪।

অনুবাদ।—যদি মদনের বাণে সতত বিদ্ধ আমাদের দেহ "পুষ্পবাণবিশিষ্ট মদন আছে" এই বাক্যের প্রামাণ্যে সাক্ষী না হয়, তাহা হইলে আমি কৃষ্ণের মিথ্যাবচনে পূর্ব্বে (৭ম শ্লোকে) যাহা বলিয়াছিলাম, সেই এই বুদ্ধের মতরূপ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করা হইবে। ৪৪।

ব্যাখ্যা।—যদি বল—৭ম শ্লোকে তুমি বাক্যকে যে মিথ্যা বলিয়াছ, তাহাতেই ত বৌদ্ধদিগের উক্ত মতের গোড়া বাঁধা হইয়াছে (গোড়া বাঁধা বলিলে গাছেরই বুঝায়, তাই বৌদ্ধমতকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে, এবং গাছের গোড়া বাঁধিতে হইলে তাহাতে মাটি চাপা দিতে হয়, তাই 'মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত' বলা হইয়াছে)। তবে আবার তাঁহাদের মতকে মিথ্যা বলিতেছ কেন? উত্তর—বাক্যের যে প্রামাণ্য আছে, তদ্বিষয়ে যদি আমি সাক্ষী দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে বৌদ্ধমতের গোড়া বাঁধা হইবে; আর যদি তদ্বিষয়ে সাক্ষী দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ত আর গোড়া বাঁধা হইবে না। *। যদি বল—কিরূপে বাক্যের প্রামাণ্য দেখাইবে এবং কে তাহার সাক্ষী? উত্তর—"পুষ্পবাণযুক্ত মদন আছে" এই বাক্য যদি কেহ বলে, তাহা হইলে উহা পুষ্প-বাণযুক্ত মদনের অস্তিত্ববোধ জন্মাইয়া দেয়। তাহার সাক্ষী—আমাদের এই দেহ। আমাদের দেহ সর্ব্বদা মদনবাণে বিদ্ধ হইতেছে। বাণযুক্ত মদন এখনও বর্ত্তমান না থাকিলে আমাদের দেহ সর্ব্বদা মদনবাণে বিদ্ধ হইত না। এতদ্দ্বারা যখন বাক্যের প্রামাণ্য (অর্থাৎ অর্থবোধজনকতা) স্থির হইল, তখন আর বৌদ্ধমতরূপ বৃক্ষের মূলে মৃত্তিকাচ্ছাদন করা হইল না। বৃক্ষের মূলে মৃত্তিকাচ্ছাদন করিলে তাহা দৃঢ়মূল হইয়া স্থায়ী হয়; এবং তাহা না করিলে বৃক্ষ শিথিলমূল হইয়া ভ্রষ্ট হয়। আমি বৌদ্ধমতরূপ বৃক্ষের মূলে মৃত্তিকাচ্ছাদন করি নাই বলিয়া উহা ভ্রষ্টই হইল (অর্থাৎ ঐ মত আমি খণ্ডন করিলাম)। *। যদি বল—তুমি এক মুখে দুই-রকম কথা বলিয়া অশ্রদ্ধাস্পদ হইতেছ। উত্তর—আমি এক মুখে দুইরকম কথা বলি নাই। ৭ম শ্লোকে আমি কৃষ্ণের বাক্যকেই

মিথ্যা বলিয়াছি। এক জনের বাক্য মিথ্যা হইলে যে, সকলের বাক্যই মিথ্যা হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। ৪৪।

মূর্খা এব ক্ষণিক-মনিশং বিশ্বমাহুর্ন ধীরাঃ.
খেদোঽস্মাকং হরিবিরহজঃ সর্ব্বদেবাস্তি চিত্তে।
নান্ত্যঃ শব্দো বচনমপি তৎ তাদৃশং বস্তু কিন্তু
প্রেমৈবাস্মৎপ্রিয়তমকৃতং তচ্চ গোপাঙ্গনাস্থ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ।—মূর্খাঃ এব অনিশং বিশ্বং ক্ষণিকম্‌ আহুঃ, ধীরাঃ ন। (যতঃ) হরিবিরহজঃ খেদঃ অস্মাকং চিত্তে সর্ব্বদা এব অস্তি। অন্ত্যঃ শব্দঃ (অপি) ন (ক্ষণিকঃ) [অথবা—শব্দঃ ন অন্তঃ]। (যতঃ) বচনম্‌ অপি তৎ। কিন্তু অস্মৎপ্রিয়তমকৃতং প্রেম এব তাদৃশং বস্তু। তৎ চ গোপাঙ্গনাস্থ। *। টীকা।—মূর্খাঃ এব অনিশং (সততং) বিশ্বং (সর্ব্বং বস্তু) ক্ষণিকম্‌ আহুঃ (বদন্তি), ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) ন (ন আহুঃ)। যতঃ হরিবিরহজঃ (কৃষ্ণবিচ্ছেদজন্যঃ) খেদঃ (দুঃখম্‌) অস্মাকং চিত্তে (মনসি) সর্ব্বদা এব আস্তে (বর্ত্ততে)। অন্ত্যঃ (চরমঃ) শব্দঃ অপি ন ক্ষণিকঃ [অথবা—শব্দঃ ন অন্ত্যঃ (নাশার্হঃ)]। যতঃ বচনং (কৃষ্ণস্য বাক্যম্‌) অপি তৎ (তাদৃশম্‌, অস্মাকং চিত্তে সর্ব্বদা বর্ত্তমানম্‌ ইত্যর্থঃ)। কিন্তু অস্মৎপ্রিয়তমকৃতং (অস্মাকং প্রিয়তমেন কৃষ্ণেন কৃতং) প্রেম এব তাদৃশং (ক্ষণিকং) বস্তু ভবতি। তৎ চ (তৎ ক্ষণিকং প্রেম অপি) গোপাঙ্গনাস্থ (গোপিকাস্থ এব ভবতি)। ৪৫।

অনুবাদ।—মূর্খেরাই সতত সকল বস্তুকে ক্ষণিক বলে; পণ্ডিতেরা বলেন না। যেহেতু কৃষ্ণবিরহজন্য দুঃখ আমাদের মনে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। চরম শব্দও ক্ষণিক নহে (অথবা—শব্দ বিনাশী নহে অর্থাৎ শব্দ নিত্য)। যেহেতু (কৃষ্ণের) বাক্যও সেইরূপ অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাদের মনে বর্ত্তমান। কিন্তু আমাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কৃত প্রেমই সেইরূপ বস্তু অর্থাৎ

ক্ষণিক — তাহাও গোপীদিগের উপর (অর্থাৎ গোপীদিগের উপরই তাঁহার প্রেম ক্ষণিক, অন্যের উপরে নহে)। ৪৫।

ব্যাখ্যা।—ক্ষণিক শব্দের ত্রিবিধ অর্থ আছে। (১) অভিধান-মতে—১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৩০ কলায় ১ ক্ষণ, ১২ ক্ষণে এক মুহূর্ত্ত (২ দণ্ড অর্থাৎ ৪৮ মিনিট); সুতরাং ৪ মিনিটে ১ ক্ষণ। ক্ষণকাল ব্যাপিয়া যাহা থাকে, তাহা ক্ষণিক। এক ক্ষণ, দুই ক্ষণ বা বহু ক্ষণ ব্যাপিয়া যাহা থাকে, তাহা ক্ষণিক—এইরূপ বাক্যবিশেষে ক্ষণিক শব্দের অর্থ—স্বল্পকাল-স্থায়ী। (২) নৈয়ায়িকদিগের মতে—"তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতি-যোগিত্বং ক্ষণিকত্বম্" প্রতিযোগিন্ শব্দের অর্থ বিরোধী অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত, ধ্বংস শব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ না থাকা, অভাবের প্রতিযোগ (বিরুদ্ধ ধর্ম্ম)—ভাব অর্থাৎ থাকা। সুতরাং অভাবের প্রতিযোগী (বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত) বলিলে ভাববিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। যেমন—মৃত্যুর প্রতিযোগ (বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) জীবন ; মৃত্যু হইতে জীবি-তেরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার মৃত্যু হয়, তাহাই জীবিত ; সুতরাং মৃত্যুর প্রতিযোগী বলিলে জীবিতকেই বুঝায়। সেইরূপ অভাব হইতে ভাববিশিষ্ট পদার্থেরই হয়, অর্থাৎ যাহার অভাব হয়, তাহাই ভাববিশিষ্ট ; সুতরাং অভাবের প্রতিযোগী বলিলে ভাববিশিষ্ট পদার্থকেই বুঝায়। অতএব উক্ত বচনের অর্থ হইল যে, তৃতীয়-ক্ষণবৃত্তি (তৃতীয় ক্ষণে উৎপন্ন) যে ধ্বংস (অভাব), তাহার যে প্রতিযোগী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণে যাহার নাশ হয়, তাহাকে ক্ষণিক বলে। নৈয়ায়িকেরা সকল পদার্থকে ক্ষণিক বলেন না। আকা-শাদির শব্দপ্রভৃতি যে বিশেষ গুণ আছে, সেইগুলিকেই ক্ষণিক বলেন। তাঁহাদের মতে শব্দ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে

আর একটি শব্দকে উৎপাদন করে, এবং তৃতীয় ক্ষণে [illegible]ক শব্দান্তর উৎপাদনের পরক্ষণেই স্বয়ং নষ্ট হয়। এইরূপে বীচিতরঙ্গন্যায়ে (অর্থাৎ যেমন একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, পরক্ষণে আর একটি তরঙ্গ জন্মাইয়া, তৎপরক্ষণে নিজে বিলীন হয়, এবং এইরূপ তরঙ্গ পরম্পরার আবির্ভাব-তিরোভাবে চরম তরঙ্গ তীরে সংলগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ) শব্দপরম্পরার আবির্ভাব-তিরোভাবে চরম শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। চরম তরঙ্গ যেমন আর অন্য তরঙ্গ উৎপাদন করে না, সেইরূপ চরম শব্দও শব্দান্তর উৎপাদন করে না।

(৩) বৌদ্ধমতে—"স্বোৎপত্তি-দ্বিতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বম্" স্বীয় উৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই যাহার ধ্বংস হয়, তাহাকে ক্ষণিক বলে। বৌদ্ধেরা বলেন—জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে অনাবশ্যক হইলেও উক্ত মতের উপর সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আর একটি কথাও বলিতে হইতেছে। সন্দেহ হইতে পারে যে, বস্তুমাত্রেই যদি দ্বিতীয় ক্ষণে নষ্ট হয়, তবে মনুষ্যাদি, বৃক্ষাদি ও গৃহাদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কিরূপে রহিয়াছে? তাহাতে তাঁহারা জলধরপটল ও দীপশিখাবলীর তুলনা দিয়া স্বমত পোষণ করিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এক স্থানে বৃষ্টি হইলে লোকে মনে করে যে, একখানি মেঘ হইতেই এতক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু মেঘ জলময়, মেঘই জলে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়; সুতরাং যে মেঘখানি জলে পরিণত হইয়া পতিত হইল, তাহা হইতে আবার বৃষ্টি কিরূপে হইবে? সেখানে তৎক্ষণাৎ আর একখানি মেঘ উপস্থিত হয়; এইরূপে মেঘপরম্পরায় বৃষ্টি হইতে থাকে। দীপশিখাগুলিরও যেটি প্রথম উৎপন্ন হয়, সেটি

পরক্ষণেই নষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ আর একটি শিখা উৎপন্ন হয়; এইরূপে শিখাপরম্পরায় প্রদীপ জ্বলিতে থাকিলেও লোকে মনে করে, একই শিখায় প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেইরূপ মনুষ্যাদিও দ্বিতীয় ক্ষণে নষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ আর একটি আকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া সেই আকৃতিপরম্পরার জন্য স্থূলদৃষ্টিতে তাহাদিগকে দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া লোকে মনে করে। *। এখন স্থির হইল যে, ক্ষণিক শব্দের অর্থ—(১) অভিধানমতে স্বল্পকালস্থায়ী, (২) নৈয়ায়িকমতে দ্বিক্ষণস্থায়ী, (৩) বৌদ্ধমতে একক্ষণস্থায়ী।*। শব্দ বা বাক্য সম্বন্ধেও ত্রিবিধ মত আছে—(১) নৈয়ায়িকমতে শব্দ দ্বিক্ষণস্থায়ী, কিন্তু চরম শব্দ একক্ষণস্থায়ী। (২) বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই একক্ষণস্থায়ী বলিয়া শব্দও একক্ষণস্থায়ী। (৩) মীমাংসকমতে শব্দ নিত্য; এই বলিয়া তাঁহারা বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করেন। *। এই শ্লোকে ক্ষণিক শব্দটি শ্লেষে (৫৪ পৃঃ ৩ পং) ব্যবহৃত হইয়াছে। *। পদাঙ্ককে রাধিকা বলিতেছেন—যদি বল—"প্রত্যক্ষভিন্নের প্রমাণতা নাই" এই মত খণ্ডন করিয়া তুমি বাক্যের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে পার বটে; কিন্তু "বিশ্ব ক্ষণিক (একক্ষণস্থায়ি)" এ মত অনুসারে ত' বাক্যের প্রামাণ্য থাকে না। যেহেতু বাক্যও বিশ্বের অন্তর্গত। সুতরাং বাক্য উৎপত্তির পরক্ষণেই যদি নষ্ট হয়, তবে কিরূপে তাহা অর্থবোধ জন্মাইবে? উত্তর—উহা মূর্খদিগের কথা। হরিবিরহজন্য দুঃখ যখন আমাদের মনে সর্ব্বক্ষণই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ দুঃখ ক্ষণিক নহে। সুতরাং এক অংশে ক্ষণিকত্বের বাধা ঘটায় "বিশ্ব ক্ষণিক" এ মত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। *। যদি বল—হরিবিরহজন্য দুঃখ যদি ক্ষণিক না হয়, তাহা হইলে কি,

কোনও পদার্থই ক্ষণিক নহে—এ কথা বলিতে চাও? উত্তর—তাহা বলিতেছি না। দার্শনিকেরা পদার্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ভাব, ও (২) অভাব। নৈয়ায়িকেরা ভাবকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া অভাব-সহিত সাতটি পদার্থ বলেন; যথা—"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্‌। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥" দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। বৌদ্ধেরা বলেন "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্‌।" যাহা সৎ অর্থাৎ ভাব, তাহাই ক্ষণিক। এইরূপে তাঁহারা যাহার সত্ত্ব (ভাবত্ব) নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারই ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বিরহ শব্দে অভাব, অভাবে সত্ত্ব (ভাবত্ব) নাই বলিয়া তাঁহাদের মতে তাহার ক্ষণিকত্বও নাই। যদি অভাবেরই ক্ষণিকত্ব না থাকে, তবে তজ্জন্য দুঃখেরও ক্ষণিকত্ব নাই—স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু 'কারণ' যে নিয়মের অন্তর্ভূত নহে, তাহার 'কার্য্য' সে নিয়মের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।*। আমরা বলি যে, সমস্ত বস্তুই যে ক্ষণিক, তাহা নহে; কতকগুলি বস্তু ক্ষণিক এবং কতকগুলি বস্তু অক্ষণিক।*। তার পর, কৃষ্ণের যে বাক্য পূর্ব্বে আমাদের শ্রবণগোচর হইয়াছে, তাহাও যখন সর্ব্বক্ষণ আমাদের মনে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন "চরম শব্দ ক্ষণিক" বলিয়া যে নৈয়ায়িকদিগের মত আছে, তাহাও মিথ্যা। আর, "শব্দ নিত্য" এই মীমাংক-মত অনুসারে ত তাঁহার বাক্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবারই কথা।*। কিন্তু আমাদের প্রিয়তমকৃত যে প্রেম, তাহা ক্ষণিক (স্বল্পকালস্থায়ি)।*। নিতান্ত আক্ষেপেই 'প্রিয়তম' শব্দ ব্যবহার করিলাম। কৃষ্ণকে আমরা এত ভালবাসি যে, তাঁহার জন্য পতিপুত্রাদিকেও গ্রাহ্য করি নাই; সেই কৃষ্ণ কি না আমাদের

প্রতি এরূপ ক্ষণিক প্রেম প্রদর্শন করিলেন!! ।*। যদি বল—কৃষ্ণের প্রেম যদি ক্ষণিক হয়, তবে রুক্মিণী প্রভৃতি পুরনারীদিগের উপর তাঁহার প্রেম এত দীর্ঘকালস্থায়ি কেন? উত্তর—সকলের প্রতি ক্ষণিক নহে; কেবল গোপীদিগের উপরই ক্ষণিক ।৪৫।

শা[illegible]কবেদষোড়শমি[illegible]কৃষ্ণশর্ম্মার্পয়-
ন্নানন্দপ্রদ-নন্দ-নন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি ।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূত-মখিলং প্রীতিপ্রদং শৃণ্বতাং
বীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেশ্চাজ্ঞাং গৃহীত্বাদরাৎ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা বীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেঃ আজ্ঞাম্ আদরাৎ গৃহীত্বা আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি অর্পয়ন্, সায়কবেদষোড়শমিতে শাকে শৃণ্বতাম্ অখিলং প্রীতিপ্রদং কৃষ্ণপদাঙ্কদূতং চক্রে ।*। টীকা।—শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা বীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেঃ আজ্ঞাং আদরাৎ গৃহীত্বা, আনন্দপ্রদং যৎ নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বরূপম্ অরবিন্দং (কমলং) তৎ হৃদি (মনসি) অর্পয়ন্ (স্থাপয়ন্) সায়কবেদষোড়শমিতে শাকে (সায়কাঃ পঞ্চ—বেদাঃ চত্বারঃ—ততঃ ষোড়শ, "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" ইতি নিয়মেন ১৬৪৫ শকাব্দে), শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং জনানাম্) অখিলং (সমগ্রং যথা স্যাৎ তথা) প্রীতিপ্রদং কৃষ্ণপদাঙ্কদূতং চক্রে (কৃতবান্) ।*। ব্যাকরণম্।—চক্রে ইতি আনন্দপ্রদ-নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দ-ধ্যান-জনিত-নিরতিশয়ানন্দলাভেন চিত্তবিক্ষেপাৎ অপরোক্ষেঽপি লিট্; পদাঙ্কদূত-কাব্যরচনা-জনিতং যৎ যশ-আদিকং কৃষ্ণপ্রীতিশ্চ, তৎফলভাগী স্বয়মেবেতি আত্মনে-পদঞ্চ ।*। ছন্দঃ।—"একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈ-রবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ" ইত্যালঙ্কারিক বচনাৎ ঊনবিংশত্যক্ষরেণ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতবৃত্তেন রচিতমেতৎ অবসানস্থিতং পদ্যম্। তল্লক্ষণং যথা—"সূর্য্যাশ্বৈর্যদি মঃ সজৌ সততগাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্।" সূর্য্যাঃ দ্বাদশ, অশ্বাঃ সপ্ত, তৈঃ ছিন্নমিতি শেষঃ; দ্বাদশাক্ষরাৎ, ততঃ সপ্তাক্ষরাচ্চ পর-মত্র যতিরিত্যর্থঃ। ম-স-জ-স-ত-ত-গ—এতে সপ্ত গণাঃ যথাক্রমং সন্তি ।৪৬।

অনুবাদ।—পরাক্রান্ত রাজা শ্রীযুক্ত রঘুরাম রায়ের আদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা, আনন্দপ্রদ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়রূপ কমল হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, ১৬৪৫ শকাব্দে, কৃষ্ণের "পদাঙ্কদূত" প্রণয়ন [illegible] যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে ইহা সম্পূর্ণরূপে আন[illegible]রিয়া থাকে।

পাঠান্তর।—* * * চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূ[illegible]ং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং, শ্রীল[illegible]শ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥ অনুবাদ—মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজীবন রায় কর্ত্তৃক সম্মানিত শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জন পদাঙ্কদূতের রচনা করিলেন।

সম্পূর্ণম্ ।

বিজ্ঞাপন।

১। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং—(শ্যামাচরণ কবিরত্নের) কেবল মূল—আবশ্যক টিপ্পনী সহিত। উত্তম কাগজে এবং নূতন ও বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ ডাঃ মাঃ /০।

২। পদাঙ্কদূতম্—অতি উৎকৃষ্ট কৃষ্ণলীলাত্মক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন খণ্ডকাব্য। শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত অন্বয়, টীকা, অনুবাদ ও সরল ভাষায় ভাবার্থব্যাখ্যা সহিত। ভাবার্থ ব্যাখ্যা শুনিলে সকলেরই মন মোহিত হইবে। এরূপ উৎকৃষ্ট সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। মূল্য ।৵০ ডাঃ মাঃ ~১০।

৩। শ্রীরামলীলা—(জয়দেবের অনুকরণে শ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত সুললিত সংস্কৃত গীতিকাব্য—বঙ্গানুবাদ সহিত) মূল্য ।০ ডাঃ মাঃ ~১০।

৪। পদ্যমুক্তাবলী—(শ্যামাচরণ কবিরত্নের বাল্যকালে বিরচিত ঋতুবর্ণনাত্মক সংস্কৃত কবিতাবলী—সটীক) মূল্য ~০ ডাঃ মাঃ ~১০।

৫। হরিভক্তি—অর্থাৎ হরিভক্তিসংক্রান্ত বিবিধ প্রবন্ধ। শ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত। বক্তৃতা শিখিবার উপযুক্ত। কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রবন্ধ উল্লিখিত হইতেছে—"হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোকের নানারূপ ব্যাখ্যা, ভোলানাথের ফাঁকি, দোনো হাত জোড়া থা, কুন্তী বোলায় লো, ঐ রোগে ঘোড়া ম'রেছে, কম্বল্ হাম্কো ছোড়্তা নহি, চড়ক পার্ব্বণ, রথযাত্রা, কপাটি খেলা, পাশা খেলা

ইত্যাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত অতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রের উচ্চ মন্তব্য—ঐ পত্রিকাতেই আছে, দেখিতে পাইবেন। অর্দ্ধমূল্য—(১।০ স্থলে) ।৵০ ডাঃ মাঃ ৵০।

৬। ৺চণ্ডী—(শ্যামাচরণ কবিরত্নের) তালপাতার পুথির আকারে সংক্ষিপ্ত টীকাসহ মূল, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে অবিকল অথচ সুললিত পদ্যানুবাদ।—পাঠের নিয়ম, পূজাবিধি ইত্যাদি সহিত। অতি উৎকৃষ্ট—অতি বিশুদ্ধ। উভয় পুস্তকের মূল্য ।৵০ ডাঃ মাঃ /০।

৭-৮-৯। আহ্নিক-কৃত্যম্—অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম (শ্যামাচরণ কবিরত্নের)। প্রত্যেক মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা ও অবি-কল অনুবাদ সহিত। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ডে—স্নান, তর্পণ, তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও পূজা, শিবপূজা, স্তবমালা, ধ্যানমালা প্রভৃতি ১০৪টি বিষয় আছে। ২য় খণ্ডে—ত্রিবেদীয় সন্ধ্যা, গায়ত্রীর শাপো-দ্ধার হৃদয় ও কবচ, বীজমন্ত্রের অর্থ, স্বস্ত্যয়ন, প্রতিমাপূজা, প্রতিমা-পূজাতত্ত্ব প্রভৃতি ৪৮টি বিষয় আছে। ৩য় খণ্ডে—মহিম্নস্তব (হর-পক্ষে ও হরিপক্ষে টীকা ও অনুবাদ সহ), বটুকস্তব, বগলামুখীস্তব, অপরাধভঞ্জনস্তব, দুর্গোৎসবতত্ত্ব, সকাম ও নিষ্কাম পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—এই ৬টি বিষয় আছে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০ ডাঃ মাঃ ৴১০। একত্রে তিন খণ্ড লইলে ।৷০ ডাঃ মাঃ /০। ইহা বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদপত্রে সবিশেষ প্রশংসিত। আকার অনুসারে দামও খুব শস্তা। বাজে নিত্যকর্ম্ম কিনিয়া ভুল শিখিবেন না—কাজের বই আহ্নিককৃত্য কিনুন।

১০। সত্যনারায়ণ ও শুভচনীর কথা—(শ্যামাচরণ কবিরত্নের) অর্থাৎ সত্যনারায়ণের স্কন্দপুরাণোক্ত সংস্কৃত কথা, ও রামেশ্বরী কথা (দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা সহ), এবং শুভচনীর কথা, ও উভয়ের পূজাপদ্ধতি। অতি উৎকৃষ্ট—অতি বিশুদ্ধ। মূল্য ৵১০ ডাঃ মাঃ ৴১০।

১১। সরলকাদম্বরী (শ্যামাচরণ কবিরত্নের) ॥০ ডাঃমাঃ ৴১০

১২। নীতিপাঠম্ ১ম ভাগঃ *	(ঐ)	৵০	...	৴১০
১৩। ঐ ব্যাখ্যাপুস্তক	(ঐ)	।৵০	...	৴১০
১৪। নীতিপাঠম্ ২য় ভাগঃ *	(ঐ)	৶০	...	৴১০
১৫। ঐ ব্যাখ্যাপুস্তক	(ঐ)	॥০	...	৴১০
১৬। সংস্কৃতবোধঃ *	(ঐ)	।০	...	৴১০
১৭। সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ-সুধাকর *	(ঐ)	॥৵০	...	/[illegible]
১৮। সচিত্র শিশুব্যাকরণ *	(ঐ)	৵০	...	৴১০
১৯। প্রবেশিকা-দর্পণঃ	(ঐ)	১।০	...	৵০
২০। [illegible]দর্পণঃ ৩য় ভাগঃ	(ঐ)	১।০	...	৵০
২১। ব্যাকরণ-সুধাকর—লঘুকৌমুদী সহিত (২য় খণ্ড অর্থাৎ তিঙন্ত ও কৃদন্ত।)		১৲	...	/১০

২২। কুন্দরাণীর ছড়া।

শুনে হেসে গড়া ॥

দামটা কি আর চড়া? চারটি ছানাবড়া (/৩)।

এ ছড়ার এম্নি গুণ। যত শুন্‌বে ততই নতুন ॥

[illegible]য়ে-বাড়ী যাদের। বিশেষ দরকার তাদের ॥

উক্ত সমস্ত পুস্তক আমার নিকট, চীনাবাজার সূর্য্যকুমার নাথের দোকানে, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়। কেবল ৪, ১১ ও ২১ নং পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট (শিবপুর হাওড়া—ঝ ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতায়) পাওয়া যাইবে।

* এই চিহ্নিত পুস্তকগুলি গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত।

সমালোচনা।

চণ্ডী, হরিভক্তি, রামলীলা—* * * চক্ষুস্বত্বাস্থ্যাঘাত হেতু কোনও ছাত্র দ্বারা তোমার চণ্ডী (বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ) পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিয়াছি এবং অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। একবার শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি না হওয়াতে পুনর্ব্বার পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিয়াছি। * * * রামলীলা গ্রন্থের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, তুমি গীতগোবিন্দরচয়িতা জয়দেবের অনুকরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছ, এবং উহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছ। রাম-লীলা গ্রন্থের পদলালিত্য ও ভাষার সরলতা এবং অর্থের চমৎকারিত্ব শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া

থাক—ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। * * * হরিভক্তিতে হরিভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে, কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছ, নানাপ্রকার কৌশলে তাঁহাতে কেবল হরিভক্তিই প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে হরির নিকট প্রার্থনা করি, হরিভক্তি চিরস্থায়িনী হইয়া হরিভক্ত ব্যক্তিদিগের চিরকাল আনন্দ বিধান করে। ইতি—আশীর্ব্বাদক শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ২৪নং গিরিশবিদ্যারত্নের লেন, কলিকাতা।

হরিভক্তি।—* * * আপনার সম্পাদিত "হরিভক্তি" পাঠ করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যায় না। * * * এরূপ সুন্দর সুললিত ভাব ও ভাষা, এরূপ বিশুদ্ধ মুদ্রাঙ্কন আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। * * * "হরিভক্তি" অনুশীলন করিলে যে, সকলেই সেই সুদুর্লভা হরিভক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * আমার পূজ্যপাদ পিতা পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং পূজ্যপাদ অগ্রজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় আপনার "হরের্নামৈব কেবলং" এর ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিলেন যে, কবিরত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকৃতই প্রশংসার্হ, এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন। ইতি—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ শর্ম্ম গোস্বামিনঃ।

আহ্নিককৃত্যম্।—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নেন সঙ্কলিতম্। কবিরত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কৃতিব্যক্তি। তিনি ভ্রষ্টাচার হিন্দুসন্তানদিগের উপকারার্থ নিত্যকর্ম্ম ও মন্ত্রাদি—ব্যাখ্যা সহ বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের অনেক উপকার করিয়াছেন। * * * কবিরত্ন মহাশয়ের যত্নে পুস্তক খানির যেরূপ সংগ্রহ, অনুবাদ ও

মুদ্রাঙ্কন হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে তিন আনা মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে মনে হয়।—হিতবাদী, ২৩শে বৈশাখ, ১৩০৬।

* * * পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "আহ্নিক-কৃত্যে"র সঙ্কলন করিয়াছেন, সরল সাধু অনুবাদ দিয়াছেন। * * গ্রন্থের গুণবত্তা পক্ষে আরও পরিচয় দিতে হইবে কি? মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র। * * লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। হিন্দুসন্তানকে স্বধর্ম্মের নিত্যকৃত্যে অনুরক্ত এবং অভ্যস্ত করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নহে, হিন্দুমাত্রেরই এখানি অবশ্য পাঠ্য। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।